









ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶନ

୩୦୦ ୪୫୫୫

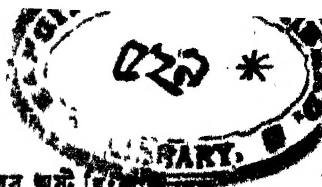
ଶ୍ରୀକାମରାଜ ମହାପାତ୍ର











মহা ১৯২৭ অব্দে আশ্বিন মাসের অষ্ট বিংশতি  
 দিবসে প্রাতঃকালে আমরা যাত্রা করিয়া আজি-  
 মগঞ্জ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। আজিমগঞ্জ  
 নসহাতি শাখা-রেলওয়ের পূর্ব সীমান্ত ষ্টেশন এবং  
 ইহা বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদ  
 নগরীর তিন কোশ উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম  
 তীরে অবস্থিত। সচরাচর বেকপ যাত্রী সংখ্যা হয়  
 তদ্ব্যতীত তদ্বিবসে অধিকতর যাত্রী বহুসংখ্যক বাহা-  
 দুরের সমভিব্যাহারে আজিমগঞ্জ ষ্টেশন ও দাস  
 দাসী সিপাহী ইত্যাদি প্রায় সাত্ৰিশ লোক  
 থাকার এবং আজিমগঞ্জ ও বালুচর বানী রায়  
 বাহাদুরের স্বজাতীয় বান্ধবগণ তাঁহাকে মঙ্গ-  
 লাচরণ পূর্বক বিদায় করণার্থে সমাজভাবে  
 সমবেত হওয়ায় ষ্টেশনে ভরানক জনতা হইল।  
 কুলিদিগের কলরব, ভিক্ষার্থী ভোজক (১) ভোজিকা  
 দলের চিৎকার পুরঃসর মঙ্গলধ্বনি, সিপাহী  
 দিগের লৌহকোষ নিহিত তরবারির কনউদ্ধার  
 ও বায়ুদিগের হাস্যলাপ এবং বিদায় করিবার  
 “(১) ইহার দ্বৈজন দিগের দান গ্রহণে পণ্ডিত এক  
 প্রকার পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ”

৫২৩  
 ১৮

সমস্ত কেশর চন্দন ও আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি  
 কল্যাণ কর দ্রব্য দ্বারা টিকাপ্রদান পূর্বক জয়  
 উচ্চারণ, ইত্যাদি কারণে মহা কোলাহল হইতে  
 লাগিল। এদিকে বাম্পীয় যান চালাইবার সময়  
 ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিল। যাত্রীগণ  
 টিকিট লইতে আরম্ভ করিল। এবং লৌহ ঘোটক  
 কেও ভলপান করাইয়া বিগ্রাম স্থান হইবে  
 লইয়া আসিয়া শকট শ্রেণির সহিত সংযোজিত  
 করা হইল। অনন্তর গাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত  
 যাত্রীরা সাক্ষাৎ করিতে ও রিদায় দিতে আসি-  
 রাহিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যাগমন  
 করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ কিয়দূর পর্যন্ত  
 অগ্রসর করিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে গাড়িতে  
 আরোহণ করিলেন। তখন শেতাব্দ সারথী উত্থান  
 পূর্বক অশ্ব চালাইয়া দিল। ঘোটক প্রথমত  
 সকল দীর্ঘ শ্বাস ভোগ করিতে করিতে সকলকে  
 সারধান ও জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত একতান  
 বংশীনাদ সদৃশ শব্দ নির্গত করিয়া স্তম্ভ স্তম্ভ  
 ধুম উদ্ভাৱ করিতে করিতে চলিতে লাগিল।  
 কিয়দূর আত্র উদ্ভাৱনের মধ্য দিয়া গমন করিয়াই  
 আজিমগঞ্জ অদৃশ্য হইল। কেবল মাত্র দুই একটি  
 মন্দিরের ও অটালিকার শিখর দেশ নয়ন গোচর

হইতে থাকিল ; তাহাও শীঘ্র দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া গেল । তদনন্তর বাষ্পীয় জাল ক্রমাগত প্রান্তর মধ্য দিয়া ধাবিত হইতে লাগিল । এই প্রান্তরের অধিকাংশ ভাগই কৃষিকার্যের অনুপযোগী কষ্ট-কাকীর্ণ মরুভূমি, । তিন ক্রোশ গমন করিয়াই অশ্ব তৃষিত হইয়া পড়িল ; সুতরাং, জলপান কারাইতে হইল । এই শাখা বজ্রের অশ্ব গুলি অপরাপর রেলওয়ের হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল ; আবার রথ্যাও তাদৃশ সমতল নহে ! এই হেতু ইহা শকট সকল লইয়া অধিক বেগে ধাবমান হইতে পারে না ; তাহাতে আমাদের কলিকাতা অঞ্চলের অনেক নবানুগ একুল চঞ্চল স্বভাব যুবকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নিতান্ত অধার হইয়া এই বাষ্পীয় যানকে সামান্য শকটের গহিত তুলনা করতঃ উপহাস করেন । আশার কি শোষণা শক্তি ! তাহার আবেশে মনুষ্যের মন নিয়তই অতৃপ্ত থাকে ; কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয় না । প্রত্যুত এই আশাই উন্নতির সোপান ।

অনন্তর বাষ্পীয় যান . সাগর দিঘি নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল । তথা হইতে নিকটে একটী অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা দৃষ্টি গোচর হয় । এইরূপ কিংবদন্তি আছে, যে, পূর্ন কালে কোন মহী পতি

মহিষী সমতিবাহারে এই প্রদেশে বিহার করিতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা এই স্থানে সমাগত হইয়া একান্ত তৃষ্ণাক্ত হইয়া পড়েন এবং জলা ভাবে যৎপরোনাস্তি দুঃখ পান। তাহাতে কল্পন ছুদয়া ভূপাল ললনা তৎস্থানে একটি জলাশয় খনন করণার্থে রাজাকে অনুরোধ করিলেন; এবং কথায় কথায় তাঁহারা এইপ্রকার সঙ্কল্প করিলেন যে তাঁহারা উভয়ে অক্লান্ত ভাবে ষতদূর চলিয়া যাইতে পারিবেন তত দূর দীর্ঘ ও প্রশস্ত করিয়া ঐ বাপী খনন করা হইবে। তদনুসারে এই বৃহৎ দীর্ঘিকা পরিখাত হইল এবং সাগরনামাভিহিত এক কুন্তকার কর্তৃক ইহা সম্পন্ন হওয়ায় তন্নামে খাত হইয়াছে।

এই রূপে চলিতে চলিতে আর দুই তিন মৈশন অতিক্রম করিয়া, যখন দিনকর মস্তকোপরি তদীয় প্রথর কিরণ বিকীরণ করতঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এমন সময়ে লৌহ অশ্ব যেন ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এবং মহা চিৎকার পূর্বক শব্দ করিতে করিতে নলহাটিতে আগত হইল। এই স্থানে আশা রেলওয়ে সমাপ্ত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। ষ্টেশনের

পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদের ব্যবধানে নলহাটী গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে একটি সামান্য উপগিরি আছে তাহার পূর্ব পাশে দাঁঠ স্থান। তথায় ভবানীর ললাট পতিত হয়, এই নিমিত্ত উহা ললাটীশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রামের নাম তদনুসারে ললাটী, এবং ক্রমশঃ অপভ্রংশ হইয়া নলহাটী রূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রামস্থ লোকেরা বলে যে এই স্থানে নল রাজার নৈষদ নগর ছিল, আর পূর্বোক্ত উপগিরিকে তাঁহার দুর্গ বলিয়া নির্দেশ করে। কিন্তু তাদৃশ অনুমান করিবার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যাহা হউক এ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারা যায় যে, এই স্থানে প্রাচীন কালে কোন নগর ছিল, যে হেতুক মৃত্তিকার নিম্নে বিস্তর বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টক পাওয়া যায় এবং অপরাপর অনেক লক্ষণও লক্ষিত হয়। আবার নল রাজার উপাখ্যান অধ্যয়ন দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে তিনি ভরভবর্ষের কোন পূর্বদেশের অধীশ্বর ছিলেন।

নলহাটীতে পৌঁছিয়া আমরা শাখা রেলওয়ের গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গাড়িতে আরোহণ পূর্বক পশ্চিমাতিমুখী মন্দ গতি বাষ্পীয় যানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘণ্টা দুই কাল অতিবাহিত না হইতেই, মন্দগতি



বাম্পীয়বান দৃষ্টি গোচর হইল। দেখিতে দেখিতে  
 উহা ষ্টেশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। যাত্রীগণ  
 স্ব স্ব গন্তব্য স্থানানুসারে অবতরণ বা আরোহণ  
 করিলে পর সারথী বাম্পীয়বান লইয়া আসিয়া  
 আমাদের গাড়ি সকল শকট শ্রেণীর সহিত সং-  
 যোগ করিয়া অশ্ব চালাইয়া দিল। কিয়দূর ধীরে  
 ধীরে গমন করিয়া বাম্পীয়বান ধাবমান হইল।  
 তাহা দিগের প্রথম প্রথম সম্পূর্ণ উৎসাহ থাকার  
 অনিমিষ লোচনে অক্লান্তভাবে লৌহ বস্তুর উভয়  
 পার্শ্বই দৌছুলামান খান্যক্ষেত্র সকল অবলোক-  
 ন করিতে লাগিলাম। এই স্থান হইতেই বঙ্গদে-  
 শের সীমান্ত স্থিত পর্বত শ্রেণী সকল মেঘ মালা  
 কপে পরিদৃশ্যমান হইতে আরম্ভ হইল। বঙ্গ-  
 দেশের ভিতরে কুছাপি পাহাড় পর্বত নাই; এমন  
 কি কোথাও উচ্চ ভূমি কিম্বা প্রস্তর খণ্ডও দৃষ্টি  
 গোচর হওয়া দুর্লভ। সমগ্র বঙ্গভূমি যেন একথা-  
 নি অখণ্ড সমতল শস্যক্ষেত্র স্বরূপ প্রতীয়মান  
 হয়। তাহা পেকা ইহাকে এক অতি উৎকৃষ্ট উদ্যান  
 বলিলে অধিকতর সুসঙ্গত বোধ হয়। যেমন  
 উদ্যানের কোন স্থানে সুমিষ্ট ফলোৎপাদক বৃক্ষ  
 রাহি, কোথায় মনোহর সুসৌরভ পুষ্প  
 পটল কোন স্থানে বিবিধ শস্য সমাকীর্ণ ক্ষেত্র

নিকর এবং স্থানে স্থানে প্রচুর জলাশয় থাকে; তজ্জপ এই কাঞ্চন ভূমি বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ই অপৰ্যাপ্ত ও অতুলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। কেবল যথেষ্ট কৃষির অভাবে ছুই এক পার্শ্বে বন্য রক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার মৃত্তিকা এতাদৃশ উর্বরা এবং রসাল হওয়ায় এবং বায়ু উষ্ণ ও বাষ্পপূর্ণ হওয়ায়, যেমন বঙ্গবাসীকে অশেষ বিভব সুখে সুখী করিয়াছে; তজ্জপ জল বায়ু দূষিত করিয়া এবং তাহাকে নিত্য নিকরীষ্য ও নিশ্চেষ্ট ও তাহার চরিত্রকে বিবিধ বিধায়ে কলুষিত করিয়া ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে। বঙ্গ দেশের জল বায়ু এমনই কদর্যা যে নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দীর্ঘ স্মৃতিতা এই ষড় দোষ বাহা বুধগণ কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়কে সমূহ উদ্দীপিত করিয়া বঙ্গ বাসীকে মনুষ্যের মধ্যে গণনীয় হইতে দিতেছে না। যাহা হউক এই সকল কথা এক্ষণে আন্দোলন করিলে অনধিকার চর্চা করা হয়।

আমরা ইতিমধ্যে নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন ও পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে বাইতে লাগিলাম। কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই বাষ্পীয়মান অনেক কৌশল অতিক্রম করিয়া গেল। দিবারগান

হইবার পূর্বেই আমরা বিজদেশে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু স্থানে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাম্পীয়মান তালঝারি হইয়া তিন পাচাড়ে উপনীত হইল। তাল ঝারির প্রকৃত নাম তেলিয়া গড়ি। হিন্দু স্থান হইতে বঙ্গদেশে প্রবেশের এই স্থান দিয়া একটা পার্বত্য পথ আছে। হুমায়ুন বাদশাহের সহিত শের শার পুত্রের এই স্থানে এক ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। প্রথিত আছে ইহার গনিধানে জনক রাজার একটা দুর্গ ছিল। এখানে অনেক পৌরাণিক চিহ্ন উপলব্ধিত হয়। লৌহ বস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় এখানে একটা বিশাল সিংহদ্বার বাহির হইয়াছিল। তিন পাচাড় হইতে একটি শাখারখ্যা রাজমহল পর্যন্ত প্রসারিত আছে। রাজমহলও একটা পুরাণ নগর। পূর্বে ইহার নাম আগমহল ছিল। তদনন্তর যখন জয়পুর-পতি মান সিংহ বঙ্গদেশের শাসন কর্তা হন, তখন তিনি এই স্থানটী মনোনীত করিয়া নগর নির্মাণ করতঃ রাজমহল নামাভিধান পুরঃসর ইহাকে রাজধানী করিয়া ছিলেন। প্রাচীন কালে হিন্দু অধিরাজ দিগের সময়ে ইহা রাজগিরি নামে অভিহিত ছিল।

তদনন্তর ক্রমশঃ আলোকের তিরোভাব, ও

তিনিও তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে লাগিল।  
 আমরা যখন মহারাজপুরে পৌঁছিয়াম, তখন  
 বিলক্ষণ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। এই স্থানের জল  
 বায়ু এমন চমৎকার যে শ্বশ্নিতে পাওয়া যায়, রেল  
 ওয়ে কর্তৃ পক্ষীয়েরা কোন কর্মচারিকে দণ্ড দিবার  
 প্রয়োজন হইলে, তাহাকে কিয়দিন তথা কর্ম  
 করিতে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই সে উত্তম  
 রূপে শাসিত হইয়া আইসে। মহারাজপুর পুরি-  
 ত্যাগ করিয়া সাহেবগঞ্জে উপনীত হওয়া গেল প্রায়  
 সকলেই অবগত আছেন আমাদের বঙ্গদেশের বড়  
 সাহেবেরা এই স্থান দিয়া উত্তাল হিমাচলের কঙ্ক-  
 দেশে স্থিত দার্জিলিং পর্বতে আরাম করিতে গমন  
 করেন।

অতঃপর প্রায় সাত্ৰ ছই ঘণ্টা কাল ধাবিত  
 হইয়া বাঙ্গার, যান ভাগলপুরে পৌঁছিল। এই  
 স্থানে তদ্বিবস রায় বাহাদুরের বিশ্রাম করিবার  
 কথা থাকায় তদীয় নির্বিশিষ্ট গাড়ি সকল শকট  
 প্রেণী হইতে বিযুক্ত করিয়া সহস্র রাখিয়া, সারথী  
 স্বীয় পস্থা গ্রহণ করিল। রায় বাহাদুর স্বজন সম-  
 তিব্যাহারে আপনাদিগের কুস্তিতে গিয়া অবস্থিতি  
 করিলেন। পরদিন প্রভাতে সকলে চম্পাপুরী  
 দর্শন করিতে গেলেন। এই স্থান কৈশন হইতে

ক্রোশ দ্বয় হইবে। তথা জৈন দিগের এক  
তগবান মোক্ষ প্রাপ্ত হন। তন্নিমিত্ত উহা পুণ্য  
ভূমি বলিয়া খ্যাত ও তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত।

ভাগলপুর প্রদেশ বেহার দেশের অন্তর্গত, এবং  
ইহার পূর্ব সীমায় অবস্থিত। এই প্রদেশে  
প্রধানতঃ তিন প্রকার লোকের বসতি। প্রথমতঃ  
বিশুদ্ধ হিন্দু; দ্বিতীয়তঃ এক প্রকার লোক তাহার  
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু আদৌ হিন্দু এই  
প্রকার বোধ হয় না, তাহাদের মধ্যে কতকগুল  
পাহাড়িয়া নামে খ্যাত, তৃতীয়ঃ পর্বতবাসী শাঁও-  
তাল। বিশুদ্ধ হিন্দুরা উর্বরা সমভূমি ও উত্তম  
উত্তম স্থানে বাস করে। ইহাদিগেরই সংখ্যা  
অধিক। ইহাদের আকার, প্রকার, আচার ব্যবহার  
আহার পরিচ্ছদ এবং রীতি চরিত্র বাঙ্গালী দিগের  
হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহারা নিরবচ্ছিন্ন  
তগুল সিদ্ধ ভোজন করিয়া নিত্যন্ত শ্রম কাতর,  
অশক্ত আলস্য প্রিয় এবং সুকুমার কায় হইয়া  
শরীরকে দুঃসহ ভার স্বরূপ বহন করে না। ইহারা  
শাস্তিপুত্রের সুক্ষম বস্ত্র পরিধান পূর্বক সুকুঞ্চিত  
কোঁচা হস্তে ধারণ করতঃ গাত্রে কুৎকার লাগায়  
না। ইহারা নিত্যন্ত ভীক প্রকৃতিও নহে। আর  
ইহাদের বালক বালিকা গণকেও রজনিকালে

অিপদেবতার। তাদৃশ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না। কিন্তু ইহারা বাঙ্গালিদের ন্যায় কৃত বদা ও সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং ইহারা আখ্যাবর্তের পুরোতাগ বাসী হিন্দুদিগের ন্যায় বিস্ময় চারী ও তেজস্বী নহে। সে মহাহট্টক আমাদিগের যে, হিন্দুস্থানী দিগকে ছাতুখোর বলিয়া বিক্রম করা যে প্রথা দাড়াইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ বড় অকারণেও নহে।

দ্বিতীয়লোকেরা পাটনার নিকট হইতে এ দিকে চুটীয়া নাগপুর হাজারিবাগ পর্যন্ত বাপিয়া বাস করে। ইহারা বিবিধ শ্রেণীতে বিভিন্ন। কাহার, ঘাটোয়াল প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। ইহাদের আদি নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা বাহক স্বরূপে পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া এই স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্বাপেক্ষা ইহাই অধিকতর প্রামাণ্যরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু ও শাঁওতাদের বর্ণসঙ্কর হইয়া এই জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের অবয়ব বিস্ময়কর হিন্দুদিগের ন্যায় নহে, এবং শাঁওতাদের মতও নহে। পরন্তু ইহাদিগকে চিনিতে গেলে অন্য কোন পরিচয়ের প্রয়োজন

হয় না, কেবল কথোপকথনের প্রতি মনোযোগ করিলেই জানিতে পারা যায়, যে হেতুক ইহারা বারবার এধি শব্দ এরোপ না করিয়া কথা কহিতে পারে না।

শাঁওতালেরা বীরভূম ও রাজ মহলের পাহাড় সকলে বাস করে। তাহাদের বর্ণ চিকন কাল। দুর্গোৎসবের সময় যে অশুরের প্রতিমা নির্মাণ করে, তাহার বর্ণের সহিত কিছু ভেদ নাই। তাহারা অত্যন্ত সরল কিন্তু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের শঠতায় ক্রমাগত প্রবঞ্চিত হইয়া আসায় এক্ষণে কিছু কিছু চাতুরিও মিথ্যা কথা অপর্যায়ানে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ভীক্স এবং পুরস্কার বিদেষী নহে। আপনাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ একতা ও সম্মত আছে। তাহারা কখন ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের আশ্বাদন পায় নাই শুতরাং তাহারা অন্তর্দাহিক ক্ষোভের জ্বালা জানে না।

শাঁওতালেরা নিত্য নিষ্ঠুর ও ছুরাকাক্ষ উত্তমর্গদিগের চাতুর্য্যো যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত ও উত্তাক্ত হওয়ায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একবার উগ্রত্ব হইয়া উঠিয়াছিল।

এবং তাহাদের উৎপীড়ক বাঙ্গালীদিগকে বিলক্ষণ শাসিত করিয়াছিল। যেমন শঠ উত্তমর্গেরা

তাহাদের যথা সর্বস্ব অপহরণ করিত তরুণ তাহারা মহাকোপের সহিত বৈর নির্ধাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ছদ্ম ও বদ্ম নামে দুই জন শাঁওতাল প্রধান হইয়া স্বনামে টাকা পর্যন্ত মুদ্রিত করিয়াছিল। সেই টোকাতে নিম্ন লিখিত শ্লোক অঙ্কিত করে।

“সেক্কা জন্মের পোশুত শেড়ে মুল্ক গিরী কোম্পানি,  
 “সাহা ছদ্ম তাহেলে বদ্ম কোওঁ ম শাঁওতাল গুণি।  
 এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, শাঁওতাল জাতীয় সাহা ছদ্ম ও বদ্ম শার্দুল বাহন দিগ্বিজয়ী কোম্পানির উপর আঘাত করিয়াছে। কিন্তু অবোধ শাঁওতাল, বনে বাস করে; তাহারা কোম্পানি যে কি বস্তু তাহা জানিতে পারে নাই। নিয়ত দীর্ঘ ভাবী ভীকু স্বভাব বাঙ্গালী দিগকে দেখিয়া আসার মনে করিয়াছিল, দুই চারি তীর নিক্ষেপ করিলেই কার্য সমাধা হইতে পারিবে। এই ভ্রমে প্রমত্ত হইয়া বিজ্ঞাত কেশরির আরাম ভঙ্গ করিয়া ছিল। ইহাতে পরিণামে এই ঘটিল যে মদমত হস্তা বৃথ যেমন নলিনী দল দলন করে, তরুণ ইংরাজ বাহাদুরেরা শাঁওতাল দিগকে মর্দন করিল।

শাঁওতালদিগের লিখিত ভাষাও নাই এবং



লেখাপড়ার সহিত কোন সম্বন্ধও নাই । পরমেশ্বর  
মনুষ্যকে যেভাবে সৃজন করিয়াছেন, ইহারা প্রায়  
সেই ভাবেই আছে । তবে এক্ষণে ক্রমে ক্রমে  
চোক কান ফুটিয়া আসিতেছে । উক্তর পাখি  
লেগয়ে ছইয়াছে । এবং বিদ্যালোকবিকীরণ  
কম্পা হিতৈষী গভর্ণমেণ্ট ইহাদের মুখতা নাশ ও  
সত্যতা বর্জন করিবার নিমিত্ত না না স্থানে বিদ্যা-  
লয় সংস্থাপন করিয়াছেন ।

শাঁওতাল দিগের সমজাতীয় আর তিনটি  
জাতি আছে, কোল তিল এবং গোণ্ড । কোলেরা\*  
চুটীয়া নাগপুর, হাজারিবাগ, লোহারডাঙ্গা,  
সিংভূম ও সন্তালপুরে বাস করে । ইহাদের অবয়ব  
শাঁওতালদিগের সদৃশ, কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষাও  
অসভ্য । কেবলকিচ্ছিন্ন রবে কথঞ্চিৎ আপনা-  
দিগের মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সম্বন্ধীয় যৎসামান্য  
মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র, না হয় উর্দ্ধ  
পক্ষে শ্রম হরণ ও পরস্পর মনো রঞ্জন এবং  
আনন্দ করণার্থে যৎসামান্য সঙ্গীত করিতে পারে ।  
বোধ হয় কিছুকাল পূর্বে ইহারা সম্পূর্ণই উলঙ্গ  
ছিল । এক্ষণে, কেবল চুটীয়া নাগপুর ইত্যাদি

আমি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কোন কার্য বশতঃ চুটীয়া নাগ-  
পুর গিয়াছিলাম । সেই উপলক্ষে এই সকল স্থান দর্শন  
করিয়াছিলাম ।

নগরের নিকট বাসী স্ত্রীলোকেরা কটিও বস্ত্র আচ্ছাদিত করে, আর পুরুষেরাও কটি বেঁটন করিয়া ধূতি পরিধান করে। কিন্তু কিয়দূর গমন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী লোকেরা উর্দ্ধ কপ্পে এক হস্ত প্রশস্ত বস্ত্র খণ্ড দিয়া কেবল মাত্র কটি দশ বেঁটন করে, অপরাপর সর্বদা সম্পূর্ণ কপে নগ্ন থাকে। আর পুরুষেরা কেবল কোঁপিন ধারণ করে। পরন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা কিছু সম্পন্ন বা বিলাসাসক্ত, তাহারা বোধ করি শোভা সম্বন্ধনার্থ একখানি বস্ত্র আকুঞ্চিত করিয়া কিয়দংশ কটির উপর বন্ধন করে। ও অপরাংশে কোঁপিনের উপর ল্লথ এবং অলম্বিত ভাবে একটি কাছ, পিঙ্কন করে। আবার চাঁই বাঁশা অঞ্চলে, কোলেরা এতাদৃশ বস্ত্র তারও বন্ধন করে না। সেখানে কেবল দিগম্বর পরিধান করে চলিলেই হয়। কি নর কি নারী উভয়েরই কোঁপিন ব্যতীত আর কিছুই আচ্ছাদন নাই। যদিও কোলেরা নিতান্ত অসভ্য বটে, তত্রাচ তাহাদের অনেক গুলি অতি মহৎগুণ আছে। তাহাদের বিবাহ প্রণালী মন্দ নয়, আর বিলাসীয় ধরণেই বটে; তবে বিলাসীরা এতৎ সম্বন্ধে যতদূর অনুচিত কপে স্বাধীন ও বধেচ্ছাচারী তাহারা তাদৃশ নহে। আমাদিগের ন্যায়

তাহারা মিতার অবাগু এবং একান্ত অর্বাচীন বালক বালিকাদিগকে সমারোহ পূর্বক উদ্ধাহ সূত্রে বন্ধন করাকে কীর্তি বলিয়া বোধ করে না। অথবা এতাদৃশ নীচ, লোভী ও দুর্বোধওমনহে যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থলালসায় আপনার প্রাধিকা প্রিয়তমা সুকুমারী কন্যাকে এক ঘৃণিত বর্ষীয় ললিত মাংশ শুভ্রবেশ মুমূষুর হস্তে সমর্পণ করিয়া অপার দুঃখার্ণবে বিসর্জন দেয়। আর তাহাদের মধ্যে একাধিক দর পণ্ডিত করিবার পাপজনক কুরীতি নাই।

অতএব এই সকল অসভ্য জাতি যদিও পশুর সঙ্গে অত্যাশা মধ্য বাস করে, এবং যদিও তাহাদের বাহ্যিক সভ্যতা কিছু মাত্র নাই বটে, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক নিয়ম ও রীতি চলিত আছে; এবং তাহাদের পূর্ব-দেশ বাসী অসার অভিমানী জাতিকে তাহারা অনেক বিষয়ে সংউপদেশ প্রদান করিতে পারে।

কোলেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ওরাউ ও মুণ্ডা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা বড় লজ্জিত হয় না। পালকোটের ন্যায় বংশায় রাজারা কোলদিগের উপর বহুকাল-ব্যব রাজত্ব করিয়াছিল।

সংগতি গভর্ণমেন্ট এবং মিসনারিরা বিশেষ

আগ্রহ সহকারে ইহাদিগকে সভা করিতে প্রবৃত্ত হইরাছেন। মিশনারি মহাশয়দিগের তাদৃশ যত্ন-করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এইবে তাহাদিগকে অন্ধ-কার হইতে আলোকে আনিয়ন করেন এবং বিস্তর নর নারীকে সুসমাচার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। কোলেরা যে প্রকার ছুট স্বভাব তাহাতে তাহারা বিলক্ষণ সুখী এইরূপ প্রতীত হয়। যাবতীয় কোল গ্রামে গ্রামে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ এতাদৃশ উৎসাহ পূর্বক হইয়া থাকে যে এতদনতিজ্ঞ আগন্তুক ব্যক্তির নিশ্চয় অনুমান হইবে যেন মহোৎসবের অনুষ্ঠান হই-তেছে।

গোণ্ড। উত্তরে বিক্রা গিরি এবং মগধ দেশ দক্ষিণে তৈলঙ্গ এবং হায়দ্রাবাদ পূর্বে উৎকল সিংভূম এবং প্যালানো পশ্চিমে ইন্দোর রাজ্য এবং খানদেশ; এই গীমা চতুষ্ঠয়ের অন্তঃপাতী প্রদেশে গোণ্ড দিগের বাস। গোণ্ডরা সামান্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ কতকগুলি পর্বতে ও অরণ্যে হিংস্র পশুদিগের সহ বাস করে। এবং তাহাদের ন্যায় প্রায় স্বাকার 'ঘারাই' জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে নরমাংস

সভুক এবং শাঁওতাল ও কোলদিগের অপেক্ষাও অত্যন্ত অসভ্য ও ভয়ানক। দ্বিতীয়তঃ অপর বহুক গুলি গৃহস্থ তাহে সমভূমিতে গ্রামে বাস করে। তাহারা কৃষিকার্য্য চালনা পূর্বক জীবন যাপন করে এবং অপেক্ষাকৃত দান্ত ও সভ্য। গোণ্ডরা বহুকালাবধি সময়ে সময়ে হিন্দুদিগের দ্বারা পরাজিত ও তাহাদের অধীনস্থ হইয়াছিল। কিন্তু কদাপি একেবারে বশীভূত হয় নাই। সুযোগ পাইলে অমনই স্বাধীনতা অবলম্বন করিত। অতি অল্পদিন পূর্বপর্য্যন্ত গোণ্ডদিগের স্বাধীন এবং অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সকল বিদ্যমান ছিল। গারা রাজ্য কেবল আকবরের সময়ে তাহার প্রভূত বীর্য্য সম্পন্ন সেনা নিচয়ের দ্বারা অতি কষ্টে উৎসন্ন হয়। এবং মণ্ডলা রাজ্য অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে কেবল ইংরেজদিগের অনুপম রণ পাণ্ডিত্যে এবং সম্মার্জিত বুদ্ধি কৌশলে যেমন সকল রাজ্যই উচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের সাম্রাজ্য সম্বৃত্ত হইয়াছে, তদ্রূপ গোণ্ড দেশও তাহাদের শাসন বিপিনে শাস্তিপাদপের নিবিড় ছায়ায় সুশীতল সমীরণ উপভোগ করিতেছে।

১ রামায়ণে পঞ্চবতীর বনে রামচন্দ্রের সহিত যে রাক্ষসদিগের যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে, কোলও

গোপুরা যে সেই রাক্ষস তাহা স্পষ্টই অনুমান হয়। পঞ্চ বটীর বন দণ্ডকারণ্যের উত্তর ভাগে অবস্থিত ও বহুদূর বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে আরব্য সমুদ্র এবং উৎকলের প্রান্ত পর্য্যন্ত এই মহারণ্য ব্যাপ্ত ছিল। যৎকালে রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া পঞ্চবটী প্রবেশ করেন। তিনি গোদাবরী তীরে একস্থানে কুটীর নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। অধুনাতন বয়ে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এবং বয়ে রেলওয়ের নিকটবর্তী নাসিক নামক নগর আছে, ঐ স্থান তাহার নিকট। অদ্যাপি তথায় রামচন্দ্রের প্রকাণ্ড মূর্তি আছে, এবং তাহা পঞ্চবটী বলিয়া আখ্যাত ও তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে সূৰ্পনখা, রামলক্ষ্মণের অবস্থিতি কালে বন বিহার করিতে করিতে উপস্থিত হয়, এবং ঐ ভ্রাতৃবরের অলৌকিক রূপ লাভণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের নিকট পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করায় শেষে নাশা কর্ণ হীন হইয়া প্রস্থান করে। তদনন্তর তত্পলক্ষে রাবণ ভ্রাতা ও তাহার নিয়োজিত শাসনকর্তা খরদুষণ বধ ও পরিশেষে রাবণ কর্তৃক কৌশল পূর্বক সীতা হরণ হয়।

এই খরদুষণ যে এককালে এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিল তৎসময়ে আরও নিদর্শন

পাওয়া যায়, তাহা যথাস্থানে বর্ণন করিব। কোল ও গোণ্ড দিগকে রাক্ষস বলিয়া পরিচয় দেওয়া অসম্ভব নহে। তাহারা তৎকালে যে নরমাংসভোজী ছিল ইহা কোন ক্রমেই বিচিত্র বোধ হইতে পারে না। এখন পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে অনেক বন্য লোকে মহা পরিতোষ পূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আবার তাহাদের রূপও অতিশয় বিকট ও ভয়ঙ্কর। শরীরের বর্ণ তৈল যুক্ত মসির ন্যায়। এবং তছুপরি সকলেই সম্পূর্ণ রূপ উলঙ্গ। এতদবস্থায় তাহারা বিলক্ষণ রাক্ষস তাহাতে সংশয় কি? তাহারা এক্ষণে পর্ব্বতে ও কাননে বাস করে বটে, কিন্তু পূর্ব্বক যে তাদৃশ ছিল এমন বোধ হয় না। অনুমান হয় যে আদৌ তাহারা ভারতবর্ষের সমভূমিতে বাস করিত। তদনন্তর ক্রমশঃ আৰ্য্যাবর্ত হইতে হিন্দুরা যেমন ব্যাণ্ড হইতে লাগিল, তেমনি তাহারাও ইহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রামায়ণ পাঠে ইহাও উপলব্ধি হয় যে রামচন্দ্রের সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ দুই বিক্রান্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রথম রাবণ রাজ্য ও দ্বিতীয় বালী রাজ্য। রাবণ রাজ্য লক্ষা, জনস্থান অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সর্ব দক্ষিণভাগ

এবং উত্তরে শোণ ও বিষ্ণাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং বোধ হয় ইন্দো-নিম্নন যে দেশ ভারত-বাদ ও মৈসুর রাজ্য নামে খ্যাত তাহাই বনৌ রাজ্য ছিল। আর ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে দাক্ষিণাত্যে দুই স্বতন্ত্র জাতির বাস ছিল। রাজস নামে পরিচিত গোণ্ড প্রভৃতি এক, এবং বানর নামে আখ্যাত অপর এক জাতি। বানরেরা হিন্দু-দিগের সহিত সখ্যতা করায় ত্বরায় হিন্দুীকৃত হইয়া যায়; কিন্তু রাজসেরা তদ্বিপরীত আচরণ করায় তাহারা ঘৃণা এবং স্বতন্ত্র রীতিনীতি গিয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে কুর্গ প্রভৃতি পাক্‌তীয় প্রদেশে যে সকল কদাচারী অসভ্য লোক আছে তাহারাও রাজস জাতীয় হইতে পারে।

ভিল। ভিল এবং মিনারা \* মারবাড়, মেবাড়, মালব এবং পালানপুর প্রদেশে বাস করে। অর্বলি পর্বত তাহাদের প্রধান নিবাস স্থান। শাঁওতাল এবং কোলেরা যেকপ অপেক্ষাকৃত বিনীত ও নিক-পদ্রবী, তাহারা তদ্রূপ নহে। এবং তাহাদের বল বিক্রম ও সাহস ও অধিক। ইংরাজ দিগের প্রতাপে ও শাসনে তাহারা এক্ষণে অনেক শাস্ত হইয়া

\* আমি কোন কাগ্য উপলক্ষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আবু শীর্ষ

তে গমন করায় এই সকল প্রদেশ দর্শন করিয়াছিলুম।



আসিয়াছে, নতুবা তাহাদের ভরানক দৌরাঙ্গা হইত।  
 অদ্যাপি পাথক গণকে বিশেষ রূপ সাবধান হইয়া  
 এই সকল প্রদেশে প্যাটন করিতে হয়, সুযোগ  
 পাইলে তাহারা কখনই অবাধে বাইতে দেয় না।  
 তাহাদের সন্ধানেও চমৎকার, যদি দেখিল কোন  
 ব্যক্তি সম্পন্ন ভাবে বাইতেছে তবে তাহাকে  
 আক্রমণ ও সর্বস্ব অপহরণ করিবে। কিন্তু এতদু-  
 শা চরিত্রতাতেও তাহাদের অনেক মহদাচরণ আছে  
 তাহারা সহসা কাহারও প্রাণ নাশ করে না।  
 আক্রমণ ব্যক্তি যদি তাহাদের বাঞ্ছানুযায়ী করে,  
 তাহা হইলে কোন আশঙ্কাই নাই। কিন্তু প্রতি  
 পক্ষতা করিতে গেলে মহানর্য বটিকা উঠে। তখন  
 ঘেরতঃ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বাহাইউক ভিল ও  
 মিনা দিগকে কিছু কিছু কর না দিয়া কোন পথ  
 কেরই পরিত্যাগ নাই। এই বিষয়ে গভর্ণমেন্ট একটা  
 নিয়ম করিয়া দিয়ছেন। যখন পাথু ভিলদেশে  
 প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাকে আপন রক্ষক স্বরূপ  
 একজন ভিলকে সঙ্গে লওয়া আবশ্যক। ঐ ভিলকে  
 ক্রোশ প্রতি এক পয়সা হিসাবে ভূতি প্রদান  
 করিলেই বথেষ্ট। ভিলের দেশে ভিল ও মিনার  
 দেশে মিনা সঙ্গে থাকিলে আর আক্রমণের  
 আশঙ্কা নাই। আর যদি সত্যি আক্রমণ করে তবে

সমভিব্যাহারী ভিল বা মিনা প্রাণপনে যুদ্ধ করি-  
য়া হত বা আহত না হইলে পথিকের লুট হইবার  
সম্ভবনা নাই। এই দুই জাতির বৈর নির্ঘাতন  
প্ররুতি অত্যন্ত প্রবল এবং যতদিন শত্রুর ও চি-  
হিংসা করিতে না পারে, ততদিন কোন ক্রমেই  
নিবৃত্ত হয় না। এমন কি যদি স্বয়ং না পারে, তবে  
পুত্র পৌত্রাদি জাতি বুটুঙ্গ আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি  
মিলিয়াও তাঁরনির্ঘাতন করিবে, তবে ক্ষান্ত।  
এই কারণে, ভিল, মিনা সঙ্গে থাকিলে পথিককে  
অপরাপর ভিল মিনা আক্রমণ করিতে সাহস  
করে না।

ভিল ও মিনা একই জাতি, এবং পরস্পরের  
মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ আছে। তাহারা তেজী-  
য়ান্ হিন্দু দিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাহাদের  
সহিত সর্বদা গতি বিধি থাকায় হিন্দু দেব দেবী-  
কেও নমস্কার করে। তাহাদের একুত উপাস্য  
দেবতা বনা ভূতাদি। তাহারা মনুষ্য ব্যতীত সকল  
জীবেরই মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদের বিবাহ প্রাণী-  
লী অতি চমৎকার। পাত্র, পাত্রী স্থির হইলে  
আত্মীয়গণের সহিত বনে গমন করে। তখন বড়  
এক বৃক্ষের উপর আরোহণ পূর্বক হস্ত পদ স্খি-  
ল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে “ আনি পড়ি,

আমি পড়ি” এই কথা শুনিয়া কন্যা উত্তর করিবে  
 “তুমি পড়িও কেন আমি তোমাকে শ্রম করিয়া গুরু  
 পোষণ করিব” । তদনন্তর শাস্ত্রবান প্রদক্ষিণ কর  
 হইলেই উদ্বৃত্ত কার্য্য সমাধা হইয়া যায় ।

যদ্রূপ পূর্বে অঙ্গম ন করা গিয়াছে বে গোপু প্র-  
 ভূতি দাক্ষিণাত্য বাসী জাতিকে প্রাচীন হিন্দু  
 রাজস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তদ্রূপ ইচ্ছাও  
 স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে, তিল ও মিনা দিগকে  
 অমুর অথবা দৈত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।  
 সংকালীণ হিন্দু বা উত্তরাখণ্ড হইতে ব্যাপ্ত হইতে  
 আরম্ভ করেন, তখন এই সকল বিকটাকার ভীষণ  
 ভাবাপন্ন অসভ্য এবং দুর্দান্ত ও কটন্বভাব লোক  
 দিগের সহিত তাহাদের বিঘ্ন বিরোধ উপস্থিত  
 হয় । বোধ হয় ইচ্ছাদিগকে বিশিষ্টরূপে নির্দেশ  
 করিবার নিমিত্ত অমুর নামে খ্যাত করিয়াছিল ।  
 অনেক দিন পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে  
 অমুরেরা পরাভূত হয়, । এবং যদিও ক্রমশঃ  
 অল্পে অল্পে ইহার হিন্দুদের বশীভূত হইয়া  
 পড়িয়াছিল, তথাপি ইহার কখনও সম্পূর্ণরূপে  
 অধীনস্থ হয় নাই । স্থানে স্থানে অমুরেরা ক্রমাগ-  
 তই স্বাধীন ছিল । শুভ্র নিশুভ্র প্রভৃতি দৈত্যগণ  
 এই জাতীর বলিয়াই বোধ হয় । মথুরা নগর দৈত্য

দিগের একটি প্রধান রাজধানী, রাম রাবণের সময়ে মধু নামে একজন প্রবল দৈত্যরাজ ছিল। এমন যে দুর্দ্বৈত ও ঐশ্বর্য প্রতাপ রাবণ, তাহারও ভগ্নীকে ঐ অসুরপতি হরণ করিয়া আনিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মাতুলও একজন ভয়ানক দুর্দান্ত অসুর ছিল। কংশাসুরের কথা সকলেরই বিদিত আছে। যাহাইউক ইহা দ্বারা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্বকালে এই সুরাসুরদিগের মধ্যে বিবাহাদি চলিত ছিল। কংশ রাজার সহিত মগধাধিপতি জরাসন্ধের কন্যার পরিণয়, হয় এবং কংশ ভগ্নী দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হয়। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়েও অনুশাল নামে এক জন মহা বিক্রমশালী দৈত্যপতি হইয়াছিল। কিয়দিন পূর্বে যখন যবনেরা আমাদের দেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন পর্য্যন্ত দৈত্য অর্থাৎ তিল এবং মিনা দিগের রাজ্য স্থানে স্থানে বর্তমান ছিল। এক্ষণ যদিও রাজপুত্রদিগের অধীন হইয়াছে। তথাপি ইহাদের স্বাভাব্য ভাব লুপ্ত হয় নাই কিন্তু বিবেচনা হয়, যে রাক্ষস এবং অসুর দিগকে বশীভূত এবং হিন্দুদিগের সহিত একত্রীভূত করিতে দেবতারা ও সমর্থ হন নাই এবং যাহারা এতাবৎ

কাল হিন্দুদিগের পুরোভাগে থাকিয়া সর্বত্র তাহে স্বাভাব্য রক্ষা করিয়াছে, বুঝি ইংরেজ বাহা ছুরেরা তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান।

শাঁওতাল, কোল, গোণ্ড, ভিল ও মিনা, এই সকল আরণ্য জাতি যে সমবংশীয়, আর পূর্বকালে যে তাহাদের পরম্পরের মধ্যে মিল ও গতিবিধি ছিল তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়। যদিও ইহারা একত্রে বহু দূরে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিকশিত আছে, তথাচ ইহাদের আচার ব্যবহার ও ভাষার অনেক ঐক্যতা দেখা যায়। ‘মাকি’ এই মর্যাদা বাচক পদটি সাধারণতঃ প্রযোজ্য। ব্যবসায় এবং বৃত্তি সকলেরই সমান। শরীরের অবয়ব এবং বর্ণ অভেদ। উপরাস্ত্র সকলেই ধনুর্ধারী। অতএব পুরাকালে ইহারা যে এক জাতীয় ছিল তাহা নিঃসংশয় অনুমান করিতে পারা যায়।

ইহারা পশুবৎ অসভ্য বটে এবং নিতান্ত অজ্ঞান-চ্ছন্ন বিমূঢ়ও বটে, তথাপি ইহাদের মধ্যে এমন অনেক প্রকৃত মনুষ্যোচিত উৎকৃষ্ট গুণ আছে, যাহা সভ্যজাতিমানো প্রগল্ভ স্বভাব গর্ভিত জাতিদিগের মধ্যে দৃষ্টি গোড়র হওয়া সমূহ দুর্লভ। শঠতা, অনৃতবাদ, বিদ্বেষ, অনৈক্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি যাবতীয় সভ্যজাতির অলঙ্কার

স্বকপ, নিকরুত রুত্তি ইহাদেব মধ্যে অত্যন্ত বিরল। ইহাদেব স্বভাবগত আর একটী অনন্যসাধারণ গুণ আছে অর্থাৎ ইহাদেব রাজতত্ত্ব অতি প্রগাঢ়। রাজার প্রতি অনুরাগের কারণ অনুসন্ধান করিলে এইপ্রকার অনুভব হয়। যাহারা ইহাদেব উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ইহাদেব বহুদিনের অধীশ্বর। দ্বিতীয়তঃ সকল রাজাই ইহাদেব প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যেহেতুক এই দুঃখী অথচ সাহসী প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন করিলে ক্ষতি বাতীত লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা। প্রত্যুত ইহাদেব প্রতি প্রীতিকর ব্যবহার দ্বারা অনুকূল রাখিলে রাজ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিত এবং ইহাদেব সহায়তায় অন্যান্য অনেক কার্যও সাধিত হইত। এই রূপে রাজার প্রতি বদ্ধমূল মমতা জন্মিয়া তাহা তত্ত্ব রূপে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগের প্রকৃত প্রশ্নে প্রবৃত্ত হই। শুক্রবার তাবৎ দিবাতাগ ভাগল পুরে অবস্থিত করা হইল। ভাগলপুর একটী সামান্য নগর। তন্মধ্যে চারুদর্শন অটালিকাও নাই অথবা বাণিজ্য বহুল আপন শ্রেনী ও নাই, রথ্যাগুলি ভয়ানক ধূসর সমাকীর্ণ। তাবৎ গৃহই অতি সঙ্কীর্ণ, দেখিবারিও

মৌষ্ঠব নাই এবং বাস করিবারও সুখোপযোগী নহে  
 জৈন ধর্মাবলম্বী লোকেরা নিশা কালে আহারাদি  
 করেনা, যেহেতুক অন্ধকারে কীটাদি জীব ভক্ষ  
 দ্রব্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার এবং উদ-  
 রস্থ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সূর্যাস্তের পূর্বেই  
 সকলেরই দ্যশন সমাপন হইল। তদনন্তর সকলে  
 ক্রমশঃ ক্লেসনে আসিয়া গাড়িতে আরোহণ করি-  
 তে লাগিল। রাত্রি দশটার পর পশ্চিম গামী মন্দ  
 গতি বাম্পীয়যান আসিয়া আমাদিগকে লইয়া  
 ধাবিত হইল। তখন ভগবতী রজনীকান্ত বিরহে  
 ম্লানভাবে তমসাচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন না। নিশানাথ  
 উদয় হইয়া তদীয় শুধাংশু বিকীরণ করিতে ছিলে-  
 ন। কিন্তু শ্রিয়তমের বিলম্ব সমাগমে যানিনা  
 অভিমান ভরে যৌন কমনীয় কাঙ্ক্ষার সুচারু শোভা  
 সমাক্রম্যে ধারণ করিলেননা, কিঞ্চিৎ শ্রিয়মাণা  
 রহিলেন। তাহার তাদৃশ মালিন্য বশতঃ আমরাও  
 প্রকৃতির প্রিয়দর্শন মৌন্দর্য্য সুস্পর্শরূপে অবলো-  
 কন করিতে আসক্ত হওয়ায় দৃষ্টি মুখে বঞ্চিত হই-  
 লাম, এবং কিয়ৎক্ষণ গাড়ির আলিন্দে দণ্ডায়মান  
 থাকিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে অভ্যস্তরে অবিস্ট হইয়া উপবে-  
 শন করিলাম। গাড়ি থানি আমাদিগের সমভিব্য-  
 হারী লোকে পরিপূর্ণ সুতরাং আরাম পূর্বক শয়ন

করিব এমন স্থলাভাব। তদবস্থায় নিজারি গাছ  
 আবেশে বিহ্বল নাহিলে আর শয়ন করিবার  
 ইচ্ছাও হয়না। পরন্তু লোক দিগের কলরব এবং  
 উচ্চত স্বভাব, সিপাহিদিগের গোলবাগ ইত্যাদি  
 কারণে নিদ্রা বেশও হইলনা। বসিয়া বসিয়া বাবু  
 দিগের সহিত কথোপকথন করিতে ও সিপাহি  
 দিগের দোহা অলোচনা শ্রুতিতে লাগিলাম।  
 ঘণ্টা ক্রমে কাল ভ্রমণ করিয়া আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া  
 রেলওয়ের প্রসিদ্ধ ষ্টেশন জামালপুরের সমীপ-  
 বর্তী হইলাম। এপর্যন্ত লৌহ বস্ত্র ক্রমাগত  
 সমভূমির উপর দিয়া আগিয়াছে। কেবল মধ্যে  
 মধ্যে নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিতে হইয়াছে।  
 কিন্তু এই স্থানে আর একটি নূতন অদ্ভুত কার্য্য  
 সমাধা করিয়া রাস্তা লইয়া যাইতে হইয়াছে।  
 একটি পাহারের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ কাটায়া তদ্বা-  
 দিয়া রথ্যানির্গত করিতে হইয়াছে। এই সুড়ঙ্গ পার  
 হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বাষ্পীয় যান জামালপুরে উপ-  
 স্থিত হইল। তখন রজনী দ্বিতীয় যান বিগত হইয়া  
 তৃতীয়েতে প্রবিষ্ট হইরাছেন। জামালপুর একটি  
 প্রধান এবং প্রকাণ্ড ষ্টেশন। এই স্থানে রেলও-  
 য়ের বানিজ্যাধিক, কলাধিক প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্ম  
 চারীগণ অবস্থিতি করেন। তৎকালে জামালপুরে



যাত্রীগণকে টিকিট পরিবর্তন করিতে হইত। সুতরাং বাম্পীরঘান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি হইত। আমরা গাড়ি হইতে অবরোহণ করিয়া প্লাট ফরমে বিচরণ করিতে লাগিলাম। তখন, একে শরাদিন্দুর মরাঁচি মাজার, দিঘুগুল বিকশিত, তদুপরি কেশনের অভ্যন্তরে রেলওয়ের তেজস্পূর্ণ দীপকাবলি প্রজ্জ্বলিত থাকায় সেই স্থানটি বিমলপ্রভায় প্রতিভাত হইতেছিল। এবং তৎকালে যখন মেদিনী সর্বত্র সুশুণ্ড এবং মৃত প্রায় নিবিড় নিস্তব্ধ, তখন এই স্থানে সিত এবং অসিত উভয় বিধ লোকই মহা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্ম একান্ত মত্ত হইয়া সান্নাধ্য করিতেছে। কেহ বেগে চলিয়া যাইতেছে, কেহ ব্যগ্র ভাবে আপন দ্রব্য সামগ্র্য লইয়া আসিতেছে, কেহ টিকিট লইবার নিমিত্ত উর্দ্ধ স্বাসে ধাব মান্ হইতেছে; কুলিগণ হস্তাকুষ্ঠ গাড়িবোগে বরষব শব্দে যাত্রীদিগের শিন্দুক মঞ্জুষাদি লইয়া আসিতেছে; এতৎসমুদায় কার্ম্মষ্ঠতা পূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয় কন্দর শোণিতাধার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং নিতান্ত দীর্ঘ সূত্র আলস্যপরবশ শয়ন প্রিয় বিলাসী ব্যক্তিরও হস্ত পদ চেম্বারান হইয়া উদ্ধাবৃত হইতে থাকে।

কিরংকণ পরে অশ্ব ও সারথী পরিবর্তিত হইল। নূতন সারথী তুরঙ্গ যোজনা পূর্বক যথা সময়ে রথ চালাইয়া দিল। সেই নিশীথ সময়ে যখন সকল প্রাণী মুগ্ধপ্তিগত এবং নিখিল ভূনগুল জীবশূন্যেয় ন্যায় নিস্তব্ধ, যখন কেবল নিব্বার জলপ্রপাত ও স্রোত স্বতীর শব্দ মাত্র কর্ণগোচর হয় তখন মন্দ মন্দ বেগে রথ ধাবিত হইল, এবং তাহার লৌহময় চক্র চয় ঘর্ষণে দূরত্বত নিরবচ্ছিন্ন ঘোরমেঘনাদসদৃশ নিবিড় নিঘোষ উৎপাদিত হইতে লাগিল।

ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলেন, এবং দিনমণি স্বীয় প্রভা বিকীরণ করিয়া পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় করিলেন। আমরা গাত্রেখান পূর্বক মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ির অলিন্দে দণ্ডাঠমান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তদনন্তর অনতি দূরত্বে বাম্পীয়বান বানিজ্য প্রধান পাটনা নগরে উপনীত হইল। এই স্থানে আমরা সকলে অবরোহণ করিলাম। যাহারা জৈন ধর্মাবলম্বী তাহারা সকলেই পাওয়াপুরি দর্শন করিতে গেলেন। পাওয়াপুরি পাটনা নগর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে স্থিত। ঐ স্থানে জৈন দিগের চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী জন্ম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন

এবং দেহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এত স্ন-  
বন্ধন ইহা মহাপুণ্যধাম বলিয়া পরিগণিত; এ১২  
বর্ষে বর্ষে শত সহস্র যাত্রী আসিয়া দর্শন করিয়া  
যায়।

পাটনা নগর বেহার দেশের রাজধানী। অনেক  
কৈ অনুমান করেন যে প্রসিদ্ধ পাটলি পুত্র নগর  
এই স্থানে অথবা ইহার সন্নিধানে অবস্থিত ছিল।  
বেহার পূর্বতন কালে মগধ দেশ নামে অভিহিত  
ছিল। মগধ অতীত প্রাচীন রাজ্য। রামায়ণে উক্ত  
আছে সুমাগধি নাম্নী নদী হইতে এতদেশের নাম  
মগধ হইয়াছিল। কথিত আছে এই দেশে পাঁচটি  
পর্বত আছে এবং ঐ সুমাগধি নদী সেই পাঁচ  
পর্বতকে বেষ্টিত করিয়া আসিয়াছে। কোন নদীকে  
উদ্দেশ্য করিয়া ঐ নামে উক্ত হইয়াছে তাহার নি-  
শ্চয় নির্ধারণ করা কঠিন। অনুমান হয় শোণিত্র  
নদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকিবে।  
অতিপুরাকাল অবধি মগধ রাজ্যে তিন প্রধান বং-  
শীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমে  
চন্দ্রবংশীয়, তদনন্তর নন্দবংশীয় এবং পরিশেষে  
অক্ষক বংশীয়। চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের সময়ে  
কোথা রাজধানী ছিল তাহার স্থিরতা নাই। বোধ হয়  
মুদ্রের অর্থবা তৎ সন্নিবর্তে ছিল। শেষোক্ত দুই

রাজ বংশের অধিকার কালে পার্টিল পুত্র নগরে রাজধানী ছিল। চন্দ্রবংশের মধ্যে রাজা জরাসীক্কেই সর্বাধিক বিখ্যাত। জরাসীক্কে মহা দোদীশু প্রতাপ এবং প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। নন্দ বংশের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নীতি কুশল, চাণক্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য ছিলেন এবং তাঁহার কৌশলেই চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের সর্বত্র জন সাধারণের স্মৃতি ক্ষেত্রে চানক্যের নাম বিরাজিত রহিয়াছে, এবং কখন ও যে লুপ্ত হইবে এমন বোধ হয়না। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তাবৎ আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।

অশোক চন্দ্রগুপ্তের দুই পুত্র অশ্বর। তাঁহার অন্যতর নাম প্রিয়দর্শী। তিনি বোধ করি সমগ্র ভারত ভূমির সর্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে এবং উৎকল ও তৈলঙ্গ দেশে তাঁহার যে একাধিপত্য ছিল, তদ্বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি প্রথমে হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিবিধ উপচারে বহু সংখ্যক জীব বলী উৎসর্গ পূর্বক দেবী পূজা করিতেন। তদনন্তর রাজ্যাভিষেকের পর চতুর্থ বৎসরে

হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ পুরঃসর বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন এবং তাহা প্রচারার্থে যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পান। তাহার কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের সূত্র সকল সংকলিত হয় এবং ধর্ম শাসন সমস্ত যথা-নিয়ম প্রতিপালিত হয়। ইউরোপীয় লোকে যেমন ধর্ম প্রচারার্থে মিশনারি প্রেরণ করেন তিনিও তদ্রূপ নানা দিগ্দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়া বহু জনপদ বৌদ্ধ ধর্মাক্রান্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন এবং অপরূপ প্রচারককে চীন, তাতার ও অন্যান্য পশ্চিম দেশে পাঠাইয়া দেন। বিলক্ষণ বোধ হয় মিসর, গ্রিস এবং রোম রাজ্যেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়া ছিল। পাইথাগোরাস, এরিস্টটল প্রভৃতি প্রদর্শিত ধর্ম-নীতি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সহিত অমেকাংশে একবিধ। সিদ্ধ পুরী নামে যে তীর্থ স্থানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা আলেক্ জণ্ড্রিয়া, এই রূপে কেহ কেহ অনুমান করেন। বাস্তবিক এ কথাটা খড়্গ অসঙ্গত নহে। এণ্টিরোকাশ, টলমি, মাগাসে আলেক্ জণ্ডুর (এই আলেক্ জণ্ডুর মহাবীর আলেক্ জণ্ডুর নহে) এবং এণ্টিগোনাস্, এই সকল পশ্চিম দেশীয় ভূপতির সহিত অশোক রাজার মিত্রতা ছিল। তিনি আপন প্রজাদিগকে

ধর্মোপদেশ প্রদান এবং তৎপালনে দৃঢ়ীকৃত করিবার নিমিত্ত নানা স্থানে পর্তুগীজ কীর্তিস্তম্ভে অনুশাসন পত্র উৎকীর্ণ পুরাক ধর্মের মূল সূত্র সকল এবং তদনুসঙ্গে রাজ শাসন ও লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত অনুশাসন পত্রের অনেক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এসিয়াটিক সোসাইটী এবং অপরাপর লোকের অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে অশোকরাজা প্রাগ মথুরা, দিল্লি, মাটিয়া, রাঢ়ীয়া, অযোধ্যার উত্তর খালসী, কটকের নিকট ধবলী, গির্গার, এবং কাবুলের নিকট কপুরদিগিরি হইতে কিয়দূরে এক স্থানে অনুশাসন পত্র উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এই সমস্ত অনুশাসন পত্র পর্যালোচনা দ্বারা ইহাও অনুভব হয় যে তৎকালে তাবৎ আর্য্য-বর্ভে প্রাকৃত ভাষা চলিত ছিল।

নন্দ বংশের উচ্ছেদের পর অকু বংশীয়শূদ্রক নামা নরপতি বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তদনন্তর ক্রমশঃ ভারতবর্ষের সকল হিন্দু রাজ্যই হীনপ্রভ এবং একে একে লয় পাইতে থাকে। বঙ্গদেশীয় পালবংশীয় রাজা কিয়দ্দিন মগধরাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মুসলমান অধিকার আরম্ভ হয়।

সকলে পাওয়াপুরী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্নান ভোজনাদি সমাপন হইলে তদ্বিধেই যাত্রা করা হইল। কিরদূর ভ্রমণ করিয়া আমরা ভোজপুরে প্রবেশ করিলাম। ভোজপুরিয়া দিগকে সকলেই দেখিয়াছেন এবং তাহাদের বিবরণ বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র। ভোজপুরিয়ার শস্ত ও দৃঢ় কয় কিস্তি মনীষাদি মানসিক বৃত্তিতে তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে। বহু পরিকর হইয়া লাঠি ধরিতেই বিশেষ রূপে দক্ষ। ক্রিয়ার অন্তে ‘বা’ শব্দ প্রয়োগ করা তাহাদের একটি প্রধান পরিচয়।

ভোজপুরের মধ্যে কেলুওয়ে সংক্রান্ত ইংরাজ-দিগের শিম্প নৈপুণ্যের এক অসাধারণ কীর্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। শোণ ভদ্র নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার মধ্যেও একটি অসামান্য শিম্পকার্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। সেতুটি যে কেবল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রকাণ্ড বলিয়াই গৌরব সূচক হইয়াছে, এমন নহে। শোণ ভদ্র নদীর কূল এবং গর্ভ অগাধ সিকতাময়। আমাদিগের বাদালী অথবা হিন্দুহানী শিম্প নৈপুণ্যের সহায়তার সহস্র বৎসর

অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও তাহার উপর একটা দৃঢ় সংলগ্ন স্তম্ভ সাধারণ নির্মিত হইতে পারে না। টেকি, কুলো, চরকা প্রভৃতি অপূর্ব যন্ত্র নির্মাণ করা যাহাদের শিক্ষা বিদ্যার সীমা, অতলস্পর্শ বালির উপর এবং অপ্রতিভ বেগবতী স্রোত স্বভীতে ঈদৃশ দীর্ঘ এবং তারসহ সেতু নির্মাণ করা বিলাতী বুদ্ধির নিরপেক্ষ হইয়া কেবল দেশী বুদ্ধির একান্ত অনারত্ত ও অগোচর। সেতুটি যেমন রহৎ এবং কঠিন, তদনুরূপ গঠনাও অতি চমৎকার হইয়াছে। আমাদের দেশ বিপ্লুত হইয়া পুনর্ব্বার যদি অধোগত এবং অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হয়, তবে এই সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড অলৌকিক দেব কীর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই। যখন জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তী এবং মন্দির বিশ্বকর্ম্মার নির্মিত হইতে পারিয়াছে, তখন এমন অদ্ভুত কাণ্ড সকল তাহার প্রপিতামহের নির্মিত বলিলেও সঙ্গত হইবে না।

শোণ নদী পার হইয়া আমরা যে প্রদেশে প্রবেশ করিলাম, তাহা প্রাচীন কালে সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বামন দেবতথা সিদ্ধ হন এই কারণে তাহা সিদ্ধাশ্রম নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রচণ্ড তপা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এই



স্থানে তপশ্চর্যা করিতেন। তৎকালে তাড়কা  
রাক্ষসী তথা বাস করিত এবং মুনিগণের যজ্ঞাদিতে  
বিষু পূর্বক ভয়ানক উৎপাত করিত। তাহার  
নিপাত সাধনের মানসে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে  
লইয়া আইসেন। এবং এই স্থান হইতেই তিনি  
স্বশিষ্য রাম লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শোণ  
ও ভাগিরথী অতিক্রম করিয়া মিথিলায় সীতার  
স্বয়ম্বর সভায় গমন করেন। অদ্যাপি বগ্‌শরের  
নিকট একটী স্থান তাড়কা রাক্ষসীর অবস্থিতি  
স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

আমরা তদনন্তর কএকটী স্টেশন পশ্চাৎ  
করিয়া মোগল শরাইয়ে উপনীত হইলাম। এখান  
হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা পারে কাশীধাম।  
বারানসী অতি প্রাচীন নগর এবং বহু জনাকীর্ণ।  
ইহা মহাতীর্থস্থান। প্রসিদ্ধ বাবা বিশ্বেশ্বর এই  
স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। চন্দ্র চক্রে দৃষ্টিগোচর  
হয় যে বারানসী ভূপৃষ্ঠে সংস্থিত এবং পৃথিবীর  
অন্যত্র স্থানের সাহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই।  
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা মহেশ্বরের ত্রিশূ-  
লের উপর স্থাপিত। কাশীধামের কথা আমাদের  
দেশের প্রায়কার অবিদিত নাই সুতরাং তৎসম্ব-  
ন্ধে অনর্থক ব্যাপকতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু

একটি কথা না বলিলে মনের ক্ষোভ নিবারণ হয় না। কাশীর মধ্যে মান মন্দির নামে যে অট্টালিকা আছে তাহা দৃষ্টি করা ভ্রমণকারী দিগের নিতান্ত কর্তব্য। এই যন্ত্রশালা জয়পুর পতি মান সিংহের প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে জ্যোতিষ গণনোপযোগী অঙ্কিত চক্র এবং অর্ধচক্র প্রভৃতি অত্যন্ত শিল্প কৌশল এবং জ্ঞান সমন্বিত যন্ত্রাদি আছে। শুদ্ধ কেবল তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিলেই বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইবে যে ভারতবর্ষে পুরাকালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতদূর আলোচনা হইয়াছিল।

আমরা মোগল সরাই পরিত্যাগ পূর্বক তাবৎ রাত্র পর্য্যটন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রয়াগ ধামে উত্তরীলাম। এলাহাবাদে যমুনার উপর যে সেতু নির্মিত হইয়াছে তাহা শোণভদ্রের সেতুর কনিষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার গঠন সৌষ্ঠব ও স্থানের সৌন্দর্য্য বশতঃ এবং ইহা বিবিধ রাগে রঞ্জিত করায় দেখিতে অতি চমৎকার এবং পরম রমণীয় হইয়াছে। সায়ংকালের পূর্বে যখন দিন-করের প্রখরত্বের সমতা হইয়া যায়, সেই সময়ে ঐ সেতুর উপর বিচরণ করিলে, যমুনার জীবন স্পৃষ্ট সুশীতল সমীরণ সেবনে এবং সেতুর অপূর্ব শোভা, নদীর জলহিল্লোল ও ইতস্ততঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিলোকনে, শরীর পুলকিত  
ও চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং হৃৎকমল বিকসিত হইয়া  
অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

তর্থাৎ সম্বন্ধে প্রয়াগ অন্য কোন স্থান হইতে  
অধিক নহে। গঙ্গা এবং যমুনার সংযোগ স্থানে  
অবগাহন করা মহা ফলোপধায়ক বলিয়া গণ্য।  
শাস্ত্রমতে বিবেচনা করিলে প্রয়াগ স্নান মাহাত্ম্যের  
পরিসীমা নাই। ঐ জলে নিমজ্জন করিলে অমনই  
সকল পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। যাহা হউক  
এমন অদ্ভুত ধর্ম এমন অবোধ বিশ্বাস এবং এমন  
দৃঢ় সংস্কার ভূমণ্ডলের আর কোন দেশে কোন  
লোকের মধ্যে নাই। এই অজ্ঞান, বিনুষ্ঠ কুসংস্কা-  
রের বশবর্তী হইয়া ভারত বর্ষের একান্ত সৌম্য হইতে  
শত সহস্র হিন্দু প্রাণপনে, যৎপরোনাস্তি কষ্ট  
সহ্য করিয়া এবং অনেকে যথাসর্বস্ব বিসর্জন  
দিয়াও এই স্থানে উপস্থিত হয়। ভাল! এত ক্লেশ  
এত ব্যয় এবং এমন যে অপুনঃ প্রাপণীয় জীবন  
রত্ন তাহাও হয়ত অপঘাতে এবং অকালে  
কৃতান্ত তরুর অপহরণ করিয়া লয়, ভাল, এবিধ  
দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিবার বাস্তবিক কারণ কি?  
কারণ ত আর কিছুই দেখা যায় না কেবল কেশ  
মুণ্ডণ করিয়া নদী বিশেষে স্নান করা। ধন্য এই

দেশের লোক । ধন্য দুই প্রকারে; প্রথমতঃ  
যাহারা এই রূপ স্পষ্ট ভ্রমাত্মক সংস্কার সমূহ সৃষ্টি  
করিয়া তদ্বারা কোটি কোটি লোককে মোহ শৃঙ্খলে  
অচ্ছেদ্যরূপে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারা  
ধন্য এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে কোটি কোটি লোক  
চিরন্তন কালাবধি ঐ প্রকার ভ্রান্তি নিগড়ে আবদ্ধ  
থাকিয়া সহস্র বিধায়ে অশুখ ও দুঃখ পাইতেছে,  
অথচ তাহারা সংস্কার হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে  
পারিল না, সুতরাং তাহারা অরাও ধন্য ।

ত্রিবেণীর উপরেই এলাহাবাদের দুর্গ । ইহা আক-  
বর বাদসাহ কর্তৃক রচিত হয় । দুর্গমধ্যে চালিশ  
সাতুন, নামে একটি রমণীয় প্রাসাদ নির্মিত আছে  
তাহা চল্লিশটি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত, তন্নিবন্ধন  
চালিশ সাতুন নামে বিখ্যাত । এই উত্তম  
অট্টালিকা বারু সেবনার্থ এবং তদুপরি হইতে  
কালিন্দিজল কল্লোল বিলোকনার্থে নির্মিত হয় ।  
এলাহাবাদের দুর্গ দ্বাবা গঙ্গা ও যমুনার পথ উত্তম  
রূপে রক্ষিত হইতেছে ।

রবিবার প্রাতঃকালে আমরা জবল পুরের  
গাড়িতে আরোহণ পূর্বক এলাহাবাদ হইতে  
প্রস্থান করিলাম । এলাহাবাদ হইতে জবলপুর

পূর্ণান্ত লৌচ মার্গ ক্রমাগত প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে কোন স্থানে প্রায় একটীও নগর কিম্বা গণ্ড গ্রাম নাই। দুই দিকেই কেবল নিরবচ্ছিন্ন মাঠ তাহার অধিকাংশই অকুণ্ট পর্বত ময় এবং আরণ্য বৃক্ষবাপ্ত মরুভূমি, জলা ভাবে নিবিড় বনও হইতে পারে নাই। এতবশ্য অনেক দূর পূর্ণান্ত বন্দেল খণ্ড এবং বাঘেল খণ্ডে পড়িয়াছে। রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে প্রকৃতি এমনই কুসুপা ও বন্ধুরাকৃত যে নরনয়ন কৌতুহলাক্রান্ত মানস কর্তৃক নিয়োজিত হইলেও দর্শন কার্যে বিরত হইতে লাগিল। কেবল স্থানে স্থানে সমুদ্রোপ্থিত উত্তাল তরঙ্গ মলার আকারে নারস অনুভূত পরিশোভিত শৈল রাজি, লোল স্বভাব লোচন সুগ্নের পলকান্তর বিচলন হেতুক দৃষ্টি গোচর হওয়ায় সেই এক প্রকার রৌদ্র ভাবাপন্ন নৈসর্গিক শোভায় উন্মাদিনী কৌতুহলির কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইল। কিন্তু এই দেশ নানা পৌরাণিক ঘটনার কার্য্য ভূমি। বন্দেল খণ্ড মধ্যে প্রাচীন কালে চণ্ডাল রাজা ছিল। মহা বিখ্যাত কালিঞ্জর নগর এই রাজ্যের রাজধানী। প্রাচীন হিন্দুরা এই দেশটিকে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করিতেন। পুরাণের অনেক স্থানে নির্দোষ আছে যে কালিঞ্জরের

## ভারতবর্ষের প্রাচীন দিগ্বিজয়

রাজা হওয়া মহা পাতকের দণ্ড স্বরূপ। কালিঞ্জ-  
রের পাবনতার দুর্গ অতিশয় দৃঢ়। এখানে সময়ে  
সময়ে মহা তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। আদিম  
কালাবধি পৃথিবীতে যত নগর সংস্থাপিত হই-  
য়াছে বোধ হয় তন্মধ্যে কোন নগর কালিঞ্জরের  
তুল্য দীর্ঘ কাল এক রাজ্যের রাজধানী স্বরূপ  
অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। অতি প্রাচীন-  
কালাবধি কিয়দ্দিন পূর্বে পর্যন্ত ইহা অবাহিন্য ভাবে  
এক পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। রামচন্দ্রের  
সময়ে চণ্ডাল রাজা বহু দূর বিস্তৃত ছিল। গুহক  
চণ্ডাল গঙ্গার উত্তরকূলে রাজত্ব করিত রামচ-  
ন্দ্রের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। এবং বনে  
গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহার  
আগয়ে অবস্থিতি ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া  
আসিয়াছিলেন। গিজনী পতি মহম্মদের সময়েও  
কালিঞ্জর নগরে একজন মহা বিক্রমশালী ভূপতি  
ছিলেন। অধিকন্তু ইহাও অনুমান হয় যে ভারত  
বর্ষের মধ্যে কালিঞ্জর কাণ্যকুব্জ, মাহেশ্বরী এবং  
অম্বোখ্যার ন্যায় প্রাচীন নগর তুমুলে আর অতি  
অল্পই বিদ্যমান আছে।

এই প্রদেশে যে অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়,  
তাঁহা পূর্বে কালে অধিকতর নিবিড় ছিল। এবং

বোধ হয় জলাশয়েরও অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য ছিল যেহেতুক পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই সকল কানন মধ্যে হস্তাদি বৃহৎ বৃহৎ জীব জন্তু অপৰ্য্যাপ্ত রূপে থাকিত। এই অরণ্য গঙ্গা ও যমুনার তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাকালে বিস্ত্রা মুনি ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন প্রয়াগে ভারতাজ মুনির আশ্রম ছিল। এই তপোবন মুনি পুংসব কবি কুলপতি ভগবান বাল্মীকির শাসনাধীন ছিল তথা রামচন্দ্র তদীয় অন্তবস্ত্রী মহিলা মৈথীলিকে বন বাসে প্রেরণ করেন, এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র দ্বয় ঐ বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রিত ও প্রতিপালিত হন। কিয়দূরেই চিত্রকূট পর্বত। তাহা মাকুণ্ড নামক ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে অবস্থিত এই স্থানে বাল্মীকি ও অন্যান্য মুনি ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। প্রথিত আছে এখানেও রাক্ষস দিগেব দৌরাগ্না ছিল রামচন্দ্র বনে গমন কালে চিত্রকূট পর্বতে কএকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং তথায় ভারত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পিতৃ বিয়োগ বার্তা শ্রবণ করাইয়া প্রত্যাগমনের নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করেন। তদনন্তর রামচন্দ্র চিত্রকূটের পার্শ্বস্থিত কাণ্ড নদীর তটে পিতৃ আত্ম সমাধি করেন।

এই সমস্ত বিবরণ রাগায়ণের জগদ্বিখ্যাত মুখাসিন্ত  
কাব্যে অতি সুললিত এবং অবনম্বর রূপে কীৰ্ত্তিত  
আছে ।

চিত্র কুট পর্বতের নিকটে টংসা নামে একটি  
নদী আছে । কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ঐ  
নদীই পূর্ববৎ কালে তমসা নামে আখ্যাত ছিল ।  
এবং তত্ত্বোরেই আদি কবির কবিত্বশক্তি সমুদ্ভূত  
হয় । অত্যাশ্চর্য্যকৌতুকাবিস্ট হওয়ার রামায়ণের সেই  
স্থানটী উদ্ধৃত করিলাম ।

আদিকাণ্ড ২য় সর্গ ।

সমুহর্ভুং গতে তস্মিন্ দেব লোকায নারদে ।  
জগান তমসা তীরং বাল্লুকি মুনি সত্তমঃ ॥  
সপূতঃ তীর্থমাসাদ্য তমসায় মহামুনিঃ ।  
শিষ্যমাত স্থিতং পাশে দৃষ্ট্বা তীর্থ মকর্দমং ॥  
নিঃশর্করমিদং তীর্থং ভাবদ্বাজ নিশাময় ।  
পুনাং টৈব প্রসন্নচ সজ্জনানাং যথা মনঃ ॥  
ইদং তীর্থং সমং সৌম্যং সুজলং সুক্কম বালুকং ।  
অস্মিন্নে বাবগাহিষ্য তীর্থেষু তমসাজ লং ।  
বল্কলং ত্রিহাদায় শীঘ্র মেহ্যাশ্রমাং পুনঃ ।  
যথা কালাত্যাগো নস্যাত তথা সাধু বিধিয়তাং ।  
স গুরোরবচনা ছিত্ত্র মাগম্য পুনরাশ্রমাং ।  
আনীয় বল্কলং তস্মৈ গুরবেঐতঃ বেদয়ৎ ।



স সিন্ধা হস্তাদিদায় পরিধায় চ বন্ধুলং ।  
 অঙ্গগাং জলং স্নাত্বা জপ্ত্বা জপ্যং চ বাগ্যতঃ ।  
 কপায়িত্বা চ বিধিবৎ তোয়েন পিতৃ দেবতঃ ।  
 নিরীক্ষমাণে বাচরং সৰ্বতন্তুমসং বনং ।  
 ততঃ স তমসী তীরে বিচরন্ত মভীতবৎ ।  
 দদর্শ ক্রৌঞ্চয়োস্তত্র মিথুনং চারুদর্শনং ॥  
 তস্ম্যচ্চ মিথুনাদেকমাগতানুপলক্ষিতঃ ।  
 জঘন বন্ধানুশয়ো নিষাদোমুনি সন্নিধৌ ॥  
 তং শোণিত পরিভাজং চেষ্টমানং মহীতলে ।  
 দৃষ্ট্বা ক্রৌঞ্চরু রোদার্তাকরুণং খে পরিভ্রম ॥  
 তং তথানিহতং দৃষ্ট্বা নিষাদেনাগুজং বনে ।  
 মুনেঃ শিষ্যং সত্যং স্যা কারুণ্যং সমজায়ত ॥  
 ততঃ করুণং বেদিত্বা ক্রম্যন্ত্যাস দ্বিজোত্তম ।  
 নিশ্চিন্ত্য করুণং ক্রৌঞ্চীং ক্রুদন্তীং তাং কুগাবিদ- ॥  
 “মা নিষদ প্রতিষ্ঠায় মগনঃ শাস্বতীঃ সমাঃ ।  
 “যং ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামনোহতং ॥

নিষদ কত্বেক ক্রৌঞ্চ মিথুনে। পুমানটী হত  
 হওয়ার ক্রৌঞ্চকে অত্যন্ত আৰ্ত্তনাদ করিতে  
 দেখিয়া করুণ হৃদয় বাল্লুকি মুণি সমবেদনায়  
 ব্যথিত হইলেন এবং সহসা তাঁহার কানামুখ্য  
 নিধান রসনা হইতে ঐসর পরিশিষ্ট শ্লোকটি  
 বিগলিত হইল। কথিত আছে যে এই তাঁহার  
 কবিত্ব শক্তির সম্ভব এবং শ্লোকের সৃষ্টি।

লৌহ বজ্রের পূর্বদিকে রিমা । ইতাপূর্বকালে  
চেদি রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল । আবাল বৃদ্ধ  
বণিতা জ্ঞাত দামুঘেষ্য নন্দন শিশুপাল এই  
দেশের অধীশ্বর ছিলেন । তিনি নন্দদুলাল কানাই  
লালের পিতৃস্বয় । কিন্তু পরস্পরের কিছু মাত্র  
সম্প্রীতি ছিল না । বিশেষতঃ কুষ্টিীর পাণগ্রহ-  
ণার্থে উভয়ে প্রতিদ্বন্দী হইয়া শিশুপাল অকৃত-  
কাষ্য হওয়ায় তিনি যাদব দিগের প্রতি জাতক্রো-  
ধ হইয়াছিলেন ।

চেদি দেশে আর একটি অতি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক  
ঘটনা ঘটিয়াছিল । নৈষধাধীশ্বর পুণ্যশ্লোক নল  
রাজা অক্ষ ক্রোড়ায় পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে  
রাজ্য দেশ পরিত্যাগ পূর্বক বনে গমন করেন ।  
তদীয় ললনা স্বধর্মপরায়ণা পতিপ্রাণা দময়ন্তী  
তাঁহার অনুসারিণী হন তাহারা বনে বনে পর্বতিন  
করিতে করিতে ক্রমে চেদি দেশের সমীপবর্তী  
হন । এমন সময়ে নলরাজা নিকুপায় দময়ন্তীকে  
বিজন মধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান  
করেন । তখন কাস্ত বিযোগ বিধুরা শোক ভয়  
বিহবলা সেই অস্তঃপুর বাসিনী রাজবালা গহন  
কাননে আর্তনাদ পূর্বক হৃদয় বল্লভের অবেষণে  
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বণিক সম্প্রদা

য়ের সমীপে উপনীত হন, এবং তাহাদের আশ্র  
 য়ে ও সমভিব্যাহারে চেদি নগরে উপনীত হইয়া  
 ভূপতির তবনে নৈরিক্তী রূপে বাস করেন। তৎ  
 কালে এই দেশে সুবাহু নামে রাজা ছিলেন।  
 তন্নামিত চেদিপুর সুবাহু নগর নামে উক্ত  
 আছে। রাজ মাতা দমরন্তীর মাতৃশ্রদ্ধা ছিলেন, কিন্তু  
 পরস্পর পরিচিত ছিলেন না এই সমস্ত বিবরণ  
 নল উপাখ্যানে অতি মধুর ভাষে পরিভাষিত আছে

বন্দেলখণ্ড এবং বাঘেলখণ্ড দেশের ভূমি  
 যেমন শিলাময় ও নীরস তদ্রূপ অধিবাসী মনুষ্য  
 গণও অতিশয় দৃঢ়কায়। তাহারা মেদস্পূরিত শরীর  
 ভাৱে পীড়িত নহে। বিলক্ষণ সাহসী সমরানুরাগী  
 এবং তেজস্বী। তাহাদের আকার এবং বেশ ভূষা  
 অনুগত দেশীয় লোকদিগের হইতে অনেক  
 বিভিন্ন। বন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ ইংরেজ রাজ্য  
 সম্বুক্ত। এবং অপর্যাপ্ত কএকটি দ্রক্ষ রাজ্য  
 বিতক্ত বাঘেল খণ্ডের অধিকাংশ রিমারাজ্যের  
 অধীন। সুপ্রসিদ্ধ হৌক রত্নাকর পান্না নগর  
 বন্দেল খণ্ডের মধ্যে অধিষ্ঠিত।

অনন্তর আমরা দূরবাবস্থিত কুটীর সমন্বিত  
 ক্ষুদ্র পল্লী বিকিণ্ড বিজন মধ্যে দিয়া ভ্রমণ করিতে  
 লাগিলাম। মধ্যাহ্ন কালে যখন আদিত্য দেব

রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া ভয়োৎকণ্ঠিতা বসুধার প্রতি  
কোপ দৃষ্টির সহিত নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, সেই  
সময়ে বাম্পীয় রথ স্টাটনা নামক ষ্টেশনে উপনীত  
হইল, এই স্থানে আরোহী গণের জলপান ইত্যাদি  
নিমিত্ত এবং সারথী অশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত রথ  
কিয়ৎক্ষণ অবস্থতি করে। আমরাও সেই অবসরে  
যান হইতে নামিয়া তাড়ুতাড়ি আহািরাদি করিয়া  
লইলাম। তদনন্তর নব নায়ক নবাস্থ যোজনাপূর্বক  
রথ চালাইয়া দিল। রথ অপূর্বনির্ভরশেষ প্রান্তর  
নধা দিয়া প্রধাবিত হইল। তাবদ্বিস অনগ করিয়া  
কেবল মাইহিরার নামে একটি অতিক্রুদ্র নগর  
প্রত্যক্ষীভূত হইল। রাত্রি ৮ টার সময় আনরা  
জকল পুরে উপনীত হইলাম। পূর্বের সংবাদ  
থাকায়, জকলপুর দেশীয় প্রধান প্রধান বণিক গণ  
রায় বাহাদুরকে অত্যাধনা কারবার নিমিত্ত ষ্টেশনে  
উপস্থিত ছিলেন। তাহঁরা সকলকে যথোচিত  
সম্মাদর পূর্বক নির্দিষ্ট আবাসে লইয়া গেলেন।  
কোন বিশেষ কার্যনিবন্ধন অমাকে ষ্টেশনের  
সন্নিহিত পান্ডুশালায় অবস্থিতি করিতে হইল।  
পান্ডুনিবাসের রূপ ও অবস্থা দেখিয়া একেবারে  
চিত্ত স্থির হইয়াগেল। আহা! তাহার কি অপরূপ

গঠন আর কতইবা পরিষ্কার। গো মহিষ ও তথা  
 ষাকিন্তে বিভূষিত হয়। তাহা যে মনুষ্যবাসোপ-  
 যোগী এবং সেই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হইয়াছে;  
 তাহা বোধ গম্য হওয়া কঠিন। পান্থশালার তাদৃশ  
 জঘন্য দশা আলোচনা করিতে মনের একটী  
 অভিমানের নির্বাত আঘাত লাগিল। আত্মনীচতা  
 স্বীকার করিতে অন্তঃকরণের কদাচ ইচ্ছা হয় না।  
 আমরা যে অতি অসত্য কুৎসিত কদাচারী এবং  
 সুখবৃন্দতানভিজ্ঞ অজ্ঞেয় জীব তাহা বাস্ত-  
 বিক সহস্র বিধারে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও মন  
 মানেনা। অহঙ্কার মনকে অলীক তোষামোদ দ্বারা  
 এমন ভ্রান্ত করিয়া রাখে যে কোন মতেই তাহার  
 যথার্থ স্বরূপ দৃষ্টি হয় না। কিন্তু আমি পাটনা  
 হইতে অনবচ্ছেদে দিবারাত্রি ভ্রমণ করিয়া আসায়  
 এবং গাড়িতে স্বভাবের অবশ্যভূত ব্যতিক্রম ঘটায়  
 শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ছিল, সুতরাং  
 একটু আরাম করিবার নিমিত্ত বড়ই ইচ্ছা হইতে  
 লাগিল। তাদৃশ কাতরতাবস্থায় পান্থনিবাসের  
 তদ্রূপ অপরিষ্কার অপকৃষ্ট দশা দশতঃ আরাম  
 করিতে না পারায় অন্তঃকরণ এমন বিরক্ত হইয়া  
 উঠিল যে আশ্রয়ার্থ চাই চাতুর্য্যে অবস্থা পূর্বক  
 স্বজাতির সর্বান্য হীনাবস্থা সর্বতোভাবে প্রতীত

হইল এবং ইহাও উত্তমরূপে হৃদোৎসাহ হইল যে  
 বিলাতীয় লোকেরা নিতান্ত অকারণে আমাদিগকে  
 তাদৃশ কষ্ট ভাবার সম্ভাবন করেন। এইপ্রকার  
 অনুধাবন করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইল;  
 এবং সর্বসম্ভাপহারিণী করুণাময়ী নিদ্রা আসিয়া  
 আমাকে ক্রোড়ে লইলেন। দুঃখীজনের পক্ষে নিদ্রা  
 গর্তধারিণী জননী! অপেক্ষাও অধিকতর উপ-  
 কারিণী! তাহার স্নেহময় প্রভাবে আমি সকল  
 অসুখ বিস্মৃত হইলাম। তখন এমন যে শারীরিক  
 ক্লেশ এবং মানসিক চিন্তা ও তজ্জনিত অন্তর্দাহিকা  
 পরিবেদনা তৎসমুদায় অপনোত হইল এবং  
 মহাপ্রাণী বিরাম পাইয়া প্রশান্ত ও সুযুগ্ম হইল।  
 ক্রমশঃ রজনী স্বীয় পর্যায়ণ কাল সমাপ্ত হইলে  
 প্রস্থান করিলেন এবং দিবা আসিয়া উদয় হইলেন।  
 তখন গাত্রোৎখান করিয়া দেখি যে সেই গবশ  
 পুরিশ সমন্বিত পান্থনিবাসের অপর পাশ্বে দুই  
 তিন জন বিলাতী ভিক্ষুক পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা-  
 রাও আমারই ন্যায় সৌভাগ্যশালী।

যে প্রয়োজন বশতঃ আমাকে এই স্থানে অব-  
 স্থিতি করিতে হইয়াছিল প্রাতঃকালে তাহা সমাধা  
 পূর্বক রায়বাহাদুরের বাসভি মুখে নগরভাঙরে  
 প্রবেশ করিলাম। এই স্থান হইতে একটী নূতন

কৌতুক জনক প্রথা দৃষ্টিগোচর হইল। এদেশীয়  
 স্ত্রীলোকেরা অশ্রদ্ধেশের পুরুষদিগের ন্যায়  
 কাছাদিয়া বস্ত্র পরিধান করে। যদিও ইহাদেখিতে  
 অতি অশোভন এবং অরস সন্নিত তথাচ আমা-  
 দিগের বাঙ্গালী যোষি স্বর্গের বস্ত্রপরিধান প্রণালী  
 অপেক্ষা অনূন লক্ষণে উৎকৃষ্ট। বঙ্গবাসিনী  
 সৌন্দর্য্যনিগণ ইহা যে রূপ পরিচ্ছদ যে প্রণালীতে  
 পরিধান করেন তাহা কেবল নিলজ্জ বাঙ্গালী ব্যতী-  
 ত ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ জনপদবাসীলোকের নিকটেই  
 অতিশয় নিন্দনীয় এবং যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধের।  
 আমাদের এইপ্রকার বিস্তর কুপ্রথা আছে তাহা  
 কোনক্রমেই নিরাকৃত হইতেছেন। বঙ্গনহিলা  
 গণ যে রূপ কাপড় পরেন, তাহাতে এখনতঃ বস্ত্র  
 ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়না। অধি-  
 কন্তু তাহাদিগকে নিতান্ত অসামান্য থাকিতে হয়।  
 একটু, নিম্নস্থান হইতে উচ্চে উঠিতে হইলে  
 কিম্বা বেগবান্, পবনসঞ্চার সময়ে চলিতে হইলে  
 অথবা দৈবাৎ ধাবমান হইতে হইলে, তাহা  
 দিগকে প্রায় বিবসনা হইয়া পড়িতে হয়। তখন  
 লজ্জা রক্ষাপাওয়া ভার। দেখ, সামান্যতঃ বসিতে  
 হইলে তাহাদিগকে কিপর্য্যন্ত না বিব্রত হইতে  
 হয়। তখন তাঁহারা এতদূর সাবধান হন যে

বোধ হয় যেন গাঙ্গীছাদন সংযত রাখিবার নিমিত্ত  
তুই হস্তেও সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুলন হইতেছে না।

জবলপুর নগর নন্দাদা নদীর উত্তরে সংস্থিত।  
ইহা পূর্বকালেও বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল এমন  
অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ  
অধিকার হইয়া অবধি বিশেষত ইহা ভারত  
বর্ষের উত্তর দক্ষিণ প্রদেশীয় লৌহবস্তুর সংক্রম  
স্থান হওয়ায়, ইহার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধক প্রবৃদ্ধ হই-  
তেছে। আর কিছু কালের মধ্যেই জবলপুর একটা  
বহুজনাকীর্ণ বিপুল নগর হইয়া উঠিবে।

জবলপুরের অধিষ্ঠানে নন্দাদা কূলে পূর্ববর্তন  
গারানগর সংস্থাপিত ছিল। ইহা এককালে একটা  
বৃহৎ এবং পরাক্রান্ত গোণ্ড রাজ্যের রাজধানী ছিল।  
খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুর্গাবতী নাম্নী এক মহি-  
ষী এই দেশের অধীশ্বরী ছিলেন। তিনি মাহব  
দেশের রাজপুত্র বংশসম্ভূত চণ্ডাল রাজ্যের কন্যা।  
গারারাজ্যেশ্বর গোণ্ডপতি তাঁহার রূপ লাভ্য এবং  
গুণগ্রামের পরিচয় অবগত হইয়া তদীয়পাণি  
গ্রহণার্থী হইলেন। দুর্গাবতীর পিতা জাতি নষ্ট এবং  
হতাভিমান হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত  
হইলেন। কিন্তু পরিশেষে গোণ্ড অধিরাজ্যের বল ও  
বিক্রম এবং ঐশ্বর্য দেখিয়া, তার, লোভ, অথবা



ঐদার্য বশতঃ কন্যাদানে সম্মত হন। পরন্তু সাধামত কলঙ্কাপনয়নের নিমিত্ত গারাপটিকে এইরূপ নির্দেশ করিলেন, যে তিনি যেন সৈন্যসামন্ত লইয়া সসজ্জভাবে তদীয় কন্যাকে লইয়া যান, তাহা হইলে সকলে এইরূপ বুঝবে যে গোণ্ড রাজ বলপূর্বক নৃপকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

স্বামীর পরলোকস্থাতার পর, দুর্গাবতী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং শাসন শুণে প্রজাদিগের নিকট অনুগ্রহ খাতি, ও তত্ত্ব লাভ করেন। অনন্তর ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর সম্রাটের সেনানী আজফ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেন। দুর্গাবতী স্বয়ং সেনাধ্যক্ষিক্য লইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। এবং দুইবার শত্রুদিগকে দুরাকৃত করিয়া দেন। কিন্তু তৃতীয়বার আক্রমণে তাঁহার সেনানিচয় অকস্মাৎ ভীত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নপর হইল। তখন অনুশয় দেখিয়া দুর্গাবতী পাছে অরিহস্তে পতিত হন, এই আশঙ্কায় স্বহস্তে ছুরিকা দ্বারা উরোভেদ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঈদৃশ স্ত্রী শৌর্যের ভূরিঃ নিদর্শন পাওয়া যায়। এইসমস্ত ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে অন্তঃকরণ একবারে হৃদ্য বিবাদে অভিভূত হয়। যে ভারতবর্ষীয়া রমণী গণের

বিক্রমে মহাবীর সম্রাটেরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন; ইদানীন্তনকালে সেই ভারতবর্ষের তাবৎ রাজন্য বর্গ এবং বিংশতি কোটি লোক পৃথিবীর যথা তথা বাসী জনগণ কর্তৃক দলিত হইতেছেন।

আমরা তদ্বিবস জব্বলপুরে অবস্থিত করিয়া পরদিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বস্ত্রগামী গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এককালীন বস্ত্র যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নাগপুর রাজ্যের অন্তর্গত যাকলা নগরের সমাপবর্তী সেরপুর গ্রামে এক জাগ্রত জৈন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। বস্ত্র গমনের পূর্বে তদর্শন করা রায়বাহাদুরের অভিপ্রেত ছিল। গাড়ীতে আরোহণ করিয়াই স্পর্শ হৃদয়ঙ্গম হইল যেমন বস্ত্র প্রদেশে রাজশাসন অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সাধারণতঃ বিলাতীয় লোক দিগের অধিকতর প্রাক্তর্ভাব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি যেমন সুরাগরঞ্জিত ও সুশোভন তদ্রূপ শয়ন উপবেশনের পক্ষেও পরম সুখকর। দেখিলেই নয়ন আকৃষ্ট ও চিত্ত প্রশস্ত হয়; কিন্তু তাবিলে তাবাস্তব হয়। আবার নিদ্রা কালের প্রায়ান্তে শয্যা নিবারণের নিমিত্ত কত সাহেব কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রত্যুত তৃতীয় শ্রেণীর

শকটগুলি যেন সজ্জা পশুশালা; তন্মধ্যে দেশীয় লোকদিগকে অহিংস্র মেঘপালের ন্যায় পরিপূরণ পূর্বক প্রস্রুতি করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। তখন দুর্ভাগা আরোহীদিগের বস্ত্রাদি পরিদীক্ষা থাকেনা। বসিবার বেঞ্চগুলি পরস্পর এত সন্নিহিত যে সন্মুখবর্তী উপবেষ্টিদিগের জানু ঘর্ষণ হইতে থাকে। পর্য্যাপ্তসংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর শকট বাম্পীয়যানের সহিত সংবো-  
 জিত থাকে না, সুতরাং প্রায়ই ভয়ানক জনতা হয়। আবার যদি ঐগাড়ির উত্তর পাশের বাতায়ন স্বরূপ কান্টফলকগুলি খুলিয়া দেয় তবে ধূলায়আচ্ছন্ন ও রৌদ্রে দহক হইয়া পড়ে; আর যদি বন্ধ করিয়া রাখিবে, তবে দিবসের পূর্ণ জ্যোতিতে ঘোর অন্ধতমসে শ্বাসরুদ্ধ ও গলদঘর্ম্ম হইয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ হইতে হইবে উপরন্তু গাড় প্রভৃতি বিলাতীয় এবং সামি বিলাতীয় কর্ম্মচারীগণ দারুণ শাদুলের ন্যায়। রেল ওয়ের অপরাধের বন্দোবস্ত গুলি ও অতি চমৎকার। সাধারণতঃ যত দূর হইতে পারে, সিত কলেবরদিগের নিমিত্ত সকল সুবিধায়ই করা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণদিগের পদে পদে মরণ। কাল লোকেরা যদিপি পামায় শুষ্ক কণ্ঠ

হইয়া 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করিতে থাকে, তথাপি কোথাও গণ্ডুমাত্র জল পাইবার যো নাই। কেবল বড় বড় স্টেশনগুলিতে জল বিক্রয় করিতে আইসে বটে কিন্তু কুত্রাপি অনায়াসে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে লব্ধ হয় না। মল মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি বিবিধ অনিবার্য শারীরিক কার্য সম্পাদনে ও সমূহ অসুবিধা। অধীর অতি প্রধান প্রধান স্টেশনেও প্রায়ই এমন যথেষ্ট স্থান নাই যথা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণ বসি, শীত বাতাসতপ হইতে আশ্রয় পাইতে পারে। এই সকল অযথা আচরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে দেশীয় লোকের উপর সাহেব দিগের কিছুমাত্র আস্থা নাই, এবং গবর্ণমেন্টেরও কৃষ্ণ বর্ণ প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে নিতান্ত উদাসিন্য প্রকাশ করেন। এহলে উপরোক্ত পর্য্যালোচনার প্রতিবাদে এই কথা উত্থাপিত হইতে পারে, যে ডাকবাহি বাঙ্গালীয়ান অতিশয় বেগে চলে, স্টেশন সকলে ইহার স্থিতি ও অতি অপেক্ষা, সুতরাং এতদবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর শকটারোহী সাধারণতঃ মুর্থ লোক দিগকে যথেষ্ট ক্ষমত নাহিতে উঠিতে দিলে অনেক দুর্দৈব ঘটি-

বার সম্ভাবনা। এই হেতু এই সকল যাত্রীদিগের প্রতি  
 কিঞ্চিৎ কঠিন ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইয়া  
 পড়ে। এ কথা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু মনে করিলে  
 বাম্পীয় যানের বেগবত্তা ও ছুদৈব নিবারণের  
 সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনায়াসে বিস্তর সুবিধা  
 করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে এই দুর্ভাগ্য  
 যাত্রীদিগের কখনই এতদূশ কষ্ট হয়না। আমরা  
 অনেক সময়ে ইন্ড ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বন্দোবস্তে  
 অসন্তুষ্ট হই, কিন্তু তাহা বশে রেলওয়ের অপেক্ষা  
 সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশেও সাহেব  
 দিগের প্রাদুর্ভাব কিছু কম নহে কিন্তু দেশীয়  
 লোকে তাদূশ উপেক্ষিত নহে। সাহেবেরা আমা-  
 দিগের অধীশ্বর অবস্থা তাঁহাদিগের কিছু না কিছু  
 প্রাধান্য থাকিবেই থাকিবে। মানব প্রকৃতি যখন  
 নির্বিকার এবং নিরঞ্জন নহে, আর মোহ মদ মাৎ-  
 সর্ঘ্য প্রভৃতি যখন তাহার অপরিহার্য্য ধর্ম, তখন  
 এমন কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে  
 জেতা এবং বিজিত, যাহারা আবার ভিন্ন জাতি,  
 ভিন্ন রূপ, ভিন্ন স্বভাবি ভিন্ন ধর্ম এবং বহু প্রকারে  
 বিষম তাহারা উত্তরে সর্বতোভাবে সমান হইবে।  
 জেতার অভিমান এবং প্রাধান্য অবশ্যই থাকিবে  
 আমরা তন্নিমিত্ত বিশেষ মনঃ স্কৃষ্ট নহি। আমাদে-

র এই মাত্র অতীতলাষ যে কেবল স্বার্থপর না হইয়া  
ক্লেশবর্ন দিগের প্রতি ও কিঞ্চিৎ কটাক্ষ পাত্ত করা  
উচিত। সে যাহা হউক আজ কাল আবার আমা-  
দের দেশে সাহেবদিগের পুরো বিপরীত ভাব  
দাঁড়াইয়াছে। ইতি পূর্বে সাহেব গণ বীর প্রকৃত  
ক্লপানিধান কেশরীর ন্যায় আমাদিগের প্রতি  
বাৎসল্য ভাবে ব্যবহার করিতেন কিন্তু এক্ষণে  
যেন ভীষণ শার্দুলের তুল্য হইতেছেন।

আমরা বিজ্ঞাচল পার হইয়া অবধিই দাক্ষি-  
ণাত্যে প্রবেশ করিয়াছি। এই খণ্ডের যে প্রদেশ  
দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে, তাহাতে তাদৃশ নিবিড়  
বনভি নাই এবং নগরও বাণিজ্য স্থানও বিরল।  
সুতরাং স্টেশনগুলি বহুদূর ব্যবহৃত। আমরা ভ্রমণ  
করিতে করিতে ক্রমশঃ খাণ্ডুয়া ও তথা হইতে  
আশিরগড়ে উপনীত হইলাম। খাণ্ডুয়া হইতে  
একটি রেলওয়ে শাখা ইণ্ডোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হই-  
তেছে। তদনন্তর আমরা বুরহানপুরের নিকট হই-  
য়া বোম্বোয়ালে উপনীত হইলাম। তখন রাত্রি  
দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই স্থান হই-  
তে নাগপুর শাখা রেলওয়ে নির্গত হইয়াছে।  
আমাদিগের গন্তব্য স্টেশন ঐ শাখা রেলওয়ের  
মধ্যে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শাখা রেলওয়ের বাঙ্গীয় যান  
 অস্থিত হইল। তদ্যোগে আমরা পরদিন বেলা  
 ৭টার সময় যাকলা নামক ফেসনে পৌঁছিলাম।  
 এক্ষণে আমরা নাগপুর রাজ্যে প্রবেষ্ট হইরাছি।  
 এই প্রদেশ মহাত্মা ডাল হাউসীর রাজত্ব কালে  
 ইংরাজ রাজ্য সম্বন্ধে হয়। তৎপূর্বে ইহা একটি  
 মহারাজী যদিগের সামন্ত রাষ্ট্র ছিল। ডুনস্লা  
 উপাধিক রাজারা এই দেশের অধিপতি ছিলেন।  
 মহারাজীয়েরা বৈশাকার প্রাচুর্য ও উপদ্রবী হই-  
 রা উঠিয়া ছিল, যদি ইংরাজেরা আমাদের  
 দেশে না আসিত তাহা হইলে আমাদের দেশের  
 এত দিনে যে কি দুর্গতি হইত তাহা মনেও অবধা-  
 রণ করা যায়না। ভারতবর্ষে অতি অল্প মাত্র  
 প্রদেশ আছে যাহা তাহাদের দ্বারা দলিত এবং  
 লুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের উপায়ে যাবতীয়  
 ভারতবর্ষ বাসী কলুষিত হইরাছিল। অন্যান্য এ  
 দেশে এমন কোন রাজা ছিলনা যে তাহাদিগকে প্র-  
 তিষাত" করে। তাহারা পক্ষপালের ন্যায় ইতস্ততঃ  
 বিকল্প হইয়া অবলীল্যক্রমে এবং অবাধে আশা  
 পুরিয়া লুণ্ঠ, করিয়া চলিয়া যাইত। দিল্লির সিংহাস-  
 নও তাহাদিগের করস্থ হইয়া ছিল। যাহা হউক এ  
 সময়ে আমাদের বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের আর পরি-

সীমা ছিলনা। একে সিরাজোদ্দৌলা প্রভৃতি করুণা কর গুণধর নবাবেরা চমৎকার রূপে প্রজা পালন ও রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন, আবার উপরাস্ত্র দেশ হিতৈষী শুভানুধারী মহারাজীয়েরা নিয়ত আসিয়া লোকের উপর যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ও তাহাদের যথা সর্বস্ব ভরণ করিয়া লইয়া যাইত। অদ্যাপি অসমুদ্রদেশে বর্গীদিগের উপদ্রবের গল্প কথা বিলক্ষণ চলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় বর্গী আসিয়াছে এই সংবাদ পাইলেই সকলে স্ব স্ব স্ত্রী পরিবার লইয়া কোন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অথবা স্থতিকার মধ্যে মুড়ঙ্গ কাটিয়া তদভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিত আর যাহারা গঙ্গার পশ্চিম কূলের সমীপে বাস করিত তাহারা পূর্বপারে পলায়ন করিত। বাঙ্গালিয়া যে মহাবীর তাহাতে কাষে কাষেই তাহাদের পরিত্রাণের অন্য উপায় ছিলনা। আমাদের দেশে সাধারণতঃ নাগপুর বাসী বর্গীরাই আসিত। ইদানিং ভারত প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে মনুষ্য আদৌ স্বতন্ত্র রূপে সৃষ্ট হয় নাই, ইতর প্রাণী প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ পরম্পরার উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মানব রূপে পরিণত হইয়াছে। যদি এই রূপ উর্দ্ধগামী প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, তবে



অধোগামী প্রক্রিয়াও সম্ভব হইতে পারে। এমন স্থলে ঐদৃশ অনুমান করা বিচিত্র নহে, যে যদি আর কিছুকাল ঐকপ সাক্ষাৎ স্মৃতিমান ধর্ম স্বরূপ নবাব দিগের রাজত্ব থাকিত এবং বর্গীবাও যদি ঐকপ শিষ্টাচার করিতে ক্রমাগত আসিত, তাহা হইলে আমাদিগের সকল বুদ্ধি শুদ্ধি জ্ঞান গোচর লোপ পাইল, আমরা পুনশ্চ কোন জন্তু বিশেষে রূপান্তরিত হইতাম। একে নিরীহ স্বভাব নির্বিরোধী ক্ষীণজীবা, তাহাতে তুসিক অনগত প্রাণ, সুতরাং আমরা কাহারও সহিত বিরোধে অগ্রসর হইতে পারিতামনা। বাঁহার যে অভিশাপ হইত তিনি তাহাই নির্বিঘ্নে সমাধা করিতে পারিতেন। কাষে কাষেই আমাদের দুঃখের ও দুর্দশার আর পরিসীমা থাকিতনা। ভাগ্যে ভাগ্যে বিধাতা রক্ষা করিয়াছেন। কোথা পৃথিবীর এক প্রান্তস্থিত সাগরাস্ত্র হইতে কতকগুলি শুভ্র কাস্তি লোক আনিয়া দিয়াছেন। ইহারা অজ্ঞা মণ্ডলীর মধ্যে কেশরী সদৃশ দুই এক ছলছলকার ও চপেটাঘাত দ্বারা সকলকে সশঙ্ক এবং নীরব করিয়া রাখিয়াছেন। চির দুঃখী প্রজা পুঞ্জ ইহাদের প্রশস্ত আশ্রয়ে শ্বাস ছাড়িয়া পরম সুখে কৃতজ্ঞ চিত্তে কাল যাপন করিতেছে।

আমরা স্টেশনের সম্মুখানে সরকারী পান্থশালায় বাসা গ্রহণ করিলাম। পান্থ নিবাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই যেন মানব মনে অবলোকন করিলাম যে তাহাতে অধুনাতন রাজস্ব ব্যবস্থাপক আরকর প্রসিদ্ধ সচিব প্রধান সর রিচার্ড টেম্পালের নাম স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। যৎকালে টেম্পাল সাহেব মধ্য ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই সময়ে এই সকল কল্যানকর কীর্তি সংস্থাপিত হয়।

য়াকলা একটি প্রধান শাসনাধিকরণ স্থান। এখানে ডেপুটি কমিশনের প্রভৃতি অনেক রাজকর্মচারী আছেন এবং সেনা নিবাস বারিকও আছে। সুতরাং স্থানটি বিলক্ষণ সমারোহান্বিত। স্টেশন হইতে প্রায় এক কোশ অন্তরে নদীপারে যাকলা নগর। এতদ্দেশে তাবৎ নগর ও গণ্ড গ্রাম দৃঢ় এবং প্রশস্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে এক একটি অতি বৃহৎ শূন্যগর্ত স্তম্ভাকার গম্বুজ নির্মিত আছে। তাহাতে তোপ সন্নিবিষ্ট থাকে; তন্মধ্য হইতে বন্দুক ছাড়িবারও উত্তম সুবিধা আছে। বড় বড় নগরের প্রাচীর অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তাহা উর্দ্ধে দশপনের হাত পর্যন্ত সমভাবে তুলিয়া তদুপরি পুনশ্চ তাহার বহিঃপ্রাচীর

হইতে অল্প পরিসরে মানুষ সমান করিয়া উত্তোলিত আছে এবং তন্মধ্যে এমন হিঙ্গ আছে যে সেনাগণ অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া আক্রমণ কারীর প্রতি বন্দুক ছুড়িতে পারে। এই প্রকারে নগর ও গ্রাম সকল প্রাচীর বেষ্টিত করিবার তাৎপর্য্য অনায়াসে উপলব্ধিত হইতেছে। একত পূর্ব-কালাবধি এইরূপে নগর দুর্গবন্ধী করিবার রীতি আছে। অধিকন্তু এই সমস্ত দেশে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং লুট পাট হইত। আমাদের দেশের ন্যায় অরক্ষিত ভাবে থাকিলে নিতান্ত অরাতক হইয়া পড়িত এবং লোকে বাস করিতে পারিত না যে কোন ব্যক্তির কিছু বল বিক্রম হইত; সেই অমনই তৎক্ষণাৎ জিগীষা পরবশ হইয়া লুট করিতে ও দিগ্বিদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইত। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে ইংরেজ দিগের সার্বভৌম প্রভুত্ব সংস্থাপিত হওয়াতে এই সকল অবোধ দুরাচারের বিষদন্ত ভাঙিয়াছে ও সকলে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

যাকলা তাদৃশ বিস্তীর্ণ নগর নহে। এক্ষণে উত্তর উত্তর দ্বারিত ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এমন

স্পষ্টই লক্ষিত হয়। অধিবাসী মাত্রেই প্রায় দক্ষিণী কেবল ছুই একটি আরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণীরা সাধারণতঃ কিছু খর্বাকৃতি। তাহাদের মুখশ্রীও আর্ঘ্যাবর্ত্ত বাসী হিন্দুদের হইতে ঈষৎ বিভিন্ন। বদন মণ্ডল কিছু স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন, কিন্তু বেশ ভূষা বিশেষ না থাকিলে তাহা বোধ গম্য হইতনা। দক্ষিণীদিগের শরীর শক্ত সমর্থ এবং শ্রমদক্ষ, তাহারা অলস স্বভাব নহে। অনু-গঙ্গ দেশে মুসলমান দিগের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক কাল পর্য্যন্ত প্রাচুর্য্য থাকায় তদ্দেশীয় লোক দিগের যাদৃশ স্বভাব চরিত্র বিকৃত হইয়া তাহাদের অনুরূতি প্রাপ্ত হইয়াছে, দক্ষিণাত্যে তাদৃশ হয় নাই। সুতরাং দক্ষিণীরা তত আড়ম্বর প্রিয় নহে এবং মুসলমান সংক্রম প্রবর্ত্তিত অন্যান্য দোষেও দূষিত নহে। দক্ষিণীরা বিলক্ষণ সাহস সম্পন্ন তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং চেষ্টাবান। কিন্তু বোধ হয় যেন ঈষৎ দান্তিক এবং তাদৃশ প্রিয়মদ বা আলাপী

\* পশ্চিমে আরবা, সাগর পূর্বে টেতলঙ্গ দেশ উত্তরে সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদা নদী এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী ও মালবার, এই চতুঃসীমান্ত দেশের লোকেরা দক্ষিণী নামে খ্যাত।

ও নহে। তাহারা নিতান্ত বিলাস পরবশ, অথবা যুদ্ধ  
বিগ্রহে একান্ত পরাজয় নহে, আর বস্তু দেখি  
লেই যে প্রাণ ভয়ে আকুলিত বা মুচ্ছিত হওয়া  
তাও হয় না। দক্ষিণীরা বিদ্যানুশীলনেও বিশেষ  
রূপ অনুরক্ত। এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যার আলোচনা  
প্রবর্তিত হওয়ায়, তাহাতে তাহারা উত্তমরূপ  
ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্বদেশীয় মহা-  
রাক্ষস, তাহারও বিশেষ রূপ উৎকর্ষ সাধন করি-  
য়াছে। তাহাদের দেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা  
সকলের চর্চা ও লুপ্ত হয় নাই। আর্য্যাবর্তের মধ্যে  
কাশী যেমন বিদ্যালোচনার একটি প্রধান স্থান  
দাক্ষিণাত্যের মধ্যে তক্ষপ পুনা। পুনা নগর সামা-  
জিক অন্যান্য সম্বন্ধেও স্থান প্রাপ্ত নহে। ইহা  
বহুকাল পর্য্যন্ত মহারাক্ষস সাম্রাজ্যের রাজধানী  
ছিল।

দক্ষিণীদিগের পরিচ্ছদ প্রণালী ও অনুগত  
দেশীয় লোক দিগের হইতে অনেক অংশে বিষদৃশ  
পুরুষ দিগের পরিধান ধৃত বটে, কিন্তু এই ধৃতির  
পরিসরের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভাগ কেবল পাইড় ইহা  
কাছাতি কোচা দিয়া পরিহিত কিন্তু কাছাটি বড়  
স্বাভাবে সম্বদ্ধ করা হয়। তদনন্তর উন্নতপরি  
বন্ধন যুক্ত চাপকান দ্বারা শরীর আবৃত করা হয়।

পদ যুগলে কটকীয় ধরণের উপানং ধারণ। এবং  
সর্বোপরি মস্তকের বেশ অতি চমৎকার। একটা  
রঞ্জিত উষ্ণীয় বন্ধ। উষ্ণীয়টি দীর্ঘে প্রস্তুত বড়  
মন্দ নয়। ইহা চক্রাকারে আবর্তিত থাকে; এবং  
ইহার পরিধি মস্তক হইতে এত দূর পর্য্যন্ত আয়ত  
যে দ্বিতীয় এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া না  
রাখিলে স্থলিত হয়। বৃহৎ অনুসারে ভারেরও  
বিলক্ষণ আধিক্য আছে। অনুমান হয় যে যদি ঐ  
উষ্ণীয় আমাদিগের তেমন একজন সুকুমার কায়  
বাকালী বাবুর শিরোদেশে স্থাপন করা যায়, তাহা  
হইলে অবশ্যই শীঘ্রক ভারে গল ভগ্ন হইয়া  
তাহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। বাহা  
হউক তাদৃশ গুরুতার বহনে যে কি শোভা ধারণ  
বা সম্ভ্রম রক্ষা হয়, কিছুই বলিতে পারা যায় না।  
দেশাচারের এবং বন্ধ সংস্কারের কি প্রবল প্রভা-  
ব! সহস্র জ্ঞানোন্নতি হইলেও, তাহাদিগকে  
অপনীত করা সুকঠিন। সত্য বটে ঐ উষ্ণীয় দ্বারা  
মুখ মণ্ডল কিয়দংশে সূর্য্য রশ্মি হইতে রঞ্জিত হয়  
কিন্তু শুদ্ধ সেই কারণে তাদৃশ তার বহন করা  
কোন ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না। বিবেচনা  
করিয়া দেখিলাম যে তদ্বারা কদাচ আর একটা  
উপকার সাধিত হইতে পারে, বখা, এতদ্দেশে

মহা জল কষ্ট, নদী সরসী এতৃতি প্রায় নাই।  
কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে হয়। অতএব  
কল্যাণ যদি কূপ রক্ষুর অগ্ৰহণ হয় তবে ঐ  
পাগড়ীর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে।

দক্ষিণী স্রোতেরা কাছা দিয়া শাটী পরি-  
ধান করে। শাটীখানি আমাদের দেশীয় অপেক্ষা  
অধিকতর দীর্ঘ। কঞ্চুলিকা দ্বারা বন্ধাবরণ করে।  
ভারতবর্ষীয়া রমণীগণ তাদৃশী অলঙ্কার প্রিয়া  
ভূমণ্ডলে আর কোন দেশীয়া যৌষিৎগণ তাদৃশী  
নহে। দক্ষিণী দিগের, কি কনিষ্ঠা কি জ্যায়সী  
সকলেরই নান্যাত্রে মতি যুক্ত নলক ধারণ।  
তদ্বারা শেৰ্ষোক্তদিগকে অত্যন্ত বিস্ত্রী দেখায়।  
কবরী ও শিরোভূষণ ও তাদৃশ কদম্ব। কিয়দ্দিন  
পূর্বে আমাদের দেশেও তক্রপই ছিল, এবং  
অদ্যাপি বারভূম বাসী ইতর লোকদিগের মধ্যে  
তাহার স্বরূপ আদর্শ জাজ্বলমান রহিয়াছে।

দক্ষিণীদিগের বেশ—ভূবা দেখিতে অতি  
কৌতুক জনক বটে, কিন্তু বাঙ্গালি দিগের অপেক্ষা  
অতুল্যরূপে উৎকৃষ্ট। আমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে  
যেমন অন্যদেশীয় লোকের যুগপৎ ঘৃণা বোধ  
এবং লজ্জার উদয় হয়, উহাদের তেমন নয়।  
উহাদের পরিচ্ছদ যতই কুকণ হউকনা কেন,

তদ্বারা বস্ত্র ছাদনের মুখ্যতাপার্থ্য সিদ্ধ হয়।  
আমাদিগকে যেমন বস্ত্র পরিধান করিয়াও দিগন্তর  
এবং অসংখ্য থাকাতে হয়, উচ্চাদিগকে তেমন  
হইতে হয় না।

দক্ষিণী মহিলাগণ অন্যান্য বাটতে অবরুদ্ধ নাহ,  
এবং অবগুষ্ঠন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় নেত্র  
দ্বয়ের পরিচালন হইতে বঞ্চিত নহে। তাহাদের  
স্বাধীনতা স্বাধীনতা আনন্দ। ইহা নিঃসংশয়  
প্রতীত কর, যে আমাদের বাজারনাগণের তাদৃশ  
স্বাধীনতা থাকিলে, অস্বাভাবিক সভ্যতা ও উন্নতি  
দ্বিগুন বৃদ্ধি হইত। দক্ষিণী অবস্থাদিগের বেকার  
সাহস ও বিক্রম, আমাদিগের বাজারী দীর্ঘগণের  
মধোও তাহার কণমাত্র লক্ষিত হয় না।

আমরা থাকিল্য একদিন অপ্রতিষ্ঠা করিয়া  
পরদিন মেরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।  
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মেরপুরে এক  
জাগ্রত দেবতা আছেন এবং ভক্তদর্শন করা রায়  
বহু ছুরের মন্তব্য। আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে  
সন্ধ্যাকালে এক পর্বত সন্নিহিত উপনীত হইলাম  
ঐ পর্বতের অধঃস্থান দিয়া পথ। যখন অন্ধকারে  
ঐ দুর্গম মার্গে আমাদিগের যান সকল চলিতে  
লাগিল; তখন আমার মনের মধ্যে এই চিন্তার



উদয় হইল যে, যে বর্গীরা শত শত ক্রেশ দূরে  
 গিয়া নির্বাসিত এবং অবলীলাক্রমে সমগ্র দেশ  
 লুণ্ঠ করিয়া আনিত। এক্ষণে আমরা সেই বর্গী-  
 দের দ্বার দিয়া অবধে বাইতেছি। তাহারা এমন  
 সুবর্ণপাইয়াও অভিলিপ্সা চরিতার্থ করিতে  
 পারিল না কেবল পিঞ্জর বন্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় এক  
 দৃষ্টি মুকুনিলেহন করিয়াই নিরস্ত হইল। যাহাউক  
 এক্ষণে পুনরায় ইংরাজ শাসনের যশস্বীর্ভন না  
 করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলান না। অনেকের  
 এমন ইংরাজি ভাব চইয়া পড়িয়াছে যে তাহা-  
 দের ইংরাজি ধরণে ভোজন, ইংরাজি সাজগী পান  
 ইংরাজি ধরণে পরিধান, চলন, হাস্য করণ, ইত্যাদি  
 তাহাই ইংরাজি। তাদৃশ ব্যক্তিদেগের ইংরাজি  
 নামেই মুখ হঠিতে লাল বিগলিত হইয়া অধর বহি-  
 রা করিতে থাকে। তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর অন্য  
 কোন উপকার হউক বা না হউক কেবল এই মাত্র  
 দেখা যায় যে ইংরাজদিগের উপহাস করিবার  
 স্থলাভাব হইলে ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা তাহা সম্পূ-  
 রণ হয়। আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহাদের  
 ইংরাজি নামেই দ্বেষ। এই দুই প্রকার ভাবই  
 অন্যায় এবং ভ্রমাত্মক। প্রথমটী সন্দেহাত্মক অনু-  
 করণ পূর্বক উন্নতি লাভের অযথা এবং অবাধ

ইচ্ছা হইতে সমুদ্ভূত এবং দ্বিতীয়টী অতিরিক্ত  
 স্বদেশ ও স্বজাতি প্রিয়তা জনিত, এবং অত্যাভি-  
 মান ইহার মূলীভূত। যথার্থ বিধানে এ দুই পক্ষই  
 দূষণীয় ও পরিহার্য। অতএব মধ্যতাব গ্রহণ  
 করাই কর্তব্য। মতের প্রশংসা ও উৎসাহ এবং  
 অমতের অযশঃ ও দমন হওয়া উচিত; তাহা  
 বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বলিয়া বিশেষরূপে বিবে-  
 চনা করা উচিত নহে। বরঞ্চ স্বদেশীয় মত  
 বিদেশীয় অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য বোধ করা  
 কর্তব্য। আমাদের দেশীয় রাজারা যথেষ্টাচারে  
 প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন এবং নতুত নতবিষয়ক রূপে  
 তাহাদিগকে ছদ্মশাসন করিয়া রাখিয়াছিলেন;  
 ইংরাজেরা তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া শাস্তি ব্যাপ্ত  
 করায় যে কি পর্য্যন্ত মহোপকার করিয়াছেন তাহা  
 অনির্বচনীয়। ইহাদিগকে এক প্রকার আমাদের  
 ঐহিক ভ্রাণ কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।  
 যাহারা যোধপুর প্রভৃতি দেশীয় অধিরাজ কর্তৃক  
 শাসিত রাজ্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই তাহারা  
 প্রাণধান পূর্বক বিবেচনা না করিলে ইহার স্বরূপ  
 তার তম্য অনুভব করিতে পারিবেন না। অধিক  
 বলা বাহুল্য! সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়া দেখুন  
 আমাদের দেশের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে। তাহা

হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সামান্যতঃ আমরা যে রাজাকে দেবতা এবং তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে পুণ্য হয় এই কথা জানিতাম আশা দিগা ভেৎ এ ভ্রমও দূরীকৃত হইতনা। আর সেই রাজাও করতো কেবল তিব বিঘা ভূমির অধীশ্বর হইয়াই আপনাকে দেবাংশ নম্রত পৃথ্বীনাথ এবং অপর নাপাশকে নান্যাক জীমু এই মহাপাপ জনক প্রার্থ্য হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না। পরন্তু জ্ঞান গোচর অজুগারে প্রকৃত কথা বলিত কথা অশা বিধেয়। কেহই স্বার্থস্থনা নন। দেশীয় বার্থছাচারী অধিবাসেয়া প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রা প্রহারে নিরুপায় প্রজাদিগের প্রাণবাহি করতেন। আর একগে জ্ঞান চাভূর্য্য কুশল উৎসাহ বাহুদুরে রা বল এং কৌশল যন্ত্র প্রয়োগ ভায়া পরোক্ষ ভাবে শোষণ করিতেছেন।

তদন্তর আমরা দুই দিবস ভ্রমণ করিয়া তৃতীয় দিবসে সেবপুবে উপনীত হইলাম। গ্রামের হীনা বস্তা দেগিয়া মনে মনে বিরান হইতে লাগিলাম। যেহেতুক জাগ্রৎ দেবস্থান হয় কোন সমারোহান্বিত নগরের মতো নচেৎ কোন নিবিড় বিজনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাব। কিন্তু এই গ্রামটী তাহার কিছুই বোধ হইলনা। যাহা হউক গ্রামের অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল, কারণ  
তথ্য প্রাচীরাদি বিলোকনে অনুমান হইল যে কাল  
বিপর্যাসে এই স্থানের অবস্তুত অধোগতি হইয়াছে  
বটে, কিন্তু পূর্বে এতাদৃশ ছিল না। আমরা দেবা-  
লয়ের বাহির্দেশস্থ ধর্মশালার অবস্থিতি করি-  
লাম। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তুর্গ আছে।  
কিন্তু ইংরাজ রাজ্যে তেমন তুর্গের কোন প্রয়োজন  
নাই, সুতরাং তাহার প্রতি কোন যত্ন বা সংস্কারও  
হয় নাই গতিকে তাহা ধ্বংসাবস্থায় পতিত হই-  
য়াছে। ঐ দিবস যাত্রীর অত্যন্ত জনতা হওয়ায়,  
আমি আর প্রতিমা দর্শন করিতে গমন করিলাম-  
না। পরদিন প্রাতঃকালে মন্দির ও ঠাকুর দেখিতে  
চলিলাম। মন্দিরটি মূর্তিকা খনন করিয়া তদভ্যন্তরে  
নির্ম্মিত এবং অত্যন্ত দৃঢ়, কিন্তু তাদৃশ কারু কার্য্য  
বিশিষ্ট নহে। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় পাঁচ শত বৎ-  
সর হইবে। যে কুটিরের মধ্যে পরেশনাথ দেবের  
বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছে, তাহা অতি কঠিন প্রস্তর ময়  
স্থূল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং একে পাতা লহ  
তাহাতে আবার একটি মাত্র ক্ষুদ্র বাতায়ন বাতীত  
অন্য কোন আলোক প্রবর্তক গবাক্ষ নাই, সুতরাং  
গৃহ মধ্যে যোর অন্ধকার, দীপ উজ্জ্বলন না করিলে

কছু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়না। ছাদের এক প্রান্ত হইতে একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার আছে তন্মধ্য দিয়া এক অতি বক্ষ সোপান যোগে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহ তলে এবং অলিন্দে পূর্বকালীয় রোপা মৃদ্রা অব্যবহিত রূপে বিকিণ্ড ও দৃঢ় রূপে সংলগ্ন আছে। দেবমূর্তি খানি বেল। পাথরে নির্মিত এবং এমন কৌশল পূর্বক সংস্থাপিত যে তাহা কিছুতে সংলগ্ন প্রকার সহসা বোধ করিতে পারা যায়না। ঠাকুরের নাম আন্ত্রিক পরেশ নাথ। জৈন শাস্ত্র মতে ইহার উপাখ্যান বর্ণনা করি। জৈনরা বলে যে রাবণ খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসেরাও জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল। পৌরাণিক উপন্যাস হইতে সত্য মিথ্যা নির্বাচন ও নির্ণয় করা অতি দুষ্কর। পরন্তু তদ্রূপ আরোপ করিবার তাৎপর্য্য এমনও হইতে পারে যে স্ব স্ব ধর্মের অতি সাধারণের ভক্তি বর্জনার্থে তাহাতে পৌরাণিকত্ব ও ব্যাপ্ত প্রদান করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে, এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয় অবলীলাক্রমে বথেষ্টরূপে ও আবশ্যক মতে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এমন স্থলে উহাদিগকে জৈন বলিয়া নির্দেশ করা বিচিত্র নহে। প্রথিত আছে খরদূষণ একদা গোদাবরী নদীতে অবগাহন করিতে

গিয়া ছিল। তাহার উপাস্য দেবতার প্রতিমা লইয়া যাইতে বিন্মৃত হয়। সুতরাং স্নানান্তে নদা তারঙ্গ বালুকা হইতে তদানিস্তন ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর পরেশ নাথের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করে। প্রতিমায় দেবাধিষ্ঠান হওয়ায় তাহা প্রস্তর রূপে পরিণত হয়। তদবধি ঐ ঠাকুর লক্ষ লক্ষ বৎসর স্মৃতিকা মধ্যে নিহিত ছিলেন। অনন্তর প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এলিচপুরাধিপতি তক্তিমান রাজা অলকানন্দের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন। অলকানন্দ পরেশ নাথকে উত্তোলন করিয়া রাজ পুরে লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু এই স্থানে আসিয়া নিষ্ঠাচারের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় ঠাকুর রুট হইয়া আর গেলেন না, এই স্থানেই অবস্থিত হইলেন। ভূপতি অগত্যা এই স্থানেই মন্দির নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরেশ নাথ তাহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া এক বণিকের নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন। ঐ বণিক এই বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া ঠাকুর স্থাপনা করিয়াছিল। রাজার কৃত মন্দিরও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাহা অপেক্ষাকৃত চারু দর্শন ও আড়ম্বর যুক্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই এবং সম্ভার্য্যভাবে ভগ্ন দশায় পতিত

হইয়াছে। পূর্বকালে সংসারে এতাদৃশ পাপের আধিক্য না থাকায়, দেব মাহাত্ম্যের নূনতা ছিল না। তৎকালে এই পরেশ নাথ শূন্যমার্গে এত উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন যে অশারোহী ব্যক্তিরাত্তল দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। এক্ষণে পাপাভিশয্য বশতঃ দেব মহিমা ও হুস হইয়া গিয়াছে তথাপি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও পরেশ নাথ এক অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চে শূন্যমধ্যে আছেন। আমার একান্ত ইচ্ছাছিল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি, কিন্তু কার্গাটী মিতান্ত অপ্রিয়া হইবে এই ভাবিয়া বিরত হইলাম। কলতঃ অনুমান হইল ইহা পৃষ্ঠভাগে কোন স্থানে প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন আছে। পাঠকবর্গ এমন বিবেচনা করিবেন না যে পুস্তলিকাটী লৌহময় এবং চুষকা কষণে উর্দ্ধে সংরক্ষিত আছে, আমরা তদ্বিষয় উত্তম রূপ পরীক্ষা করিয়া নির্ধারণ করিয়াছিলাম।

ঐ দিবস অপরাহ্নে, বয়ে বাগী প্রসিদ্ধ ঐতিহ্য রায় চাঁদ আর দুই তিন জন বণিক প্রবর সমভিব্যাহারে রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের দানশীলতা আমাদিগের নিকট অপ্রকাশ নাই। যে কএক

দিবস এই স্থানে অবস্থিতি করা হইল তাহাতে এই সকল লোকের সহিত আলাপে ও আমোদ প্রমোদে প্রবাগ জনিত নিরুজ্জাস তাব অপনীত হইয়া সুখে কাল যাপন হইল। অনন্তর এই কার্তিক আমরা সেরপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। সেরপুর কলিকাতা হইতে প্রায় সাত্ৰি তিনশত ক্রোশ জীবৎ দক্ষিণাংশ পশ্চিমে অবস্থিত। কিন্তু লৌহ বর্জ্য তির্ঘাগায়ত, সুতরাং আমাদিগকে অল্প ৫৫০ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া এই স্থানে উপনীত হইতে হয়।

আমরা রাকলাগ প্রত্যাগমন করিয়া তদ্বিবসই বয়েগামী গাড়ীতে আরোহণ পূর্বক প্রস্থিত হইলাম। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এতৎ প্রদেশ সমৃদ্ধশালী বা বহুজমাকীর্ণ নহে। সুতরাং স্থানে স্থানে কেবল মৃৎময় কুটীর সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র গ্রাম এবং পাহাড় পর্বত ব্যতীত আর কিছুই নয়ন পথে পতিত হইল না। সন্ধ্যার পর বোন্দোয়ালে পৌছিলাম। বোন্দোয়াল বয়ে রেলওয়ের একটা প্রধান ষ্টেশন কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত তুলনা করিলে অতি যৎসামান্য বোধ হয়।

এ দেশটা একটু যেমন গ্রীহীন, পূর্বে তাহা



ছিল না। মোগল সম্রাট দিগের সময়ে এ দেশের  
অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। জাহা-  
ঙ্গির বাদশাহের রাজত্ব কালে খানদেশে একটি  
শুবা, ও বুখানপুর নগর তাহার রাজধানী ছিল।  
কুমার পাতিজ এখানকার শাসন কর্তা ছিলেন।  
এবং সাজাহান বাদ শাহের সময় যখন আরজবাব  
দক্ষিণদেশের শাসন কর্তা হন, তিনি অরজাবাদ  
নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।  
এই নগরটি তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সিংহাসন  
অধিকার করিয়া ও ইহা ভুলিতে পারেন নাই এবং  
মরণান্তে তাহার পূর্ব আদেশ ক্রমে তদীয় দেহ  
এই স্থানেই সমাহিত হয়। আরজবাদের অনতি  
দূরে দৌলতাবাদ। ইহার পূর্বতন নাম দেবগিরি  
এই নগর বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় দিগের রাজ  
ধানী ছিল। ইহা পাঠান সম্রাট মহম্মদ টেগল-  
কের এতদূশ মনোনিষ্ঠ হইরাছিল, যে তিনি  
স্বীয় রাজধানী দিল্লি হইতে এই স্থানে আনিবার  
জমা বারবার উদ্দ্যোগ করিয়া ছিলেন। আমাদের  
দেশে মুক্ত বোধ ব্যাকরণের কথা প্রায় সব-  
সাধারণেই অবগত আছেন এবং অনেকে তাহার  
রচয়িতা বোপ দেবেরও নাম জ্ঞাত আছেন। কিন্তু  
এই অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ যে কেন

দেশীর তাহা বোধ করি অনেকই জানেন না।  
বোপ দেব এই দেব গিরিতে বাস করিতেন। তিনি  
কেবল এই ব্যাকরণ দ্বারা ই যে প্রকার বুদ্ধিকৌশল  
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নাম চির  
স্মরণীয় হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে  
ভাগবৎ গ্রন্থও তাঁহারই রচিত। গ্রন্থ খানির যে  
রূপ রচনা চাতুৰ্য্য তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও  
বিদ্যা বস্তুর সহিত বিলক্ষণ সঙ্গত বটে।

অমরা অতঃপর প্রকৃত মহারাষ্ট্র রাজ্যে  
প্রবিষ্ট হইয়াছি। প্রসিদ্ধ ভূপতি শালবাহন এক  
কালে এই দেশের অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমান  
সম্রাট দিগের রাজত্ব কালে মহারাষ্ট্র দেশ তাহা-  
দের সম্রাজ্য সম্বুক্ত হয়। তদনন্তর শিবজি কর্তৃক  
ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পুনঃ স্থাপিত হয়। ক্রমে  
ক্রমে পিসরা দিগের অধীনে ইহা অতিশয় বিক্রা-  
ন্ত হইয়া উঠে; এবং ইহা উপদ্রবে তাবৎ ভারত  
ভূমি ষৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া ছিল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এবং এক  
কালে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখানে  
তাহা এমনই বিলুপ্ত হইয়াছে যে কোথাও কোন  
• চিহ্ন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া দুর্ঘট। এখান  
হইতে বৌদ্ধধর্ম চিন ভাতার ব্রহ্মদেশ প্যাম

প্রভৃতি যে সকল দেশে ব্যাপ্ত হয়, তথা তাহা  
বিলক্ষণ রূপে প্রচলিত আছে। এবং কোটি কোটি  
মুসলমানের ধর্মাবলম্বী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু  
অন্য দেশের দেশে এক্ষণে সাধারণে বৌদ্ধ ধর্মের  
সামান্য পরিচয় পর্য্যন্ত অবগত নহে। মগধ দেশে  
তাহার জন্ম, বৃদ্ধি, এবং পুষ্ট হয়। কিন্তু সেই  
দেশেই গয়া ব্যতীত আর কুত্রাপি তাহার চিহ্ন  
লক্ষিত হওয়া দুর্লভ। পরন্তু মহারাষ্ট্রে ভূরি ভূরি  
কীর্তি বিদ্যমান আছে যদ্বারা কেবল বৌদ্ধ ধর্মের  
নহে, তৎ কালীন ভারত বর্ষের দিগের শিষ্য  
নৈপুণ্য ধর্মবিষয়ক উৎসাহ সত্ততা অধাবসার  
প্রভৃতি বহুবিধ সত্ত্বের এমন পর্য্যন্ত পাওয়া  
যায়। এছাড়া অলঙ্কার এবং ন্যাসিক ইত্যাদি স্থানে  
অতি অদ্ভুত কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষীভূত হয়। এমন  
যে পাষণ্ড ময় পর্বত তাহা উৎকর্ণ করিয়া অতি  
পরি পাতি গৃহ মন্দিরাদি বহুলিখিত রূপে নির্মিত  
হইয়াছে।

বোম্বাইয়াল স্টেশনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি  
করিয়া বাঙ্গালী যান ধাবিত হইল। তাবৎ রাত্রি  
ভ্রমণ করিয়া ন্যাসিক রোড স্টেশনে প্রভাত হইল।  
এখান হইতে অনতিদূরে ন্যাসিক নগর। তথা  
গোদাবরী তীরে পঞ্চাবতী। রামচন্দ্র এই স্থানে

তদীয় বনবাসের সময় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং তথা সুপ্নাখার নিগ্রহ ও রাবণ কর্তৃক মীত হরণ হইয়াছিল।

ন্যাসিক রোড পরিত্যাগ করিয়া আমরা ইতঃ পুরা উপনীত হইলাম। তখন দিবাকর কিয়দূর উন্নত হইয়াছেন। এই স্থান হইতে ঘাট পর্বত আরম্ভ হইয়াছে। ইতঃ পুরা গিরিতলে সংস্থিত এবং ইহার দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। সমুদায় বয়ে রেলওয়ের যে ভাগটি এই ঘাট পর্বতের মধ্যে পাড়িয়াছে তাহাই সর্বাঙ্গাৎ অদ্ভুত চমৎকার এবং রমণীয়। বাম্পীয়ান যেমন এক একাণ্ড অজাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আমরা সমভূমি হইতে গিরি পৃষ্ঠে আরোহণ করলাম। বোধ হইল বুঝি বাম্পীয়ান সে কালের পুষ্পক রথের ন্যায় আকাশ পথেই চলিয়া যায়। অনন্তর আমরা ভূধর শিখর সকলের পরম শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। নতোন্নত তাবৎ স্থানই না না জাতীয় পাদপ সমূহে সমারত থাকায় এক অভেদ তাব মনোহর হরিৎ বর্ণ বিলোকনে নয়ন যুগল পরম প্রীত

হইল। এক এক বার বিমান মন্ডীর কন্দরের পাখী  
 দেশ দিয়া যাইতে লাগিল। তখন অধোদৃষ্টি  
 করিলে অস্বঃকরণ আতলে চমকিত হইতে থাকে।  
 জামালপুরের সন্নিধানে বাদুশ একটি পর্বত  
 সুড়ঙ্গ নিখাত হইয়াছে, এখানে তদপেক্ষা বৃহত্তর  
 শতরুটী সুড়ঙ্গ আছে। কোন কোনটি পার হইতে  
 আর তিন চারি মিনিট সময় লাগিল। যখন গাড়ী  
 সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল তখন কি  
 অন্ধকারই হইল। কিছু মাত্র দৃষ্ট হইল না। দর্শ-  
 নেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অন্ধের ম্যায় থাকিতে  
 হইল। বাদুশ নিবিড় অন্ধকার কখন কুতূপি  
 প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। যাহারউক শুভ্রকান্তি  
 লোকেয়া ধন্য। তাঁহার। বিদ্যার কতই আলোচনা  
 ও বুদ্ধির কতই মার্জনা করিয়াছেন। কেবল শরী-  
 রকে বহন করিয়া যে গিরিপুঞ্জ অতিক্রম করা  
 একান্ত দুঃকর যেতাস্তু লোকেয়া সেই নগরাজিকে  
 বথেক্ষাপূর্বক বিদীর্ণ ও নিখাত করিয়া সহস্র  
 সহস্র মন তার বাহী শকট শ্রেণী গমনের অভি  
 সহস্র এবং প্রশস্ত বস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা পার্বত্য শোভা নিরীক্ষণ করিতে  
 করিতে ক্রমে ষাট পার হইয়া সমভূমিতে অবতীর্ণ  
 হইলাম। কথিত আছে পূর্বকালে এই প্রদেশ

পরশু রাম সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন এই নিমিত্ত ইহা পরশুরামক্ষেত্র নামে অভিহিত ছিল। অধুনাতন ইহা কঙ্কম নামে উক্ত হইয়া থাকে। আমরা পরশুরাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম। কিন্তু যে, পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজধানী মহানগরীতে যাই-তেছি তদ্রূপ কোন লক্ষণ বিনোদিত হইল না। কেবল শিলার জলাভূমি ব্যতীত আর কিছুই নেত্রগোচর হইল না। বোধ হইল বুঝি কেবল বিজন সাগর নীরে অবগাহন করিবার উদ্দেশেই যাইতেছি। কল্যাণী ও টাণা নামক দুইটি মনুষ্য বাসস্থান দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহা নগর আখ্যা-ভিধানের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। পরন্তু সৌরাস্ত্র ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে পূর্বকালে কল্যাণী একটি বিক্রান্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। উল্লিখিত আছে যে তথা ভুবড় সোলঙ্কী নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং সৌরাস্ত্রের উত্তর পঞ্চাশের পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কল্যাণী যে এই স্থান তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাও নির্দিষ্ট আছে যে সেই নগর ইদানীন্তন দৌলতাবাদ নগরের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।

অনন্তর প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া পরে হুই একটি নারিকেল বাগান ও বাজলা দেখা গেল। তখনই জানিতে পারিলাম যে আমরা বম্বের উপনগরীতে আসিয়াছি। পরে বেলা এক টার সময় বাঙ্গীয়মান বাই কালা ঘেসনে আগত হইল। তথা আমরা সকলে অবতরণ পূর্বক বণিক-বর নরসিং নাথার উদ্যান বাটীতে গৃহীত হইলাম (১২ই কার্তিক শুক্রবার)।

তদ্বিস বিজ্ঞান করিয়া পরদিন নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। প্রশস্ত রাজবল্লভ প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম যে এখানে অশ্বখানের মধ্যে বগী গাড়ির চলনই অধিক। কলিকাতায় যে তাদৃশ ছকোরের প্রাদুর্ভাব এখানে তাহার অস্তিত্বই নাই। ছকোরের পরিবর্তে বলীবর্দ্ধ উৎকৃষ্ট শকট ব্যবহৃত হয়। কিটনের ও বিলকণ চলন আছে আর এক প্রকার অম্নিবাশ নামক বৃহৎ গাড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে অম্নিবাশ গাড়ির বিবরণ অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকিবেন কিন্তু সকলে দেখেন নাই। ইহা এক প্রকাণ্ড গাড়ী, তাহার ভিত্তবে ও উপরে উভয় স্থানেই বসিবার আসন আছে; এবং সমস্তাৎ ত্রিংশাধিক লোক বসিতে পারে। ইহা প্রধান প্রধান চক, ভূগৃহ চতুষ্পাশ্বতে

দাড়াইয়া আরোহী সংগ্রহ ও উত্তারণ পূর্বক  
 গমনাগমন করে। আমাদের হুক্কোড়বরা অম্নি-  
 বাসের কার্য সাধিত হয়, কিন্তু হুক্কোড় তাদৃশ  
 সুখ জনক বা সুলভ নহে। পরন্তু অনেক বিধানে  
 হুক্কোড় অধিকতর সুবিধা জনক, যথা ইহা  
 যথেষ্টা নয়নীঃ এবং স্বপ্ন বরী সাধ্য অথচ ইহা-  
 তে অনেক স্বাধীনতা আছে। এক হানেই এই  
 দুই প্রকার গাড়িই চলা চুকর। কলিকাতায়  
 অম্নিবাস প্রবর্তিত করিলে, বোধ কার উত্তম  
 রূপে চলে না। কলিকাতার সাধারণ ভাড়াটিয়া  
 অশ্বযান অপেক্ষা বস্ত্রের গুলি অপেক্ষাকৃত উৎ-  
 কৃষ্ট, কিন্তু তাহাতে বস্ত্রের বিশেষ গৌরব বর্জিত  
 হয় নাই, কারণ তব্বারা কেবল বস্ত্র বাসীদিগের  
 অনুকরণ বৃত্তিরই আধিক্য দেখা যাইতেছে। অধি-  
 কন্তু বগী গাড়ির মধ্যে বসিতেই স্বপ্না বোধ হয়,  
 বেহেতুক অশ্ব চালকও আরোহীর সহিত একাসনে  
 উপবেশন করে। গাড়ির সংখ্যাও তাদৃশ অধিক  
 নহে। কলিকাতায় যেমন বেলা দশটির সময়  
 এবং বৈকালে অস্ত্র গাড়ির গমনাগমনে নয়ন  
 নিম্পন্দন দৃশ্য এবং প্রতি শুভ্রন শব্দ সমুদ্ভূত হয়,  
 এখানে তাহার কিছুই দৃষ্ট হইল না।  
 • নগরের মধ্যে যে দিকে গমন করি আর সেই



দিকই কেবল বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিদেশীয় লোকে কেবল বাণিজ্য করণাতিথ্যেরে এই স্থানে সমাগত হইয়াছে। বার্ষিক আদৌ তাহাই বটে। ঐশ্বর্য্য শালী স্থানী অধিবাসী সমাকীর্ণ নগরের যাদৃশ শোভা তদ্রূপ কোথাও দৃষ্ট হইল না। নগরের তদৃশ শৃঙ্খলাও নাই। পুানী, দক্ষিণী, গুজরানী মাড়বারি জব্বি বিলাতী সকল লোকেই সম্মিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। এই প্রকার বাবস্থা অনেক বিষয়ে স্তম্ভ জনক ও উন্নতি বাঞ্ছক বটে কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল।

আমরা প্রথমতঃ কিল্লাতিমুখে চলিলাম। ঐ স্থানে প্রধান প্রধান বাণিজ্য নিলয় এবং কলিকতার ধরণে নিৰ্ম্মিত চারি পাচটি অতিনব অট্টালিকা আছে। তথা পূর্বে একটি দুর্গ ছিল। কিন্তু তাহা ভগ্ন করিয়া তৎস্থানে গৃহাদি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার মধ্যে যেমন লাল দীঘী প্রভৃতি স্থান বস্তুর মধ্যে ইহাও তদ্রূপ। পরন্তু লালদীঘী চকের সহিত ইহা কোন প্রকারেই তুল্য হইবার যোগ্য নহে। লালদীঘীর যে শোভা তাহার একাংশও লক্ষিত হইল না। আর্মেনিয়ান গির্জার সমীপবর্তী স্থানটি বক্রপ, ইহা ততুল্য

হইলেও হইতে পারে, তবে বিশেষ এই যে আর্মেনিয়ান গিরজার পাশ্বেই বহু অতিশয় সজ্জীন এখানকার রাজ পথ প্রশস্ত। তদনন্তর আমরা সাগর তীরবর্তী বিস্তৃত পল্লী যোগ জলধি শিল্পাল বিলোকন করিতে করিতে কিয়দূর গমন করিয়া পুনরায় নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। এক্ষণে মাড়বাড়ি বাজারে আসিলাম। ইহা সম্ভ্রাপেক্ষা অধিকতর জনকূর্ণ। এই স্থানে মায়া দেবীর অধিষ্ঠান। কালীঘাটে যেমন কালীর সমারোহ এখানে মায়া দেবীরও প্রায় তদ্রূপই এই দেবীর নাম হইতেই বস্তু নগরের নামা করণ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় লোকেরা নগরের প্রকৃত নাম অপভ্রষ্ট করিয়া বস্তু রূপে আখ্যাত করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক ইহার নাম বুধাই, এবং এই নামই দেশীয় লোকদ্বারা উক্ত হয়। মাড়বারি পরিত্যাগ করিয়া আমরা মহা লক্ষ্মীর মন্দির দর্শন করিতে চলিলাম। ইহা শিলাময় সিন্ধু পুলিনে প্রতিষ্ঠিত। সাগরোচ্ছাস নিরন্তর তীরে প্রাতিঘাত হওয়ায় অবিরত গভীর নিম্ন সমুৎপাদিত হইতেছে, তদ্বারা নিরন্তর "দেবীর উৎসব বাদ্য সমাধাহইতেছে। এখানে তিনুক মণ্ডলীর মধ্যে দুই এক জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীও দৃষ্টিগোচর

হইল। মহালক্ষ্মী স্থান হইতে মহা বালেশ্বর ও  
 মালবার উপগিরি দর্শন করিতে প্রস্থিত হইলাম।  
 এখানে বড় বড় সার্কেব ও ধনাঢ্য বণিক দিগের  
 আবাস গৃহ এবং বিলাস ভবন নির্মিত আছে। এই  
 স্থানটী অতি রমণীয় এবং ইহার দৃশ্য অতি চমৎ-  
 কার। একদিকে অদৃশ্য প্রতিকূল অর্ণবনীর নিবিড়  
 নীল প্রভা বিস্তার করিয়া নয়ন রঞ্জন করিতেছে।  
 অপর দিকে অব্যবহিত পরেই বিবিধ রাগ রঞ্জিত  
 কাচ কার্য্য প্রধান উন্নত সৌধ বাজি ক্রমশঃ গিরি  
 পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত শোভিত থাকায় এক নয়ন মনোহর  
 পরম প্রীতিকর চাক্ষু দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। এই  
 স্থানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিয়া দিবাবসান কালে  
 বাইকোলা প্রত্যাবর্তন করিলাম। কলিকাতার যাদৃশ  
 চৌরাদী, বস্ত্রের পক্ষে বাইকোলাও তাদৃশ বালিলে  
 বলা যায়। কলিকাতার সহিত বস্ত্রের সাদৃশ্য করা  
 সর্বতোভাবে সুসঙ্গত হয় না, যেহেতুক নগর  
 দুইটী এক ভাবাপন্ন নহে। একটী সমগ্র ভারত  
 ভূমির রাজধানী এবং এক বিত্তবশালী জন পদের  
 উরোদেশে সংস্থাপিত; অপরটী পশ্চতময় অরু  
 দেশের প্রান্তে অর্ণব কূলে দীপের মধ্যে অবস্থান-  
 পিত্ত বাহাহট্টক কলকগুলি বিধানে বসে কলিকাতা  
 অপেক্ষা প্রেত। প্রথমতঃ দীর্ঘ প্রেত এবং

উর্ধ্বে, এই তিন প্রকারেই বড়। উর্ধ্বে, ও বড়, এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে বয়ে মগরীতে অধিকাংশ গৃহই তুর্ভল এবং চতুর্ভল, কলিকাতায় তুর্ভল নাই। বয়ের মধ্যে লোক সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অধিক। দ্বিতীয়তঃ ইহা সমুদ্রতীরে অধিষ্ঠিত আর টহার তলভূমি শিলাময়। তৃতীয়তঃ ইহার জল বায়ু উৎকৃষ্টতর। চতুর্থতঃ ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ইহার রথ্যা গুলিও বিলক্ষণ প্রশস্ত। বয়ের মধ্যে কুত্রাপি নাগা রোধ করিয়া গমন করিতে হয়না। কলিকাতার বাঙ্গালি টোলার যেমন নাকার জনক পুতি গন্ধে অন্নপ্রাণের ভুক্ত তণ্ডুলও উদগীর্ণ হইয়া যায়, এখানে কোথাও তুর্ভল হয়না। পরন্তু এতাদৃশ উৎকর্ষ ও সুবিধা থাকিলেও, বয়ে কোন ক্রমেই কলিকাতার সমতুল্য হইতে পারেনা, কোথায় বয়ে যেন কেবল বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর কোথায় কলিকাতা সর্ব্বদা সুন্দর রাজপুর। কলিকাতার প্রাসাদ জেনী অবলোকন করিলে কৃষ্ণ বর্ণ মানুষের মতন সর্পি ক বিবেচনা করা অবশ্য উচিত, কিন্তু বয়ের খাপর্য্য-ব্যয় ছাদ এবং সর্পি কুটির বিশিষ্ট উচ্চ গৃহ সকল ঘোঁষে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াও আশ্চর্য্যের সৌন্দর্য্য

অমায়। আর বনে বাবীদিগের ভাপত্য। শিঙ্গ রস  
 শুধু কাচ কার্যেই যথেষ্ট। তাহারা বৃক্ষ মনে করে  
 কতক ওলা শাবী লাগাইতে পারিলেই অটালিকা  
 সোঁতব বৃক্ষ হয়। কিন্তু কাচই দিউক আর বাহাই  
 কতক আপরাতেই সকল গৌরব নষ্ট করি-  
 রাচ্ছে। আমাদেব দেশে বক্রপ বড় বৃষ্টি হইয়া  
 থাকে, ববে অঞ্চলে তক্রপ হইলে বেধ করি এই  
 নগরকে প্রতি বৎসর আদ্যন্ত নূতনরূপে নির্মাণ  
 করিতে হয়। সমগ্র নগরের মধ্যে কেবল অভিনব  
 মার্কেট বাটীই দৃষ্টব্য।

অতঃপর সিদ্ধাচল আমাদিগের গন্তব্য স্থান।  
 কথিত আছে এই পর্বতে পূর্বকালে জৈন দিগের  
 আদি তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন  
 তন্নিমিত্ত তাহা শত্রুঞ্জয় অথবা সিদ্ধাথির নামে  
 প্রসিদ্ধ। জৈন লোকে এই পর্বতকে অত্যন্ত ভক্তি  
 করে, এবং তদর্শন, আরোহণ এবং পরিভ্রম  
 করাকে মর্যপাপ ক্ষয় কারী মহাকলোপধারী জ্ঞান  
 করে। এই গিরি বর্ষানে পাপ রূপ শত্রুকে জয় করা  
 যায়, এইদর্শে ইহা শত্রুঞ্জয় নামে অভিহিত হই-  
 রাছে। ইহা গৌরাঙ্গ উপনীতে থাকায় অধুনাতন  
 নাম ভাটিয়ায়, সেই দেশে পালিতালা নামক ক্ষুদ্র  
 নগরের পাশে অবস্থিত। বনে হইতে দুই পথে এই

স্থানে যাওয়া যায়, যথা স্থল পথে বাম্পীয় যান যোগে সুরাট অথবা আমেরদাদ নগর হইয়া, এবং দ্বিতীয়তঃ একেবারে জলপথে অর্নব যান যোগে ঘোষা কিংবা ভাউ নগর বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট ক্রোশ দশ বার স্থল মিমানে যোগে গমন করি লেই হয়। শোষোক্ত পন্থানটীই মনোনিীত হইল। যে হেতুক তাহা অপেক্ষা কৃত স্বজু ও অস্পায়স সম্ভব; এবং সংযাত্রী কোতুহল ও তাহাই অনুমো দিত করিল। তদনুসারে ; সার বাটল ফিয়ুর নাম ক এক বৃহত বাম্পীয় পোত নিযুক্ত করা হইল।

রায়বাহাদুর বঙ্গে নগরে এই রূপ ঘোষণা করি যা দিয়াছিলেন, যে তদীর ধর্ম্মাক্রান্ত যত লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে সিদ্ধ গিরি দর্শন করিতে যা ইতে ইচ্ছুক তৎ সমুদায়কে তিনি আপন ব্যয়ে তথা লইয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া আর এক সহস্র লোক প্রার্থী হইল। ঐ অর্নবতবীর মধ্যে তত্তাবৎ লোকের স্বচ্ছন্দতা পূর্বক সমাবেশ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং অধিকাংশ যাত্রী বাম্পীয় যান যোগে প্রেরিত হইল। তথাপি রায়বাহাদুরের স্বজন অনুচর বর্গ এবং অবশিষ্ট যাত্রী চারি শতাধিক লোক থাকিল পরন্তু তরনীখানিও একান্ত। অর্নব উবেশনের পক্ষে ইহাদের কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিলনা।

১৮ ই কাষ্ঠিক মাসে হইতে আশ্বিন মাসের দিন  
 ছিল হইল। আমরা সকলে বেলা ত্রিশের সময়  
 পোতাশ্রিতানে সমাগত হইলাম। সম্মুখে এবং  
 দুইপাশে সাগরোপ কুল যতদূর দৃষ্টিগোচর হইল  
 দেখিলাম যে তত্তাবৎ ভাগই বিবিধ পোতাশ্রিত  
 তে ভূষিত হইয়া রহিয়াছে। তৎকালীন মতোম-  
 গুল নির্মল ও নির্কাত থাকায় গন্ধ সলিল সমস্ত  
 ভাবে ভর ভর করিতেছিল, এবং পূর্ণজ্যোতিঃ  
 প্রসারের অশ্রুহটা প্রতিকলিত হওয়ার অতি-  
 শয় চাকচিক্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। তত্পরি  
 ঐ সকল পোতাশ্রিতা উদ্ভাবিত থাকায় দেখিতে  
 অতি চমৎকার ও মনোরম হইয়াছিল। বন্দর ঘাট  
 হইতে কিয়ৎদূর সঞ্জন দিকে দীপ বাজিকা দৃষ্টি  
 গোচর হইল। দীপ বাজিকা কি, এবং ইহা কি  
 উদ্দেশ্যে কোথায় স্থাপিত হয় তাহা নিয়ে বোধ  
 করি কেহ কেহ অনভিজ্ঞ থাকিতে পারেন। ইহা  
 একটি অত্যন্ত গন্ধ, তত্পরি এক প্রথর প্রতা  
 বিশিষ্ট আলোক প্রজ্জ্বলিত করা হয়। ইহা  
 পোতাশ্রিতানে, নদীর সাগর সময়ে, এবং জল  
 গরম হইলে স্থাপিত হয়। তাহার তাৎপর্য এই  
 যে, নদী বা সাগর জলে নাবিকেরা ঐ সকল  
 দীপ স্থাপন করিয়া পথের সীমা ও পোতাশ্রিতা

ইতে পারে। দীপ বাটীকা জাহাজ হাটেন, নির্মিত  
খাকার, নাব্য কাঁচা অতি সুগন্ধ ও নিরাপদ হইয়া-  
ছে। এতদ্বারা সাগর পথও স্থল পথের ন্যায়  
পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অর্ধবর্ষিকাল-বালুকা-  
পুলিন প্রভৃতি ব্যবহার বিপদজনক স্থানে পোত  
ভগ্ন ও জলমগ্ন হইবার বিষটন সম্ভবনা আর  
নিরাশ্রুত হইয়াছে।

বয়ে বন্দর অতি প্রশস্ত। ইহার উত্তর পশ্চিম  
দিকে বয়ে দীপ এবং দক্ষিণ দিকে কতকগুলি  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ আছে, তন্মধ্যে লিকার্টা সর্বো-  
পেক্ষা প্রশস্ত। এই দীপের মধ্যে শৈল নিখাত  
করিয়া অতি পরিপাটী এবং সুদৃশ্য রূপে নানা  
প্রকার মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। তৎ সমুদায়  
বৌদ্ধ দিগের কৃত ভারতবর্ষে উৎ কৌরব বিদ্যার  
যে কীদৃশ উন্নতি হইয়াছিল, তদ্বারা তাহার বিল  
ক্ষণ পরিচয় পাওয়া বাটতেছে। সেই সমস্ত প্রতি-  
মূর্ত্তি গুলি এমন সুচারু রূপে খোদিত যে তাহার  
মধ্যে অনেকগুলি দূর হইতে দেখিলে জীবৎমান  
বলিয়া ভ্রম হয়। বয়ে বন্দরে, পোত সকলের  
আগমন নিগম পথ নিশ্চয়ত কোণ দিয়া।

সমস্তিয়ারাহারী বাজী ও উচ্চমানি পোত  
প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ বন্দর ঘাটে



অবস্থিতি করিতে হইল। তখন চতুশ্চাষ হইয়া কৃত্রিম ও নৈসর্গিক বাণ্যার সমস্ত বিলোকন করিতে করিতে অন্তঃকরণে যে কীদৃশ চিন্তা ও ভাবের উদয় হইল তাহা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। এক এক বার মনে হইতে লাগিল যে পুরাণ মধ্যে কবি গণ যাহাকে রত্নাকর এবং দধি ক্ষীর লবণ প্রভৃতির নিধান বলিয়া নানা অন্তুত উপাখ্যানে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমুদ্র তো সম্মুখে বিদ্যমান দেখিতেছি, ওহ। ভাগ্যে ইংরেজ মনুষ্য এবং ইংরেজা বিদ্যা ও সভ্যতা বাপ্ত হইয়াছে, তাই জামায়েতের জ্ঞান চক্ষুঃ কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হইয়া কতক কতক দর্শন শক্তি জন্মিয়াছে, নচেৎ আমরা কি গণ্ড গবাই থাকিতাম। বাসুকি সপ ও বিজ্ঞান পাইয়াছে, নচেৎ তাহাকে অদ্যাপিও এই সমস্ত দীপা দধি ক্ষীর সাগর বেষ্টিতা পৃথিবীকে বহন করিতে হইত। এই বিষয় আন্দোলিত হওয়ায় একটা বড় কৌতুক ঘনক কথা মনে হইল। একদা কোন গুলিখোর গুলির দোকানে বলিয়া গুলি খাইতেছিল এমন সময়ে ভূমিকম্প হওয়ায় চমকিত হইল। নেশার আবেশে অন্য একজন গুলিখোরকে বলিল তাই হেলে পিলা নিয়ে সাটেলর মাথার বান, বড় শকটেই থাকিতে হয়। কি জানি কোন

সময় বেটা ফেলিয়া দিবে, তখন সর্বমুখ হইয়া  
যাবে।

বাঁহী হটক এই প্রকার মা না রপের ভাবনায়  
অন্যায় মোহ জন্মিল। আমি এক প্রকার কাহাজন  
শূন্য হইয়া আপন খেরালেতেই মত্ত থাকিলাম।  
অনন্তর এক খানি নৌকা আরোহণ পূর্বক পোতা-  
তি মুখে চলিলাম। বাম্পীয় তরঙ্গী খানি তট হই-  
তে প্রায় অর্ধকোশ অন্তরে নদর বন্ধ হিঁশ।  
নৌকা যোগে যাইতে যাইতে দেখিলাম যেমন  
নতো মণ্ডলে নকর পুঞ্জ বিক্ষিপ্ত আছে, তরুণ  
বন্দর মধ্যে পোত সকল দৃশ্য মান হইতেছে।  
ক্রমে পোত সন্নিধানে উপনীত হইলাম। ইহা  
অতি প্রকাণ্ড এবং উচ্চ অধিরোহণী যোগে  
উপরে আরোহণ করিলাম। পোত খানি সুস-  
জ্জিত ইহার কলটী বিনল এবং ঘিকুও সমবিত।  
ইহার অধস্তন ভাগে কল, তরুপরি সম্বাহলে  
দ্রব্যাগার, তাহার উপর ভলে প্রথম ও দ্বিতীয়  
শ্রেণীর কুর্দীর, আর অবশিষ্ট ভাগ তৃতীয় শ্রেণী  
তাহার উপর ভলও পান্থাধিকরণ। এই ভলের  
পক্ষাৎ ভাগে কর্ণধার কর্ণাবর্তক বারিণ করিয়া  
থাকে। এবং পুরোভাগে বাজা ঘণের অধিষ্ঠান।  
ইহাতে বিসর্জন বস্ত্র সংস্থাপিত আছে এবং

পোতাধিকারী প্রভৃতি নারকগণ দুর্বীক্ষণ সংযো-  
জনা শুরুর পর যথাপথে পোতা চালিত করে। এই  
ভালের উপর পোতের ছাদ। ছাদ অভিনয় ঘন  
জলাধারের কান্‌ভাস দ্বারা মণ্ডিত। ভদ্রপরি  
গুণ বন্ধ গুলি উন্নত হইয়া রহিয়াছে।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় বন্দর নারক  
পোতা চলাইয়া দিল। বন্দর মধ্য দিয়া যাইতে  
যাইতে একখানি বিশাল রণ তরি দৃষ্টি গোচর  
হইল। দূর হইতে বোধ হইতেছিল যেন একটা  
প্রকাণ্ড যেত শৈল সাগর গাত হইতে উন্নত হইয়া  
রহিয়াছে। যখন সমীপবর্তী হইলাম, তখন দেখি  
যে উহা এক বৃহৎ অর্ণবযান। তোপ সমিবেশ  
হিত্র গুলি ও উত্তরকপ দৃষ্ট হইল। রণতরি এক-  
জি ডান মান্‌দুর্গ বন্ধ।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে বাম্পীর পোতা বন্দর  
হইতে নিষ্কৃত হইয়া আরব্য সাগরে প্রবেশ  
করিল। তখন বন্দর নারক প্রত্যাবর্তন করিল,  
এক পোতাধিকারী উত্তর মুখে পোতা চালাইয়া  
দিল। কাটি বাড় বেশে যাওয়া আশ্রমের উদ্দেশ্যে,  
মুতায় উপকূল হইতে দূর দিয়া পোতা চালনের  
আয়োজন ছিল না, অতএব এক এক বার যখন ভিন্ন  
সমুদ্র হইতে সাগর, তখন একবল মিলি বন বাতী-

ত আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন উর্ধ্ব দৃষ্টি করিয়া দেখি; নীল প্রভ নভঃচক্ৰাতপ গোলাক্ক সন্দর্পরূপে অঙ্কন করিয়া রহিয়াছে। এবং তন্তলে অকূল সিদ্ধ সাজল নিবিড় নীলি দ্বার রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে অঙ্কন করণে যে কি চমৎকার ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

কিন্তু ক্ষণ পরে এক জন নাবিক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি কেমন আছেন। আমি তাহার তাদৃশ আগন্তুক উদ্ভূত প্রশ্নে একান্ত বিরক্ত হইতে হইতে যুগপৎ স্মরণ হইল যে অনভ্যাস্ত ব্যক্তি দিগের নৃতন সংযাত্রা এক প্রকার সামুদ্রিক পীড়া হয়, এবং নাবিক তদুপলক্ষেই আমাকে ঐ কথা প্রশ্ন করিয়াছে। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম যে অনেকের ভয়ানক বমন হইতেছে। কেহ কেহ ত সম্বন্ধন একবারে নিজীব হইয়া পড়িল। এক এক বার আমাদিগের শরীরও এমন হইল যে-বান হয় আর কি। পরন্তু সেই সময় কিছু সাবধান হওয়ার এবং দণ্ডারমান হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ না করিয়া নিশ্চল ভাবে কাবিনের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকায় সেই অসুস্থাবস্থার উপশম হইল।

অন্যত্র একটু বেগমান বায়ু উৎখিত হইল। এপ-  
 ব্যস্ত পবন সঞ্চার অতি মৃদু ছিল, এবং যে সামান্য  
 হিলোল উঠিতেছিল তাহা আমরা বিশেষ অনুভব  
 করিতে পারি নাই। কিন্তু এক্ষণে হয় সাত হাত  
 উচ্চ হইয়া তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তদ্বারা  
 অর্ণবতারি এমনই ছলিতে থাকিল, যে নিরবলয়ন  
 হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারা গেল না।  
 তদ্বর্শনে কোন কোন, বাঙ্গালীর আতঙ্ক উপস্থিত  
 হইল। যদি সেই অবস্থায় বাঙ্গালীরা একাকী প-  
 তিত হয় এবং চতুর্দিকস্থ অপরাপর লোককে তরুণ  
 অমা বিষ্ঠা ও নিশ্চিহ্ন দেখিতে না পায়, তাহা হইলে  
 তাহারা আসন্ন কাল বিবেচনার স্ব স্ব ইচ্ছা দেবতার  
 নাম গ্রহণ অথবা আপন আপন অপত্য কলত্রা  
 দির স্মৃতিবলোকনে জন্মের মতন বঞ্চিত হইল  
 তারিরা। হাহাকারে, আর্তনাদ করে। কিন্তু পশ্চিম  
~~দেশের~~ স্ত্রী পুরুষ গণ কিছু, মাত্র শঙ্কিত, উদ্ভিন্ন বা  
 চঞ্চল হয় নাই। তাহারা পূর্বমত স্বচ্ছন্দে আনন্দ  
 আনন্দ করিতে ছিল। আমাদের বঙ্গ দেশের  
 মাটির ঘুমের গুণ এমন আর কুত্রাপি নাই।  
 বঙ্গদেশে সকলই তরলক এবং বিশরীত, তথা  
 অল বায়ু প্রকৃতি নৈসর্গিক অবস্থা। সমুদায়ও  
 বেকম বিস্তার, তেমনই দেশাচার গুলিও চূড়ান্তরূপে

চমৎকার। ভারতবর্ষের [তাবৎ ভাগেই একই হিন্দু ধর্ম চলিত, কিন্তু বঙ্গদেশে তাহার যত শাখা প্রশাখা এবং তৎসম্বন্ধিত যত কুসংস্কারকপ বিষময় কল উৎপন্ন হইয়াছে, তত অন্য কোম প্রদেশেই হয় নাই। মহারাষ্ট্র, মৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে হিন্দু ধর্ম বিলক্ষণ প্রবল, কিন্তু তথা তাদৃশ উন্নতি বাধক কুসংস্কার আর একটী ও নাই। আমাদের দেশে যেমন সমুদ্রগমনে এবং বর্ষন সংস্কৃতি পোতে আইরা দি করিলে সমাজচ্যুত এবং জাতিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; প্রেক্ষা দেশে তেমন কদাপি নাই। আমাদের দেশে সঙ্ক্ষেপে এই দেশের বিস্তার নর নারী ছিল তাহার। অবলীলাক্রমে পানি ভোজন করিতে লাগিলে কিছু মাত্রাধিবা বা উৎকর্ষ লক্ষিত হইল না। আমি তাহাদের তৎকাল ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। স্ত্রীলোকেরা নিরুৎকর্ষে পুরুষদিগের সংসর্গে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত অবাধে কথোপকথন ও হাস্যালাপ করিতেছে, অথচ কোন প্রকার দুষ্য তাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আহা! আবার আমাদের দেশের দশা দেখ। এখানে অবলীলাক্রমে গণ শাস্তি পুরের স্বচ্ছ বস্ত্র পরিধান পুরুষ লোক পুরে আবদ্ধ আছেন আর যদি প্রয়োজ্য বাহিরে নির্গত হইতে

হয় তবে কাহাঁদিকে যথা যথা আচ্ছাদিত করিয়া  
বস্ত্র রুচ রাখা হয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাঁদৃশ  
উৎপীড়ন কাহা যে কতদূর সুসিদ্ধ হইতেছে তাঁদ্বি-  
য়ে বোধ করি কেহই অনভিজ্ঞ নন।

বাল্মীকি পোতঅনবচ্ছেদে তাবৎ রাজি ধাবমান হই  
য়া পর দিন বেলা এক প্রহরের সময় তাম্র নদী  
র সঙ্গম সম্মুখে উপনীত হইল। ঐ নদীর মুখ বি  
জ্ঞানার্থ তথা একটি দীপ বাটিকা সংস্থাপিত আছে  
আমরা পোত হইতে তাহা উত্তম রূপে দেখিতে পা  
ইলাম। এক্ষণে আমরা থামাৎ খাড়াতে অবস্থিত হই  
য়া ছিলাম। আর কিয়দূর উত্তরাতি মুখে গমন ক  
রিয়া পশ্চিম দিকে কাঠিবাড় কূল নৈত্র গোচর হই  
ল। কিঞ্চিৎ পরে দূর বীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় আ  
মাদের গন্তব্য স্থান সিদ্ধ গিরও দেখিতে পাইলাম

অনন্তর তাবৎ দিবা বাল্মীকি পোত নিরন্তর  
ছড় ছড় শব্দ দ্বারা কর্ণ কুহরকে আঘাত করিতে  
করিতে রাজি এক প্রহরের সময় ঘোড়া বন্দরে  
সংগত হইল। সেই রজনী যোগেই প্রায় সকলে  
তীক্ষ্ণ উত্তীর্ণ হইলেন, কেবল আমরা কএক জন  
পোত মধ্যে রহিলাম এবং অল্প অল্প সৈক্যব সমীর-  
ণের শান্তল হৃদয় পূরন মুখে নিদ্রা  
গেলাম। পরদিন প্রাতঃকালে পোত হইতে নামিয়া

নগর মধ্যে হেঁচী তাইয়ের ধর্মশালায় অবস্থিত করা হইল। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে তথ্য যাত্রী এবং পাথকসিগের অবস্থানের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। প্রায় সর্বত্র ধর্মশালা নির্মিত আছে। আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যাদৃশ অসংপাত্রে দান এবং রুখা আড়ম্বর ও ধুম ধাম দ্বারা বশো বিস্তারের অভিমানাত্মক বাসনায় রত থাকেন, এতদেশীয় লোকেরা নিতান্ত তৃপ্ত নহে। ইহাদের দানশীলতা দ্বারা সমাজের অনেক বাস্তবিক উপকার দর্শে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা যে প্রণালীতে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা প্রকৃত বদান্যতা বলিয়া কখন গণ্য হইতে পারেনা, তাহা অমিতব্যয়িতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে যে কোন ব্যক্তি হয়ত একটা আদ্য করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া বসেন, শেষে অনাচ্ছাদনের নিমিত্ত মহাকষ্ট পাইতে হয়। এ দেশীয় লোকদিগের অর্থাতিশয়া কেবল তাদৃশ রুখা আড়ম্বর যুক্ত কার্যে ব্যয়িত হইয়া। তাহারা এমন সকল কীর্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া যদ্বারা জন সমাজের স্বার্থী মঙ্গল সাধিত হয়। ধর্মশালা নির্মাণ এই সকল অনর্থানের এক উদাহরণ স্থল। অন্যদেশে



কোন বিদেশীয় অথবা অপরিচিত লোক আসিলে তাহাদের অবস্থানের একান্ত অসুবিধা। তখন যদি তাহাদের দোকান থাকে, তবে তন্মধ্যে অবস্থিতি, অথবা কোন গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার, আর এ সমুদায়ের অসমভাবে স্বকমুল আশ্রয় করিতে হয়।

আমরা ২০এ কার্তিক ঘোঘা উপনীত হই। ইহা বয়ে হইতে এক শত ক্রোশ উত্তরে থাওয়াং খাড়ি পশ্চিম কূলে অবস্থিত, এবং কলিকাতার ৫৫০ ক্রোশ পশ্চিম। ইহা ইংরাজ অধিকার সম্ভুক্ত সম্প্রতি তাউ নগর বন্দর প্রবল হওয়ায় ইহা অনেক গ্রীহ ন হইয়াছে। এদেশে স্থল বর্ষা হয়। স্তম্ভিকা অত্যন্ত নীরস এবং মোড়া মাটির ন্যায় লম্বা, এতদ্বিবন্ধন ভয়ানক ধূলা হইয়া থাকে। কি নগরে, কি গ্রামে, অথবা প্রান্তর অন্তর্গত পথে সর্বত্রই অতিশয় ধূলা। যখন শকট যানাদি চলিতে থাকে, তখন অগাধ রেনু রাশি উত্থিত হইয়া দিগন্তমণ্ডল অচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং দৃষ্টি রোধ হইবার উপক্রম হয়।

কাঠিবাড়ের যে অংশে ঘোঘা, সেই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলী লোক নিগের বাস। টোগলখু সাহু সম্রাটের সময়ে এই অংশে পীরম নামে

এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি কতিপয় দিল্লী বাসী বণিকের মহামূল্য পণ্য ভ্রম্য লুট করায় বাদশাহ তচ্ছ বণে ক্রোধান্বিত হইয়া সসৈন্য ঘোষা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। পীরন প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শেষে সমর শায়ী হন। তাহার পতন স্থানে কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত আছে এবং তাহা অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য। তাই নগরাধিপতি যখন ঘোষা আইসেন তখন তিনি প্রথমে পীর-মের মন্দির দর্শন করেন, তবে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

আমরা অপরাহ্নে ঘোষা হইতে প্রস্থান করিলাম। সমস্ত রজনী নিষাদপা শিলাময় ভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়া পরদিন বেলা দ্বিশহর অতীত হইলে পালিত নার উদ্ধরিলাম। পথি মধ্যে এক প্রকার অপূর্ব দৃষ্ট জন্তু নয়ন গোচর হইল : ইহাদের অবয়ব ঐশ্বর্য অশ্বের ন্যায় পুচ্ছ মৃগ পুচ্ছের ন্যায়, এবং গলদেশের অধিভাগে একটি কুঞ্জ আলম্বিত আছে। এই জন্তুর নাম নীলগো, সাধারণে রোস कहিয়া থাকে। ইহারা ভূগজীবী কিন্তু গ্রাম্য নহে; পরন্তু পালিত হইলে অনেক উপকারে আসিতে পারে। একটি কুসংস্কার . এচলিত থাকায়, কেহ ইহাদিগকে পালন করে না।

পালিতানা নগর অতি ক্ষুদ্র এবং একটি সামান্য  
 রাস্তার প্রাধান্য। পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া  
 দেওয়ান, গৃহ, জল প্রায় প্রান্তর, অথবা ইষ্টক  
 নির্মিত বটে কিন্তু গঠন মৌলিক অথবা বাসযোগ্য  
 কিছুমান নাই। রাস্তা প্রাসাদও তদনুকূপই। এ-  
 দেশের গৃহ নির্মাণ সবন্ধে আর একটি কথা বক্তব্য  
 আছে। সিন্দুর এবং ত্রিতল গৃহের অধিরোহণী  
 প্রায় তাবৎই কাঠ নির্মিত। ইহার তাৎপর্য্যও  
 অনার্য্য বোধ গম্য। পূর্বে এতদঞ্চলে অত্যন্ত  
 বসুন্ধর ও অরাজকতা বশতঃ সর্বদাই লুণ্ঠপাট ও  
 দৌরাত্ম্য হইত। এই কারণে কাঠময় সোপান  
 প্রচলিত। যখন শত্রু আক্রমণ করিত তখন  
 সোপান উত্তোলন করিয়া লইলে সহসা এবং  
 সহজে লুণ্ঠ করিতে পারিত না। নগরের মধ্যে  
 একটি অতি উচ্চ মসজিদ নির্মিত আছে। তাহা  
 অনেক দূর দূরিতে দৃষ্টিগোচর হয়। করবেল টাউ  
 নির্মাণাঙ্কন যে তাহা গয়াসুদ্দিন বুলবনের  
 জায়গামুত্র কর্তৃক স্থাপিত।

মুন্সীরের বিচারালয়ে প্রাথমিক আদালতের  
 আদালত নির্মিত হইল। ইহার দক্ষিণতিকে অল্প  
 দূর নগর পূর্বব. বিস্তারিত আছে। সর্বদাই এই  
 পবিত্র দর্শন করিতে বাজী আইলে; বিশেষতঃ

কার্তিক ৩ চৈত্র পূর্ণিমা রতনশ্রীমতের বিশেষ মহোৎসব।  
 থাকার, তৎকালে বিহুর যাত্রী সমাগিত হয়। ২০  
 এ কার্তিক পূর্ণিমা ১ ভদ্রপক্ষকে নামাধিপত্য  
 হইতে ত্রৈলোক্য ধর্মাবলম্বী মহত্ম মহত্ম বার্তিক সমবেত  
 হইয়াছিল। কএক দিন এই ক্ষুদ্র নগরে বিলকণ  
 জনতা ও মহাসমারোহ থাকিল। জীর্ঘ যাত্রীর  
 মধ্যে সর্বত্র জীলোকের ভাগই অধিক দেখা  
 যায়। পূর্ণিমার দিবস প্রভুবাধি সজ্জা পর্য্যন্ত  
 নিবন্ধিত যাত্রী দিগের গমনাগমন হইতে লাগিল  
 আশিও তদ্বিবস মন্দির দর্শন করিতে পর্বত  
 আরোহণ করিলাম। নগর হইতে গিরিশিখর  
 পর্য্যন্ত একটা প্রান্ত বস্ত্র নির্মিত আছে। গিরি-  
 সমীপবর্তী হইয়া উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া এক চমৎকার  
 দৃশ্য অবলোকন করিলাম নানা দেশীয় বিবিধ।  
 পরিচ্ছদ পরিচিত বহু সংখ্যক নরনারী পুষ্প পুষ্প  
 স্বয়ং ভাবা রকথোপকরণ এবং সজ্জীর্ণ করিতে  
 করিতে পর্বতে আরোহণ করিতেছে। বহুসংখ্য  
 উকীষ যাত্রী শুভ্রাঙ্গী, অপক্লপ বেশ ভারবাহী  
 চূড়াকর সমাগিত আর্থিক বাহক কলহাসী, বহুকণী  
 বাগানী ইত্যাদি নামাধিপত্যের ভারী জাতীয় অনুষ্ঠান  
 উদ্ভিষ্টেছে। সকলেরই প্রমত্ত উৎসাহ, প্রবল

উঠিতে উঠিতে অত্যন্ত হাঁক ধরিতে ও ক্লান্ত হইতে লাগিল। তথাপি কাহারও তাহা লক্ষ্য হইল না। অধঃহল হইতে গিরি কুট পর্য্যন্ত পথের মধ্যে মধো আরোহাদিগের বিজ্ঞানার্থ বিজ্ঞানাগার নির্মিত আছে, এবং তুফার্ত দিগের তলপানার্থ পরিচারক নিযুক্ত আছে।

আমরা ক্রমশঃ পর্বত শিখরের সমীপবর্তী হইলাম। অস্তর হইতে তই একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইতে ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল একটি সুদৃঢ় দুর্গের প্রাচীর দেখিতে পাইলম। তান্নে স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইংরাজ আধিপত্যের পূর্বে এতদক্ষেপে ভগ্নানক অরাজকতা ও উপদ্রব প্রাচুর্য্য ছিল। বিশেষতঃ জৈনরা ভিন্ন ধর্ম্মী, তন্নিবন্ধন তাহারা হিন্দুদিগের বিদ্বেষ ভাজন। তাহাদের দেবালয় ইত্যাদি লুণ্ঠ করিতে হিন্দু মুসলমান কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ হইত না, বরঞ্চ সমর্থক উৎসাহই হইত। সুতরাং জৈন দিগকে উন্নিমিত সান্ত্বনয় সাধনান থাকিতে হইত। যে যে স্থানে তাহাদের প্রধান প্রধান দেবালয়, তত্তাবৎই সমরক্ষিত দুর্গ সমিধিত। কাশ্মীর পর্বতেও তদ্রূপ এক দুর্গের দুর্গ রচিত আছে; তাহার উত্তাল গম্বুজ গুলিতে অদ্যাপি তোপসকল আরোপিত আছে।

অমর। সিংহ দ্বার দ্বারা দুই মথো প্রবেশ করি-  
লাক। গাভের অভ্যন্তরে অতি চমৎকার গরম  
সুশোভন মন্দির রাজি দ্বারি দ্বারি বিস্তারিত  
রহিয়াছে। তৎসমুদায় অতি পরিপাটিকপে গঠিত  
হইয়াছে দেখিলে মনঃ সফল বোধ হয়। স্থাপত্য  
শিল্প কল্পকাব্যে নৈমর। এবং বৌদ্ধরা ভারতবর্ষে  
বাদ্যশ উৎকর্ষ দেখাইয়াছে বোধ করি ভূমণ্ডলে  
অপর কুত্রাপি বাদ্যশ প্রদর্শিত হয় নাই। অন্তরকে  
কি চমৎকার রূপেই উৎকীর্ণ করিয়াছে।

গিরিকূটে যত দেবালয় আছে তন্মধ্যে আকি-  
মুরের মন্দির ও চতুর্দ্বার নামক মন্দির, এই দুইটাই  
স্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। কিঞ্চিদধিক পঁচ  
শতাব্দী অতীত হইল ইহারা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।  
মতি সাহার মন্দির ইহাদেরই অন্তর্গত। এত-  
দূরলৈ মতি সাহার যে প্রকার কীর্ত্তি কল্পাপ  
দৃষ্টিগোচর হয় এবং যে প্রকার বশ্যকীৰ্ত্তন অতি  
গোচর হয়, তাহাতে বিলম্বন অনুভব হয় যে  
ভারতবর্ষে ইদানীন্তন কালে কতদূর ধন ও দাড়া  
কেহ হইতে পারে নাই। উপরোক্ত তিনটি ব্যতীত  
আরও ছোট বড় আরও একশত মন্দির আছে।  
তৎসমুদায়ের আকার বর্ণনা করা আহার্য্য নয়।  
সেহেতুক কেবল দুইটির বার বর্ণনা করিব।

তাহাও সম্ভব নয়। আর বর্ণনা করিলেই  
হা কে পড়িলে। যাহাউক বিজ্ঞান। তবে অবগত  
হওয়া যায় যে সমুদয় মানব-নির্মিত হইতে আর  
হুই কোটি টাকার ব্যয় হইয়াছে। বাস্তবিক যেকোন  
বৃহৎ বাপারি তাহাতে তাহাশ অর্থব্যয় হওয়া  
অসম্ভব নহে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রদ্ধা পূর্বতে  
কবচদেব তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইংরি  
এত মহাজ্ঞা। কবচদেব বর্তমান সময়ের আদি  
ভীষণতর, তখনও তিনি আদিমুর অথবা আদি নাথ  
নামেরে খ্যাত। তৈল শাস্ত্রে উক্ত আছে যে  
তিনি নাত রাজার পুত্র এবং অযোধ্যাতে তাঁহার  
জন্ম হয়। পরন্তু তিহ শাস্ত্রের সহিত মিলাইলে  
যেখা যায় যে তিনি শ্রদ্ধা সমুদয় বংশ সমুদয় রাজা  
শ্রদ্ধাভক্তের পুত্র, স্বাধার অন্যতর নাম অগ্নিধু  
কবচদেবের স্তুতি হইলে তদীয় পুত্র ভরত অষ্টা-  
পর নামক পবিত্র স্থানে তাঁহার এক স্বর্গীয় মন্দির  
নির্মাণ করিয়া ছিলেন। ত্রিকণে তৈলনা মেই  
কানী কোথায়, তাহা নিজেস করিতে পারেনা,  
কেননা এই মন্দির নিশ্চিত হয় যে তথ্য। সাধারণ  
মন্দির, তাইতে পারেনা, সেখানে কেবল দেবতা  
মন্দির। পুণ্যস্থান ব্যক্তি অগোচরে যাইতে পারে।

বালা হউক সেই হান টির যে একাদশ বর্ষের। তাহা  
তাহাতে আমার বিশেষ অনুভব হয় যে তাহা তি-  
বৎ দেশের অন্তর্গত লামা-সমূহ। তিব্বৎ বাসিন্দা  
যে প্রধান লামার উপাসনা করে, বোধ হয় প্রকৃত  
দেব সেই লামা।

একণে জৈনদিগের ঠাকুর পূজা সম্বন্ধে দুই  
এক কথা বলা বাউক। দেব সেবার নিমিত্ত লোক  
নিযুক্ত থাকে, মালি এবং শ্রীমালি ব্রাহ্মণ এই দুই  
জাতিই সাধারণতঃ এই কৰ্মে নিযুক্ত হয়। তাহাদের  
কাৰ্য্য এই যে মন্দির পরিষ্কার রাখিবে, তাহাদের  
ঠাকুর দিগকে যেমন ঘণ্টার ঘণ্টার ভোগ দিতে হয়  
এবং বিবিধ উপাচার সম্বন্ধিত নৈবেদ্য প্রদান পুরা-  
সর পূজা করিতে হয়, জৈনদিগের তাহা কোন  
গোলোযোগই নাই। তাহাদের দেবতা সকল  
যোগী। বেশে উপবিষ্ট, এবং কৃষ্ণ বিষ্ণু মাকাল  
যজীর ন্যায় ঐন্দ্রিয়িক নহে। আর, আমাদের  
ব্রাহ্মণেরাই যেমন সর্ব সর্বা, কলে কৌশলে প্রব-  
ণ্য করা যেমন তাহাদের ধর্ম, জৈনদের ত্যজণ  
নহে। জৈনদের গুরুত্ব। তাহা শঠধর্মী নহে;  
এবং গুরুত্ব নিরপেক্ষ নহে। জৈনরা যত্ন দেয় পূজা  
করিতে পারে। মোহ ভাণ্ড অর্থাৎ ইচ্ছা বিলাহ  
এবং অজ্ঞানক ও বুদ্ধি বলস পূর্বক জগৎ পরণই



উজ্জ্বল ধর্মের মূল অনুষ্ঠান। যাহা হউক একল  
কথা। সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে বোধ তাৎপর্য  
বোধক হইবে না, সুতরাং ক্রান্ত হওয়া কর্তব্য,  
ওবে উপর উপর ছুই চার কথা বলা যাউক।  
অম্বা মিত্র চলে পার্শ্ব পূর্বের উৎসব। ঘোর  
সম্মোহিত হইয়াছে এবং পূজা পূজা বক্রীগণ  
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবর্চনা করিতেছে।  
এখানে বদ ও মৈনদিগের সকল দেবতারই নিগ্রহ  
আছে, তথাপি আদিসুবেব অধিত্য ন মাহু ই  
অধিকতর বলিয়া গণ্য এবং তাঁহাব স্বেচারিত বাল্য  
ও অদ্ভুত হইয়া থাকে। আদিসুবেব মন্দিরের  
সুস্বাদবর্তী কুট্টিম সংকীর্ণন আরম্ভ হইল। মঙ্গীত  
শ্রুতিতে নথ্য হইয়া নাই বটে, কিন্তু দেখিতে বা-  
পাটি বড় চমৎকার হইয়াছিল। ওদিকে মন্দিরের  
অভ্যন্তরে ঘের ঘাটা পূর্বক স্তুত পাঠ ও আরতি  
হইতেছে, এবং যাত্রীরা বন্দনা করিতে করিতে  
ঠকুৎকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিরৎক্ষণ পরে  
নিবিড় বাদ্যোদ্যম জন্মিত গোচর হইল, অনন্তর  
দেখিলাম যে কোন কোন আর্চ্যা মধ্যমী সৌমিত্রী  
সদ্ব্যপারি ঘট ধারণ পূর্বক মন্দির পরিভ্রমণ  
করিতেছেন। অপরূপ হইলাম যে স্তম্ভগণ অনুষ্ঠান  
অতি কল্যাণ কর। কিন্তু কল্যাণ বাল্যায়ুক্ত

অতি অল্প মাইলার তাগোই তাহা ঘটিয়া উঠিল।

তখন নুর রথ যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।  
রথখানি কাঞ্চন সজ্জিত এবং তহার তল্ল তল  
হেম-ময়-জরি সংযুক্ত ও মতি খচিত। ইহার  
কল্পার্ণবে অসংখ্য নৈশুণ্য প্রকাশ হইয়াছে  
আর ইহার সৌন্দর্য ছটা ও চুড়াই। অথ চতুষ্টয়  
রজত সজ্জিত। তক্রপ দুইটি হস্তী একগাশি  
পালনীও আছে। রথ সচরাচর বাহির হইয়া হয় না।  
রথ যাত্রারপর আর এককজী অনুষ্ঠান হইয়া গেলে  
পূজা সমাপ্ত হইল। তখন যাত্রীগণ ক্রমশঃ  
অন্যরোজন করিতে লাগিল। আমরাও গিরি পৃষ্ঠ  
হইতে উত্তরণ পূর্বক আবাসে আগমন করিলাম।  
পর্বতটি অতি ক্ষুদ্র। ইহার এমন কোন প্রাকৃতিক  
সৌন্দর্য্য নাই যাহার বৃত্তান্ত বর্ণন যোগ্য।

শক্রঞ্জয় মহাভাষ্য নামক গ্রন্থে এই তীর্থ মহাত্ম্য  
ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা আছে। ঐ গ্রন্থ  
মহাবীরের উদ্ভব বলিয়া নির্দিষ্ট। সে যাহাইউক  
পরন্তু তথ্যমতে মহাবীর এক হলে বলিয়াছেন যে  
উহার মৃত্যুর ৩৭০ বছর পরে, একটি কুন্তন শল্য  
অর্থাৎ সপ্তম আরত হইবে। ঐক্যখানির রচয়িতা  
যেই হউক, কলকাতা এই কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত  
নহে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মহাবীর বর্তমান

সময়ের ২৩৯৮ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।  
 প্রকৃত অর্থে যে মহামুনি গৌতম উহার শিষ্য  
 ছিলেন। বহিঃকট্ট ইহাতে এমন অসুখ হইতে  
 পারে উহারা সমকালীন ছিলেন। আবার ঐ  
 গৌতম যদি অহলার বসী গৌতম হন, তাহা  
 হইল রামচন্দ্র ঐ সময়ের হইয়া পড়িলেন।

পালিভানায় একটি ইংরাজি পাঠশালা এবং  
 বালিকা বিদ্যালয় আছে। কাঠিবাড়ি বিস্তর ক্ষুদ্র  
 ক্ষুদ্র বাজা আছে, তত্ত্ব বতেই তক্রপ বিদ্যালয় সং  
 স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে কর্ণেল ক্রিষ্টিয়ান সাহেব  
 এত আশা রাখা প্রতি নিধি ছিলেন। তিনিই এই  
 সমস্ত প্রসঙ্গ প্রদ অনুরোধ এবং উত্তর করেন। নচেত  
 রাজাদিগের এমন ইচ্ছা নাই যে তাঁহারা ব্যয়  
 স্বীকার পূর্বক তাদৃশ কার্যে ব্যাপৃত হন, কেবল  
 না করিলে সাহেবদিগের অনুরোধ ভাজন হইয়া  
 বিপদ প্রস্তুত হইত হইবে, এই আশঙ্কাতেই অপূর্ণ  
 মাণে বিদ্যালয় উদ্বোধন প্রভৃতি স্থাপন করিতে  
 বাধ্য হইয়াছেন। ক্রিষ্টিয়ান সাহেব একজন অতি  
 সুচক্ৰ এবং বিলকণ রাজ নিত্যকর্তা কর্মচারী।  
 ইহার শাসন শুনে সমস্ত কাঠিবাড়ি শান্তি ব্যাপ্ত  
 হয়, বাৎসরিক লোকদিগের উপজীব্য নিবারণ হয়  
 এবং রাজাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও ঘোরতর

নিরাকৃত হয়। ইনি রাজাদিগের সহিত কিছুমাত্র  
অগ্রণয় করেন নাই অথচ সকলকেই কৌশল  
পূর্নক আয়ত্তীভূত করিয়াছেন এবং যার লাঠি  
তার শির করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকার নিতি  
কুশল ব্যবস্থা দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম; এবং  
তদ্ব্যবস্থা মুখ্যতা ও জ্ঞান বস্তুর কি ভয়ানক তার-  
তম্য তদ্বিস্ময়ক একটি অনুপম উপমা প্রত্যক্ষ  
করিলাম। কিটিঞ্জ সাংহেব এই স্থানে তঁদুশ  
দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় স্বরায় পদোন্নতি পাই-  
তেছেন।

পালিতানার বালিকাবিদ্যালয় নগরের দক্ষিণ  
দ্বারের বহির্দিকে অবস্থিত। একদিন রায় বাহা-  
দুরের সমাধিবাহারে ঐ পাঠশালা দর্শন করিতে  
গমন করা হইল। কন্যাগণের লেখা পড়া দেখিয়া  
শুনিয়া পরম প্রীত হইলাম। আমাদের দেশে  
মুর্ত্তমান কুসংস্কারের সহিত বহুদিবস বিবাদ  
বিষম্বাদ ও বিবিধ বিষয় অতিক্রম করিয়া তবে  
কোথাও কোথাও এক একটি বালিকা বিদ্যালয়  
সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দেশে তদ্রূপ নহে।  
এখানে কন্যাগণকে লেখা পড়া শিখাইতে কোন  
বাধা নাই। আর অবলা গণকে অরক্ষিত রাখা দিক

করিয়া পুরুষ নের হইতে অপহৃত করিয়া অন্তঃ-  
 পুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার রীতি না থাকায়  
 কন্যারা কিঞ্চিৎ পরিণত বয়স পর্য্যন্তও অধ্যয়ন  
 করিতে গিয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেক  
 টানা টানির পর যদি কেহ 'আপন' কন্যাকে  
 পণ্ডিত দেন তবে তাহার নয় বর্ষ বয়স্কন না  
 হইতেই তাহাকে বিদ্যালয় হইতে নিষ্কাস্ত করিয়া  
 অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ করেন। যে রূপ গতিক  
 তাহাতে আবার করিবেই বা কি। একে বঙ্গদেশে  
 জল বায়ু বৈগুণ্য বশতঃ অতি অল্প বয়সেই  
 পরিণতাবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়তঃ তত্পরি,  
 জলন্ত অগ্নিতে সূতাঙ্কতির ন্যায়, বাল্য বিবাহ,  
 তৃতীয়তঃ স্ত্রী পুরুষ অত্যন্ত সংসর্গ নিবেদন নিবন্ধন  
 পরস্পর দেখিবার ও আলাপ করিবার কৌতুহলি  
 এবং চতুর্থতঃ অসীম মাতা পিতার এবং  
 অন্যান্য অবিকারক দিগের অদূর দর্শিতা এবং  
 অজ্ঞতা (যৎপ্রযুক্ত তাঁহারা স্বীয় সম্বন্ধ দিগকে  
 বঞ্চিত রূপে লালন পালন করিতে এবং সুশি-  
 কা দিতে পারেন না) — এই সমস্ত কারণ আমা-  
 দের দেশের না না বিষয়ক হীনাবস্থার মূলীভূত  
 ও প্রবেশে চরম কুসংস্কার ও কুপ্রথা নাই;  
 সুতরাং উন্নতির পক্ষেও তাহা বাধা নাই। এই

বিদ্যালয়ে আমরা অনেকগুলি বড় বড় কন্যা দেখিলাম, তন্মধ্যে এখানকার রাজার পিতৃব্যের একটা বোড়শ বর্ষ দেশীয়া অনুষ্ঠা ছাত্রী অবাধে অধ্যয়ন করিতেছে। অন্যান্যদেশে যাদৃশ অবগুণ্ণ শিশুরা একান্ত সরল ভাবাপন্ন উহারাও ব্রজপ। ইহারা একান্ত ব্রীড়ানন্ত মুখ অথবা ইহাদের মধ্যে অপবিত্র কটাক্ষ পাত্ত আদি বলুষাক্রম্য ভাবেরও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। জনক জননী নিকটে কন্যাগণ যেমন নিঃশঙ্কভাবে থাকে এখানেও তদ্রূপ রহিয়াছে। এদেশের ভাষা হিন্দী। বঙ্গভাষায় যেমন উন্নতি হইয়াছে, ইহাতেও প্রায় তেমনি হইয়াছে। পড়া শুনার প্রণালীও বড় মন্দ নহে। বালিকা দিগের পুস্তকবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি শুনিতে পর, তাহারা আমাদের তরুত রাজেশ্বরী মহারানীর নাম সঙ্কীর্ণন পূর্বক এতটা মূললিত সঙ্গীত মধুবসুরে গান করিল। আমরা পাঠশালা সন্দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে স্বদেশের বিপর্যাত অবস্থার ভাব উদ্ভিত হওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইলাম। অনন্তর রায় বাহাদুর শিক্ষক ও ছাত্রী দিগকে বোধোচিত পুস্তক প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এতদেশে যদিও জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল

বটে, তথাপি ত্রাঙ্গন বাতীত অপরাপর জাতির মধ্যে আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ আঁটা আঁটিনাই। রায় বাহাদুর এখানে পৌঁছিয়া বধি প্রায় নিয়তই এখান কার লোক দিগেগে ভোজ দিতে ছিলেন, তাহাতে দেখিলাম নানা জাতীয় সহস্র সহস্র নর নারী প্রায় অতেদে এক পংক্তিতে বসিয়াই পান ভোজন করিতে লাগিল। তাহাদের কিছু মাত্র সঙ্কোচ লক্ষিত হইলনা। আর এমন প্রথা ও চলিত আছে যে এক জাতীর পাঁচ সাত জন এক পাত্রে বসিয়া ভোজন করে। কিন্তু এই ধারাটী আনাদিগের পক্ষে স্বগাকর এবং অকুচি জনক। কলতঃ তাহা সর্বতোভাবে সভ্যতা নুমোদিত না হইলে ও অনেক বিধায়ে কল্যাণ কর, স্বীকার করিতে হইবে। ইহা দ্বারা একতা বদ্ধিত ও বিস্তর অনুবিধা অপনীত হইয়া বিবিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

পালিতানা, ইহাতে দারিকা অধিক দূর নহে, প্রায় এক শত ক্রোশ হইবে, ঐ পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থান টী দর্শনার্থে অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। যে গ্রীক-কোর কথা অহো রজনী আনা দিগের কণ গোচর হয়, যাহার অসাধারণ কীর্তি বলাপ মহাত্মারত হরি বংশ পুরাণে সংকীৰ্তিত আছে, যাহার অন্তুত চরিত্র অধ্যয়ন করিলে একান্ত বিস্ময়া যুক্ত হইতে হয়,

এবং যাহাঁকে হিন্দুরা স্বয়ং বুকের পূর্ণাবতার স্বরূপ  
জ্ঞান করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথুতা হইতে  
পলায়ন পূর্বক একেবারে গুজরাট প্রান্তে সাগরা-  
ক্ষে এই দ্বারিকা পুরী নির্মাণ করত তথা স্বীয় অসং-  
খ্য পরিবার সহ বাস করিয়া ছিলেন ; অপরতঃ দ্বা-  
রিকা বহু দূর হিত, সহজে তাহা দেখিবার উপা-  
য় নাই, এবং লোকে ও তৎ সম্বন্ধে কত আশ্চর্য  
গল্প করিয়া থাকে, এই সকল কারণে তাহা ত্রুতা  
ক্ষ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক জন্মিল । লা-  
অগ্রহায়ণ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এক শকট বাহ-  
নে যাত্রা করিলাম । পশ্চিমা ভ্রমুখে গমন করিতে  
কবিতে সায়াস্ কালে গাড়ি রাখরে উপনীত হইলাম  
এই স্থানেই পালিতানা রাজ্যের শেষ, তদন্তর গুজ-  
রাট পতি গাইক বাড়ে। খান রাজা । গাড়িয়াধ-  
রে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এবং অবোলা বলীক-  
দ যুগ্মকে প ন ভোজন দ্বারা বিগত ক্লম করিয়া তথা  
হইতে প্রস্থান করিলাম । শায় তাবৎ রজনী পর্য্য-  
টন করত; পরদিবস বেলা এক প্রহরের সময় আম-  
রেলী নামক এক নগরে উপস্থিত হইলাম । আম-  
রেলী পালিতানা হইতে প্রায় ২০ কোশ পশ্চিমে ।  
শৈশবস্থায় উপকথ্য শুনিতাম এবং পুরাণাদি  
. পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে সেকালে কতকত



বীর, কত কত রাক্ষস প্রভৃতি মাত্র রাজার রাজ্য  
অতিক্রম করিয়া দিগেশান্তরে গমন করিত, এবং  
সেই অভ্যাসাবস্থার তৎসমুদয় আকর্ষণ করিয়া য-  
ৎপরোনাস্তি ভয় বিষয় চকিত শরীরে রোমান্থ হই-  
ত এবং হয়ক কখন কখন ভয়ে জড় শড় হইয়া পা-  
শ্বর্ভক্তি অতিক্রমকের আশ্রয় লইতাম। এক্ষণে দে-  
খিতেছে যে আমরা ও কত সত রাজার দেশ পার  
হইয়া আসিয়াছি। অধিক কি পালিতানা হইতে  
দ্বারিকা উক্ত গংখা এক শত ক্রোশ হইবে, কিন্তু  
এই পরিসরের অন্যান্য দশটী স্বতন্ত্র রাজ্য আছে  
যাহা হউক সে কাল কর রাজ্য গুলা কি বড় বড়ই  
ছিল; তাদৃশ এক সহস্র রাজ্য, এবং সংযোগ ক-  
রিলে ও ত ইদানীন্তন ইংরাজ রাজ্যের তুল্য হইতে  
পারিবে না।

আমরেলী পরিত্যাগ করিয়া দুই দিবস  
ভ্রমণান্তর জুনাগড়ে উপনীত হইলাম। নিখিল  
কাঠিবাড়ের মধ্যে এই রাজধানীই সর্বাপেক্ষা  
বৃহত শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীন। ইহার অধীশ্বর এক নবাব  
বর্ত্তমান নবাবের নাম মহবৎ খাঁ। এই ব্যক্তি নিতা  
স্ত নবাব আখ্যাধিকারীদের ন্যায় নহে। ইহার জা-  
ন গোচর আছে, এবং ইহার শাসনে কি মুগল  
মান এবং কি তৈমুর সকলেই সন্তুষ্ট আছে। সম্ভ্রুতি  
ইংরাজ দিগের তাড়নার শাসন প্রণালী ক্রমশঃ

আরও উৎকৃষ্ট হইতেছে এবং বিবিধ হিতকর  
কাযের অনুষ্ঠান হইতেছে। দেখিলাম একটা  
শ্রমস্ত রাজ বহু নির্মিত হইতেছে।

আমাদিগের দূরহইতে জুনাগড় নগরের চক্ৰ দৃশ্য  
উত্তাল সিংহ দ্বার দৃষ্টিগোচর হইল এবং দুর্গটি  
একখণ্ড বিশাল শৈলের ন্যায় প্রতীতমান হইত  
লাগিল। দ্বারে প্রবেশ করিয়া নানা জাতীর এবং  
বিবিধ প্রকারের অস্ত্র শস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া অস্ত্রক  
রণে রামায়ণোক্ত পৌরাণিক ভাবের উদয় হইল  
প্রথমে আরবীর সিপাহী প্রহরী ইহাদের অবয়ব অ-  
তি ভয়ানক। কেশ কৃষ্ণ মেঘ লোমের সদৃশ এবং বর্ণ  
শাঁওতালের অপেক্ষা কালাগঠন আমাদিগের  
দেশের শামাঠাকুরাণীর অপেক্ষাও ভাষণ। ইহা  
দের রূপ দেখিয়া রামচন্দ্রের নীল কপি কটকের  
কথা স্মরণ হইতে লাগিল। প্রথম প্রহরা অতিক্রম  
করিয়া পুরু বিয়া \* এবং কাঠি বাড়ী সিপাহীর থা-  
না। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া প্রান্তর মধ্যে পড়িলাম  
পশ্চাতে নগর প্রাচীর এবং অপর পার্শ্ব দ্বারে নিরব  
ছিন্ন আতাবন দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এদেশে  
আতাকে সীতা কল বলে। যাহা হউক এতাদৃশ  
রাশি রাশি আতা রূপে কুত্রাপি এক স্থানে দেখি

\* গাজ দেশীয় লোক এতদকালে পুরুবিয়া নামে খ্যাত

মাই প্রায় দুই তিন ক্রোশ ভূমি বাপিরা আত্মা গা-  
 ছের তন্নানক অঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। প্রতীচীর ম-  
 ধ্যে তদৃশ বিজ্ঞান দেখিয়া বোধ হইল যে নগরটি  
 এক কালে বহু জনাকীর্ণ ও বিস্তৃত ছিল পরন্তু অने-  
 ক দিবসাবধিই শ্রী ভ্রষ্ট এবং গোতাগ্য চ্যুত হইয়া-  
 ছে। প্রায় অর্ধ ক্রোশ বনে বনে গমন করিয়া দুই এক  
 টি অট্টালিকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমে বিখ্যাত  
 মতি শাহার ধর্মশালা। তৎপরে প্রবেশ করিয়া  
 দেখি যে প্রাক্তন স্থিত এক বেদির উপর তণ্ডুল  
 বাবারী প্রভৃতি শস্য সকল প্রচুর রূপে বিক্ষিপ্ত  
 রহিয়াছে এবং চটক টুন্টুনি প্রভৃতি বিবিধ  
 বিজ্ঞান মহা আমোদ পূর্বক সেই সমস্ত ভক্ষণ  
 করিতেছে। জীবের প্রতি দয়া জৈন ধর্মের একটি  
 প্রধান অঙ্গ কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে মনু  
 য়োর প্রতি তাহাদের তাদৃশ দয়া লক্ষিত হয় না।  
 এখানে অবস্থানের সুবিধা না হওয়ার, অগ্রসর  
 হইতে লাগিলান, ক্রমে নিবিড় বন্যত্রয়ের মধ্যে  
 প্রবেশ করিলাম। চতুষ্পার্শ্বে নিরবচ্ছিন্ন গোধরাজি  
 শোভিত রহিয়াছে। আমাদের একান্ত বৈদেশিক  
 অবয়ব ও বেশভূষা দেখিয়া পুরবাসিরা মহা  
 চৈতন্যলব্ধ হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল।  
 অনন্তর চক্ৰ অতিক্রম করিয়া রাজত্ববনে সম্মুখে

উপনীত হইলাম। আশাদ্ অতি বৃহৎ এবং উচ্চ ও বটে আর তাহাতে কারুকর্মেরও অভাব নাই কিন্তু উপযুক্ত পারিপাট্যও নাই। এবং গঠন প্রণালী ও ভাব শুদ্ধ নহে; সুতরাং দেখিতে তেমন শোভনীয় বা আড়ম্বর বিশিষ্ট নহে। নবাব বাড়ির পাশেই জৈনদিগের মঠ। ইটীও বড় সামান্য কারখানা নহে। জৈনদিগের দেবালয়ের কথা বারবার উল্লেখ করাই বাহুল্য তৎসমুদায় সর্বত্রই অতি পারিপাট্য এবং বহুবার সাধিত এবং তদনুসঙ্গিক ভাণ্ডার এবং ধর্মশালাও অতি উৎকৃষ্ট। এই মঠের অনতিদূরে ধর্মশালার অবস্থিতি করিলাম।

“জুনাগড়” এই নাম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই নগর ও দুর্গ অতি প্রাচীন। আমি যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া ছিলাম তাহার পাশেই দুর্গ। গড়টি বিষম কঠিন এবং অধিকাংশই শৈল নিখাত ইহার দ্বারও অতি চমৎকার, যথার্থ দুর্গ প্রাচীর হইতে এক ষণ্ড বিশাল শৈল সম্মুখে ব্যাপ্ত আছে তাহারই তল দিয়া একটা অতি সঙ্গীর্ণ অনুচ্চ কুটিল সুড়ঙ্গ যোগে দুর্গান্তরে প্রবেশ করিতে হয়। ইদানীন্তন বিদ্যোন্নতি সহকারে জীদশ অস্ত্র অস্ত্র বুকাত্র এবং বিচিত্র রংকৌশল প্রযুক্ত না

হইলে, এই দুর্গটি একান্ত দুর্ভাষ্য ও সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞেয় থাকিত। যদি পূর্ব কালের ধনুর্মান, অসি চর্ম, মুঘল, সুন্দর, শোল, শূল প্রভৃতি অস্ত্রই অদ্যাপি সনর ক্ষেত্রের এক মাত্র উপকরণ হইত, তাহা হইলে লম্বা পুষ্টি আহাযাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্ব্যবহারে লইলে সহস্র বৎসর শরবষণ করিলেও শত্রু হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র এবং যুদ্ধ কল কৌশল প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুতেই পরিজ্ঞান নাই। বিশেষতঃ দুর্গটি পর্বতের উপত্যকায় নিশ্চিত থাকায় আরও অরক্ষণীয় হইয়াছে, যে হেতুক পর্বতের উপর হইতে বোমা নিক্ষেপ করিলে আর রক্ষার উপায় নাই।

গড়ের সম্মুখে অনতিদূরে একটি প্রস্তর ময়, বিশাল অট্টালিকা মধ্যভাগ ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম যে পূর্বে একজন ভাটিয়াবণিক বিপুল ঐশ্বর্য্য মদেউষ্মত হইয়া রাজদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ার তদানীন্তন নবাব দুর্গ হইতে তোপ দ্বারা ঐ গৃহ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং দুর্ভাগ প্রজাদিগকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকাটি তরুণ বয়স হইতেই রাখা হইয়াছে।

সমস্ত ভাবে এখানকার গিরির গিরি আরোহণ ও

তাহার সৌন্দর্য্য এবং উপরিস্থ মন্দির সকল দেখি-  
তে পালিলাম না। এই অগ্রহারণ জুনাগড় পরিত্যাগ  
করিয়া ধোরাঙ্গি নামক এক ক্ষুদ্র নগরেতে উপনী-  
ত হইলাম। ইহা গোণ্ডল রাজ্যান্তর্গত, একটা নাবা-  
লক শিশু রাখিয়া সম্প্রতি গোণ্ডল রাজ্যের মৃত্যু  
হওয়ায় গভর্ণমেন্ট অলি স্বরূপ স্ব হস্তে রাজ শাসন  
এবং পূর্বক দুই জন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করি-  
য়াছেন। সাহেবেরা ইংরাজি উন্নতি সকল প্রবর্তিত  
করিতেছেন। এবং আস্তবিক অনেক গুলি মঙ্গল জনক  
অনুষ্ঠান করিয়াছেন তদনন্তর পর দিবস ধোরাঙ্গি  
হইতে প্রস্থান করিয়া কুতিয়ানা নামক নগরে উপনীত  
হইলাম। এই স্থানে জুনাগড় রাজ্যের শেষ, বর্ত-  
মান নবাব মহবৎখাঁর এক ভ্রাতা, মুসলমান রাজ্যনা-  
মূলভ এক কুচক্র করায় বন্দী হইয়া এই স্থানে কা-  
রাবদ্ধ আছেন। কুতিয়ানায় কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম ও  
আহারাদি করিয়া বন্দী বদ্ধ যোজনা পূর্বক সারথী  
কে রথ চালাইতে বলিলাম। সমস্ত যামিনী ভ্রমণ-  
নন্তর প্রাতঃকালে এক নদী কূলে সমাগত হইলাম  
তদ্বিবস বাল্য ভোগের অসংখ্য বশতঃ জঠর  
জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলাম; কিন্তু সেই প্রান্তর  
মধ্যে আহার্য্য মিলিবার সম্ভাবনা কোথায়। দেখি-  
লাম অনতিদূরে গেরককেরা গবাদি চারণ

করিতেছে। তাহাদের নিকট ছুঙ্ক ক্রয় করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলাম। এদেশীয় চৌপা গণ ছুঙ্ক বিক্রয় করে না, কিন্তু মাখা মত দান করিয়া থাকে। ছুঙ্ক হইতে মৃত মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া থাকে। যাহাহউক বিনা মূল্যে কিঞ্চিৎ ছুঙ্ক পাওয়া গেল। তদনন্তর গোষ্ঠপাতি আমাদিগকে একান্ত বৈদেশিক তীর্থযাত্রী দেখিয়া নিকটে আসিয়া বিস্তর বিনয় করিয়া তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার নিমিত্ত স্বীয় কাষিকীয় সারল্য ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। দ্বারিকার নিকটবর্তী কুব্জীবি লোকেরা অতিশয় সরল, মতান্ত্রিষ্ট, এবং দয়াল স্বভাব। প্রত্যুত আবার বাঘেরি অথবা কাবা নামাতিধেয় এক প্রকার ভয়ানক দুর্য্ত দম্য দলও আছে। তাহাদের উৎপাতে এপ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম ছিল। কিন্তু তাহারা এক্ষণে ইংরাজ কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অপরাহ্নে সাগর তীরে পুরবন্দর নগরে উপনীত হইলাম। ইহার অন্যতর নাম সুদামা পুরী। পূর্বকালে সুদামা নামে এক অতি দরিদ্র ভিক্ষু ব্রাহ্মণ বাস করিত। ভিক্ষকের সহিত তাহার সখা ছিল, এবং কুব্জ

তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও তাহার পূর্ণ কুটীরে অবস্থিতও করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই স্থানটি পুণ্যধাম এবং সুদামাপুরী নামে খ্যাত হয়। পুরবন্দর নগর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে সংস্থিত। ঐ দ্বীপ একটি স্বল্পতোর অপ্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা উপদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন আছে। নগরটি সমুদ্রের এত সম্মিহিত যে সাগরোচ্চাস প্রাচীরে প্রতিঘাত করে; পুর মধ্যে অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট অট্টালিকা আছে এবং নগরটি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হইল। এ প্রদেশে গৃহ নির্মাণোপযোগী অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি উপাদান যাদৃশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ আমাদের দেশে থাকিলে তথা ইন্দ্রপুরী অপেক্ষাও অধিকতর রমণীয় এবং স্থায়ী হইয়া সকল নিম্মিত হইত তাহার সন্দেহ নাই।

নগরের মধ্যভাগে রাজপুরী এবং উত্তর পূর্ব দিকে কারাগার; বন্দরটিও মন্দ নহে। কিন্তু পোতাধিষ্ঠান খাড়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ যানের সমাবেশ হইতে পারে না। তাহা সকলকে বাহিরে নদর করিয়া থাকিতে হয়।

পুরবন্দর অধিপতির উপাধি রাণা। এই ব্যক্তি এতদেশীয় প্রথম প্রাচীর অধিরাজ ছিলেন। কিন্তু



কোন অপরাধের প্রতি বাগান্বিত হইয়া অবিচারে তাহার প্রাণ দণ্ড করায় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পদচ্যুত হইয়া তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। রাজার বিলাসিতা বা আড়ম্বর কিছু মাত্র নাই, এবং তাহাকে সহসা দেখিলে একজন পরিচ্ছন্ন সিপাহী ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। গলদেশে রুদ্রাক্ষ মলা পার্শ্বধানে শুভ্র চাপকান ও পাজানা, ললাটে উক্ক ভূপুণ্ড্র, এবং কের করবাল। যদি স্তুতিবাদক অনুচর এবং পারিষদগণ সমভিযাহারে না থাকে তবে তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন কোন বাবুর বাটীর কমাদার। রাজা শিব পূজায় অতিশয় অনুরক্ত।

আমরা বংকালীন পুণবন্দরে অবস্থিত করিতে ছিলাম সেই সময়ে বয়ে হইতে চারিশত গোরা আসিয়া বন্দরে উত্তীর্ণ হয়। রাজকোটে দরবার হইতে, তাহারা সেই স্থলে প্রেরিত হইতেছিল। এখানকার রাজা একে সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক তাদৃশ নিগ্রহিত হইয়াছেন সুতরাং একান্ত বাস্তব এবং ত্রস্ত হইয়া দিন রাত্র আহার পরিত্যাগ পূর্বক সাহেবদিগের প্রীতি সন্মুখনার্থে সমুদ্র কুলে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোরা ও তৎসমভিযাহারী দ্রাক ও অর্ধানি উত্তারণ বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করি-

তে লাগিলেন। রাজা হওয়াও বা মান্য। দুঃখজনক  
নহে। বাহা ইউক ভবুত ইংরাজের রাজত্ব। নচেৎ  
নাহি আমল হইলে এমনকর রাজাদের মাথার  
খণের পর্যাণ্ড উড়িয়া যাউত। ইংরাজরাও বাহ  
সাহি শিখিয়া উঠিলেন।

এই স্থান হইতে দ্বারিকা প্রায় ত্রিশ ক্রোশ  
হইবে। যতই নিকট বর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই  
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সকল মনের মধ্যে জাগরক  
হইতে লাগিল। কিন্তু ক্রমাগত মরুভূমি ও নিস্পা-  
দপ প্রস্তর ময় প্রান্তর দেখিয়া অস্থঃকরণে তাদৃশ  
উৎসাহ হইল না। মনে মনে আশা ছিল কতই  
অপকূপ কাণ্ড দেখিব, কিন্তু সেই আশা ক্রমশঃ  
অপ্রতিভাত হইতে লাগিল।

পুরবন্দর হইতে প্রস্থান করিবার কোন সুযোগ  
হইতে ছিলনা। দৈব যোগে একখান বাণিজ্য বাস্পীয়  
গোত মাণ্ডবী যাইতেছিল। আনুরা সেই পোতা  
রোহণ করিয়া প্রায় ছয় ঘণ্টা কালের মধ্যে দ্বারিকা  
উপকূলে উত্তরিলাম। তীরে উঠিতে অনেক বিলম্ব  
হইল। তখন নগরের সকল দ্বার বন্ধ হইয়াছে।  
কিন্তু অর্ণবপোত আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, শুষ্ক  
সংগ্রাহক রাজ কর্মচারী এবং কএকজন পাণ্ডা  
ও বাজীর প্রত্যাশায় সাগর পুলীনে অপেক্ষা

করিতেছিল। পাণ্ডুরা আমাদিগকে পাঠিয়া মহা সমাদর পূর্বক এক ধর্মশালায় লইয়া গেল। তথা শ্রম করিয়া মনে মনে কতই প্রাচীন কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। যে ত্রিকোটি লোকের যিনি প্রধান দেবতা তাহার পূর্বে আসিয়াছি। এতাত হইলে না জানি কতই অদ্ভুত বাপার নিরাকরণ করিয়া মরম সকল করিব। এই একর তাবিতে তাবিতে নিদ্রাগত হইলাম।

অনন্তর নিশাবসদন হইতে না হইতে পাণ্ডুরা আসিয়া কলরব করিতে থাকার আমরা জাগরিত হইলাম। গয়া, কাশি, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, কালিঘাটে এবং প্রয়াগ ইত্যাদিতে যাদৃশ পাণ্ডা এবং ভিক্ষুক দিগের প্রাদুর্ভাব এখানেও প্রায় উদ্ভূত। তবে যাত্রীর অস্পৃশ্যতা বিশেষতঃ অধিকাংশ যাত্রীই বৈরাগী অথবা সন্ন্যাসী, এই কারণে কিছু কম। দ্বারিকা যদিও অপরাপর মহাতীর্থের সম্পূর্ণ সমতুল্য তথাপি এখানকার পথ অতি দুর্গম এবং ইহা বহুদূরে ভারত বর্ষের এক প্রান্তে অবস্থিত। এই সকল কারণে অধিকাংশ গৃহস্থ লোকে আসিতে পারে না।

বাহা হউক ঐক্লব মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া এমন স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন

বে তথা সহসা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। তিনি আক্রমণ কারীদের দ্বারা যেকোন আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহাতে এমন নিরাপদ স্থান মনোনীত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। দ্বারিকা একটি দ্বীপের মধ্যে নির্মিত, তৎকালে হিন্দুদিগের পোত চালনাদি কার্যে পারদর্শিতা না থাকায় জল পথে দ্বারিকা আক্রমণের ভয় ছিলনা। আর স্থল পথে তাদৃশ গিরি, গহন, মরুভূমি, অতিক্রম করিয়া এবং অবল শত্রুর প্রতিঘাত সহ্য করিয়া এখানে পৌঁছান বড় সহজ ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণ রণে পরাজুখ হইয়া পলায়ন করেন, এনিমিত্ত “রণ ছোড়জি” নামেও প্রসিদ্ধ। প্রথিত আছে তিনি জরাসন্ধ কর্তৃক পরাজিত হইয়া মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া আরবলি পর্বতের দক্ষিণ ভাগে হৃষীকেশ নামক দূরাক্রম্য স্থানে প্রথমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে সেখানেও শত্রু দ্বারা একান্ত উপাড়াইত হইয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। তদনন্তর আমেদাবাদের নিকটে ডাকুর নামক স্থানে একটি কুপের মধ্যে লুকায়িত হন। তাহার পরাক্রমে মৌর্য উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া দ্বারিকা পুরী নির্মাণ করতঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ধর্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া গোমতী দর্শন করিলাম; ইহা বাস্তবিক একটি সমুদ্রের খাড়ী, কিন্তু কথিত আছে যে ইহা বশিষ্ঠ দেবের কন্যা, পরে এই স্থানে নদীৰূপে পরিণত হইয়া সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। একপ মানব নদী ভারতবর্ষে আরও আছে। কৌশিকাও বিশ্বামিত্রের তম্বী। বাহা হউক গোমতির অবগাহন মাহাত্ম্যও সামান্য নহে। ইহাতে স্নান করিলে একে বারে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্মদা, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের কণা হয়। ব্রাহ্মণ এবং বৈরাগীর। বিনাশুল্কে স্নান করিতে, পায়, কিন্তু অপরাপর লোকদিগকে ৪১০ টাকা কর দিতে হয়। ইহার যে পাথ নগর সম্বিহিত, তাহা অতি পরিপাটী রূপে নোপান রাজিতে বদ্ধিত। ইহার জল দুই তিন হাত গভীর হইবে, এবং অতি পুরষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়ায় তল পযাও উত্তম রূপে দৃষ্ট হয়। ইহাতে নানা বর্ণের অসংখ্য মৎস্য অকুতোভয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ জোড়া করিতেছে, তাহা দেখিতে অতীব রমণীয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। আমাদের দেশে হইলে তক্রপ থাকি বার যো কি, তিন দিনেই উদরস্থ হইয়া যাইত।

কিয়ৎকাল পরে পাণ্ডারা আমাদিগকে মন্দির দর্শন করাইতে লইয়া গেল। পথ হইতেই তিনু-

কের। আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনুধাবন করিল। প্রথমে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির বাসী সামান্য দেবতা দর্শন করিয়া রণ ছোড়জির আলয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। মন্দিরটি অতিশয় প্রকাণ্ড এবং তাহাতে কারুকামা ও পারিপাটোর ও অসম্ভাব নাই। এইরূপ উক্ত আছে যে নয়ানগরাধিপতি যমরাজ কর্তৃক প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা পূর্বকালের আর কোন চিত্র দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে বর্তমান ছিলেন, সে সময়ে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে যে এত আশা করিয়া তাদৃশ ক্লেশ ভোগ করতঃ এখানে আসিলাম, এক্ষণে সে আশায় একে বারে নিরাশ হইলাম। এই একটি প্রধান দেবালয় তিন্ন আর এখানে প্রায় কিছুই অপকৃপ নাই। বাহ্য হউক কিন্তু মন্দিরটি সামান্য কাণ্ড নহে। ইহার মধ্যে বলভদ্র, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণাঙ্গী মত ভানী প্রভৃতির বিগ্রহ সকল এক এক স্বতন্ত্র কুঠরীতে অধিষ্ঠিত আছে, সর্ব প্রধান কুঠরীতে রণ ছোড় মহারাজের মূর্তী। এখানকার ভাব দেখিয়া তাহাকে চেনা যায় না; এখানে সে তুলন ঠামও নাই, সে মোহন যুরলী ও, নাই এবং

মন্তকেও তিতিডি চারার ন্যায় চূড়াও নাই। এখানে রাজ রেশা পট্টাঘরাদি রাজ পরিচ্ছদ পরিহিত, শীঘ্র দেশে রাজোচিত উষ্ণীষধারণ এবং তদুপরি রাজছত্র উন্নমিত। বুদ্ধাবন বাসিনী গোপাঙ্গনা গণের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দেখিলাম না। মন্দিরটি কঠিন প্রস্তরে নির্মিত, এবং যদি কোন অসাধারণ ঘটনা ঘাড়া বিনষ্ট না হয়, তবে আরও বহুকাল স্থায়ী হইবে। কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক কোন্ সময়ে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ অবগত হইতে পারিলাম না। স্থানে স্থানে প্রস্তরে লিপি সকল উৎকর্ণ করা আছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই আধুনিক; যে দুই এক স্থানে পুরাণ লিপি আছে, তাহা কাল ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পড়িতে পারিলাম না।

স্মারিকা এবং তম্বিকটবর্তী ভূভাগ গুজরাটে পতিত খাস রাজ্য। নগরের বাহিরে ইংরেজদিগের শিবির সংস্থাপিত আছে। গেমতী হইতে সাত কোশ দূরে রামড়ানানে গ্রাম। সেই স্থানে বাকী দিগের অদ্ভুত ছাপ দিয়া থাকে। তদ্বর্ণনোৎসুক হইয়া আমরা তথায় চলিলাম। পথি মধ্যে কতক কালি জনসমূহ গ্রাম দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে

দুর্ভাগ্য বাঘের লোকেরা ভয় করিত। ই রাজারা  
তাহাদের গ্রাম উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। রামড়া  
অতি সামান্য গ্রাম, দর্শন যোগ্য কিছুই নাই।  
অনন্তর ছাপ দেওয়ার ব্যাপারটা অবলোকন করি-  
লাম। আমাদের দেশে বৃষোৎসর্গ আছে  
অবলা। নিরুপায় গোবৎসকে যাদৃশ দাগিয়া  
দেয়, ইহাও তদনুরূপ। তবে প্রভেদ এই যে  
দুর্ভাগ্য গোবৎসকে কেবল দুই পাখের দুইটি  
দাগ দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে সচরাচর দুই হস্তে  
চতুরঙ্গ দাগিয়া দেয়। রামড়া হইতে একটা  
গ্রাম তিন ক্রোশ প্রশস্ত খাড়ি পরে বেটদীপ।  
অনেকে কহিয়া থাকেন যে এই স্থানেই আদি  
দ্বারিকা ছিল। যাহা হউক এখানে বিস্তর প্রাচীন  
মন্দিরও ঘোর সমারোহ ছিল। নিতান্ত দুঃখের  
বিষয় এই যে সেই সমস্ত দেবালয় সমূলে বিনষ্ট  
হইয়াছে। কএক বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত এপ্রদেশে  
বাঘের লোক দিগের ভয়ানক উপদ্রব ছিল।  
গাইকবাড় তাহাদিগকে শাসন করিতে অশক্ত  
হইয়া ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন।  
অবাধ্য বিক্রম ইংরাজ সৈন্য তাহাদের প্রকার  
পঞ্চাৎ ধাবন পূর্বক নান্য স্থানে পরাক্রম ও  
নিষ্কীর্ণিত করিলে, অবশেষে তাহার এই বেটদীপ



পাশাপাশি অসংখ্য মন্দিরে আশ্রয় লয়। তাহার মনে করিয়াছিল যে শিলাময় দৃঢ় প্রাচীরের অন্ত-  
রালে নিরাপদে থাকিয়া অমোঘ ইংরাজ বীর্যে  
প্রতিঘাত করিবে। কিন্তু হইল কি, না, তাহাদের  
ত সর্বনাশ তখনই হইল, অধিকন্তু ভারত বর্ষের  
এক প্রধান ভীষণ স্থানের অতি প্রাচীন এবং বিপুল  
অর্থপূর্ণগমে সমাহিত আরুহ্যপতি বিদ্যার কার্ত্তি  
স্বরূপ মন্দির গুলিও একেবারে সমভূমি হইয়া  
গেল। তৎপন্থর তাড়িয়া লোকেরা এবং গাইক-  
বাড় ও বাম রাজা কর্তৃক তৎস্থানে নূতন মন্দির  
সকল নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাইলাম  
পূর্বমত হয় নাই। বহী হউক এখনও যে প্রকার  
ঘটা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাও সামান্য নহে।

এক্ষণে আমাদিগের দ্বারিকা ক্ষেত্র দেখা হইল  
বটে, কিন্তু আদৌ সেই নগর কোথায় ছিল  
নিশ্চয় নাই। অনেকে নির্ণয় করেন যে গোম  
তী ভারবতী স্থানেই তাহা নির্মিত হইয়াছিল।  
আবার কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে বেট  
দ্বীপই দ্বারিকা পুর্বের অধিষ্ঠান। অন্যান্য লোকে  
আবার অন্যান্য স্থানে নির্দিষ্ট করেন। যাহা  
হউক মৌর্য ই উপদ্বীপের এই প্রান্তে যে দ্বারি  
কা পুরী ছিল তাহাও কোন সন্দেহ নাই।

তবে এমন হইতে পারে যে যথায় দ্বারিকা ছিল, সেই স্থানটী কোন প্রাথমিক কারণে সাগর তলে অধোনত হইয়াছে।\*

‘দ্বারিকা’ মাহাত্ম্যে, গ্রন্থে উক্ত আছে, যে দ্বারিকা ক্ষেত্রের পূর্বতন নাম কুশদ্বীপ বা কুশাবর্ত দেশ। পুরাকালে কুশ নামে এক দৈত্য এই স্থানে রাজত্ব করিত, তন্নিমিত্ত ঐ নাম খ্যাত হয়। ভাগবৎ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে অনন্ত নামে এক সূর্য্য বংশীয় রাজা আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়া ইহা অনন্ত দেশ নামে অভিহিত হইয়াছিল। যদিও কোন পুস্তকে ইহার সীমাস্বরূপের স্পষ্ট বিবরণ নাই, তথাপি নিঃসংশয় অনুমান হয়, যে এই তিনটী নামই একদেশের, এবং সেই দেশটী সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের এই প্রান্তভাগ। বেট দ্বীপের পুরী সম্বন্ধে ইহাও প্রথিত আছে, যে তথা শংখাসুর নামে এক দুর্দান্ত দৈত্য বাস করিত,। অক্রম্য তাকে বিনাশ করিয়া এই পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। প্রভাস খণ্ডে উক্ত আছে যে দ্বারিকা ক্ষেত্র বার যোজন বিস্তৃত ছিল। অধুনাতন যে স্থানটী দ্বারিকা বলিয়া নির্দেশ করে, তাহা কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৫০ কোশ পশ্চিম। এক্ষণে যে

সমস্ত বাঘের লোক আছে, বোধ হয় ইহার।  
মেকালিকার দৈত্য মানব জিগের বংশ। ইহাদের  
শকার চরিত্রে বেলুচী জিগের সহিত অনেক  
সাদৃশ্য আছে।

১৪ অগ্রহারণ আমরা স্থলপথে শকট বাহনে  
দারিকা ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলাম। অনেক দূর  
পর্যন্ত সাগরের কূলে কূলে আসিতে আসিতে  
স্থলভাগে কেবল শিলা, শৈল, প্রান্তর এবং মধ্যে  
মধ্যে তুই চাষি খানি কুটির সম্বন্ধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
গ্রাম নয়ন পথে পতিত হইল। আর তাহার  
পাশেই দেখিতে লাগিলাম যে নীল রাগ রঞ্জিত  
অপার অগাধ জলধি বেন ভূভাগকে গ্রাস করি-  
বার নিমিত্ত ঘোর ভীষণ গর্জন পূর্বক আক্রমণ  
করিতেছে। এবং তাহার বিক্ষুব্ধ পৃষ্ঠে ইতস্ততঃ  
বিক্ষিপ্ত ভাসমান পোত সকল ক্ষুদ্র পক্ষ খেচরের  
নাগ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এদেশের সৃষ্টিকা  
এমন কঠিন ও নীরস মনস। গাছও তেজে পত্র  
নির্মিত করিতে পারেনা। অধিবাসী লোকেরা  
বিলক্ষণ বলবান, দৃঢ়কার, সাহসী ও সহিকু।  
তাহাদের শরীরে মেদ ও রসের আধিক্য নাই।  
তাহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিতে পারে।  
যদিও সমস্ত ভার ব্যতীত অপরাপর লোকের মধ্যে

মিথ্যাকথন, চাতুর্য্য প্রভৃতি সভ্য পদবী সমাজের  
 মণিময় ভূষণ গুলি অদ্যাপি প্রবর্তিত হইতে  
 পারে নাই। ইহাদের পরিচ্ছদ প্রণালী যদিও  
 দেখিতে অতি উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু কস্মিন্থকার  
 পক্ষে সর্বতোভাবে উপযোগী এবং শরীরের কোন  
 অঙ্গ ও অনাবৃত থাকেনা। আমাদের দেশে  
 যেমন বস্ত্র লইয়াই অসামান্য এবং তদ্বারা নগ্নতা  
 দূর না হইয়া বরঞ্চ সেই ভাবটী অধিকতর ঘৃণ্য  
 রূপে প্রতীতমান হয়, ইহাদের তদ্রূপ নহে।  
 এদেশের প্রধান খাদ্য বাস্ফর, দুগ্ধী লে কেরা  
 ভুট্টা ও জোয়ারা খাইয়া থাকে। গোধূম, চণক  
 এবং কোন কোন স্থানে ধান্য ও উৎপন্ন হয়,  
 কিন্তু এই সকল শস্য দুর্মূল্য আর সাধারণে তাহা  
 খাইতে পারেনা। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে কার্পা-  
 সের চাসই বিস্তর। আমেরিকার যুদ্ধের সময়  
 তথা হইতে তুলার নিগম বন্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে  
 তুলার আবাদ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং তদবধি  
 গুজরাট মধ্য ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণে প্রচুর তুলা  
 উৎপন্ন হইতেছে।

আমরা যে পথে প্রত্যাবর্তন করিতে ছিলাম,  
 তাহার উত্তরে খান্মালিয়া ও যাম নগরাদি স্থান

রাজ্য অতি প্রাচীন, এবং পূর্বে বিস্তারিত ও বিক্রম-  
শালী ছিল। এক্ষণে যামরাজার ধুম ধামের  
কৃতি নাই। তাবৎ কাঠিবাড়ের মধ্যে বহুাড়ের  
ইনি অধিতীয়। যাম নগর অথবা নয়ানগর অতি  
সুশোভিত, তবে শৃঙ্খলা স্মৃতি এবং পবিত্রতা  
অভাবে, এতদেশীয় অপরাপর নগর অপেক্ষা  
তাদৃশ বিশেষ রূপে বিখ্যাত হইতে পারে না।

অনন্তর রাবেল প্রভৃতি কএকটি স্থান অতিক্রম  
করিয়া, পুরবন্দরের উত্তর দিকদিয়া পুনরায় জুনা-  
গড়ে আগমন করিলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে  
গির্গার গির্গার আরোহণ করিবার কল্পনা করিতে  
লাগিলাম। আমার বঙ্গ দেশ স্বভাব জ্ঞাত অসার  
অবচার ময় মেদস্পূরিত প্রকাণ্ড দুশ্চল শব্দ  
দেখিয়া একব্যক্তি কহিল “আপ্‌মে পাহাড় কা  
উপর তক্‌ চড়া নেহি যাগা, চড়াই বহুৎ হ্যায,  
বড়ি কঠিন”। তাহার কথা শুনিয়া বড় খিঁস  
হইলাম। বাহা হউক রাত্রি প্রভাত হইলে  
একটি লোক সন্মতিবাহারে লইয়া গির্গারোহণ  
করিতে চলিলাম। নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া  
বারিহ হইয়া অন্যান্য অর্ধ ক্রোশ গমন করিয়া  
সামোদর কুণ্ডে উপনীত হইলাম। তথা পর্বত  
জাত একটি প্রস্রবণকে কিয়দূর পর্যন্ত বন্ধ রাখিয়া

একটি কুণ্ডের মত করিয়াছে, এবং তন্মধ্যে স্নান করা মহা ফলোপকারক বলিয়া বর্ণনা করে। পাণ্ডার ও অভাব নাই। কুণ্ডের উপরেই তিনটি মন্দির আছে, তাহাতে রুক্ষ বলতদ্র রুক্ষাণি এবং বীর পুঙ্গব হনুমন্তের মূর্তি আছে। এই স্থান অতিক্রম করিয়া পূর্বাভিমুখে চলিলাম। দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল এবং পুরোভাগে উত্তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গ সকল দৃশ্যমান হইতে লাগিল। ক্রমে নগাধোভাগে পৌঁছিলাম। এখানে তবেশ্বর শিবের মন্দির, ও তৎপার্শ্বে মৃগকুণ্ড। কথিত আছে পূর্বকালে একটি মৃগ ঐ কুণ্ডে পতিত হওয়ায় সেই চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। তদবধি ইহার নাম মৃগ কুণ্ড হইয়াছে, এবং যদি ও ইহার জল অতিশয় কদম্ব তথাপি লোকে অকাতরে তন্মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকে। এই স্থান হইতে পর্বতের উচ্চতা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পথটি উত্তম রূপে নির্মিত, মধ্যে মধ্যে এক একটি বিশ্রাম কুটির নির্মিত আছে। প্রথম প্রথম উৎসাহ পূর্বক উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু কিয়দূর গমন করিয়াই হস্ত পদ নিতান্ত ভার বোধ হইতে লাগিল। এক একবার কোন বনস্পতির ছায়ায়

আশ্রয়ে শিলাতলে উপবেশন পূর্বক বিগ্রাম ও পার্শ্বীয় শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।  
 বিবিধ জাতীয় বন্যপাদপ এবং আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল স্বভাবতঃ অপয্যাপ্ত রূপে উৎপন্ন হইয়া তাবত পর্বতকে নিবিড় হরি-  
 দর্পে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও গিরি-  
 শৃঙ্গগণ উদ্ভদ করিয়া করীকর গদৃশ ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া উত্তাল রূপে উন্নত হইয়া রহিয়াছে;  
 এবং তাহর পার্শ্বেই অতি গভীর ভীষণ গহ্বর আতল আনত হইয়া রহিয়াছে। এই রূপে দেখি-  
 তে দেখিতে ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম পথটী কুটিল হওয়ার আরোহীদিগের পক্ষে বড় সুগম হইয়াছে, নচেত সরল হইলে উপরে উত্থান করা যৎপরোনাস্তি কঠিন হইত। আমরা উঠিতে উঠিতে বক্রতা অনুসারে এক একবার পর্বতে র একান্ত প্রান্তে তাগে আসিয়া পড়িলাম। তখন অধোদৃষ্টি করিলে ছদকম্প হয় এবং স্বতঃই নেত্র নিম্নলিত হইয়া যায়। এবম্প্রকারে চুলতে চলিতে ভূধরের প্রথম শিখরে আরোহণ করিয়া জৈন মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম। মন্দির সম্বন্ধে জৈন দিগের সর্বত্রই জিত। কি গঠন নৌকব, কি কারু কার্য কি বহুত্ব, কি সংখ্যা।

কি পারিপাট্য এবং কি সৌন্দর্য্য তাৎৎ বিষয়েই ইহাদের দেবালয় শ্রেষ্ঠ । এতাদৃশ ছুরারোহ উর্দ্ধে ইহার। কেবল মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার সংলগ্ন ধর্ম্মমালাও নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে এই স্থান অতিক্রম করিয়া কিঃদূর উচ্চে উঠিয়া গোলুখ্যা কুণ্ডে উপনীত হইলাম । ইহাও একটা বন্ধ করা উৎস । কিন্তু এই প্রস্তরবনের তল অতি নিৰ্ম্মল ও শীতল আর তুষিত পথ প্রান্ত লোক দিগের দক্ষে অমৃত তুলা মিত । কুণ্ডের দুই দিকে দুইটি শিব মন্দির । এই স্থানে অনেকগুলি সন্ন্যাসীকে শিবরাধনা করিতে দেখিলাম । অনন্তর ক্রমশঃ আরোহণ করিয়া অন্নদেবীর মন্দিরে পৌছিলাম । মন্দিরটি অতিশয় প্রকাণ্ড এবং হিন্দুদিগের একটা কীর্ত্তি বলিয়া স্বাকার করিতে হইবে । মন্দিরের অভ্যন্তরে নিত্যন্ত অন্ধকার । যেখানে দেবীর বিগ্রহ, তথা দীপালেকের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । মূর্ত্তি খানিও অতি ভীষণ, শীতলা মূর্ত্তির ধরণে গঠন । এখান হইতে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ গমন করিয়া এই শিখরের চূড়া প্রাপ্ত হইলাম । তথা হইতে চতুর্দিকে কেবল পবিত্র শৃঙ্গ নয়ন পথ অবরোধ করিল এবং ঘোর গভীর কন্দর নিরীক্ষণ করিয়া ।



মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এই গিরিকূটে গোত্রক নাথের চরণাঙ্ক আছে। তাহার সম্মুখে শৈল শিখরের নিত্য প্রান্তভাগে এক খণ্ড রুহ্ম শিলার মধ্যে একটি একান্ত স্বপ্নায়ত সুড়ঙ্গ আছে, তাহার বহুমুখ পর্বতের ঠিক কিনারায়, সেখান হইতে পদস্থলিত হইলে অন্যান্য সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইতে চকিবে। কথিত আছে যে মনুষ্য এই সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইতে পারে, সে চৌরাশী নরক হইতে পরিত্রাণ পায়।

অনন্তর এই স্থান অতিক্রম করিয়া একটি কন্দর পারে গির্গারের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহাতে মৃত্তিকার লেশ মাত্র নাই, কেবল বিশাল পাষাণ স্তূপ মাত্র। ইহা লব্ধ দণ্ডের ন্যায় উন্নত, এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মধ্যস্থিত কন্দর পার হইয়া ইহা আরোহণ করিতে প্ররত্ত হইলাম। এখানকার পথ সোপানের ন্যায় নিম্নিত এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। উপরে উত্থান করা নিরতিশয় দুঃসাধ্য। দুই পানি উঠিতেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে থাকে। উঠিবার সময় এমন সাহস হইল না যে একবার দাঁড়াইয়া চতুর্দিক অবলোকন করি। কোন কোন স্থলে রুকারোহণের ন্যায় দুই হাত ও দুই পা প্রয়োগ

দ্বারা উঠিতে ইষ। একবার দৈবাৎ পদস্থলিত হইলে আর দেখিতে শুনিতে নাই। যাহা উক বহুকর্মে উপরে উঠিলাম। উপরের পরিসর অতি অল্প। উর্দ্ধ সংখ্যা সর্দ্ধ দুই হস্ত চতুঃস্র পণ্ডিত হইবে। ইহার উপর দণ্ডায়মান থাকিতে পারা যায় না। শরীর কঁপিতে থাকে। এই স্থানে একটা বেদির উপর গুরু দত্তাত্রেয়ের চরণঙ্ক আছে। কথিত আছে তিনি এই স্থানে কিছু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ বেদির পাশ্বে অধোভাগে জৈনদেগের ভগবান নেমনাথ স্বমীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে।

এই শিখরের সম্মুখে একটা বহুমুখ কন্দর ব্যবধানে আর এবটা শূঙ্গ। তাহার কূটদেশে ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান। এখান হইতে নন্দিরের স্বজা দ্রষ্ট হইল, কিন্তু তথা যাইবার পথ নাই, আর লোকেও সচরাচর গমনাগমন করে না। এক ইচ্ছা ছিল, ভদ্রকালী দেখিরা আসি; যেহেতুক কেবল তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তই এত কষ্ট স্বীক পূর্বক পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু শরীর এমন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিল যে আর এক পদ চলবার সামর্থ্য ছিল না; অধিকন্তু পথ নাই। এই সকল ও অন্যান্য কারণে এখান হইতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলাম। কএক বৎসরাবধি

ভদ্র কালী আর পুণ্যকার মত ভোগ পান না। পূর্বে অঘোরী অথবা অঘোর পত্নী সাম্প্রদায়িক লোকে তাহার সম্মুখে অজুস্র নরবলি প্রদান করিত এবং তদন্তে সেই মাংস ভক্ষণ করিত। চিরন্তন কালাবধি এই রূপ চলিয়া আসিতে ছিল। শুনা যায় যে পূর্বে এই পর্বতে যত যত্রা আসিত, অঘোর পত্নীরা তাহার অধিকাংশই ধরয়া লইয়া যাইত। সন্স্কৃতি ইংরাজ বাহাদুরেরা এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডী নিবারণ করিয়াছেন, নচেৎ আরও যে কত মনুষ্যকে ভদ্র কালীর সৈবেদ্য হইতে হইত, বলা যায় না। এক্ষণে অঘোরা দিগের আর প্রাচুর্য্য নাই; তাহারা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে আর ভয়ে কোথায় কোন অত্যাচার করিতে পারে না। তাহাদের বিকট মূর্তি ও ভীষণ বেশ ভূষা দেখিলে, বাঙ্গালির প্রাণ উড়িয়া যায়।

গির্গারে আর একটি আলোচনার যোগ্য বিষয় আছে। মগধাধিপতি প্রসিদ্ধ ভূপতি অশোকের একটি দীর্ঘ অনুশাসন পত্র খোদিত আছে। তাহাতে অশোক রাজা এই রূপ উপদেশ লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, যে হিংসা করিবে না, অন্নও ব্রাহ্মণ দিগকে বর্ধেয় সম্মান করিবে, মাতা পিতা

ও অস্বীয় বস্তু গণকে মান্য করিবে এবং তাহা-  
দিগের সহিত স্নেহ এবং রাগ করিবে, কোন ধর্মের  
প্রতি বিদ্বেষ করিবে না, পরন্তু যে ধর্ম যুক্তির  
অনুকূল তাহাই অবশ্য গ্রহণ করিবে, সকল মনুষ্য  
এবং প্রাণী মাত্রেয় প্রতি দয়া করিবে আর সর্ব-  
প্রকারে ধর্ম ও মনীষ্য আচরণ করিবে। তন্মধ্যে  
ইহ ও উল্লিখিত আছে যে তিনি প্রজা দিগের  
হিতার্থ প্রমত্ত রাজ-বস্তু কুপ এবং মনুষ্য ও  
অমান্য জন্তু দিগের অশ্রয় স্থান নির্মাণ করিয়া-  
ছিলেন। তদানীন্তন পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে প্রধান  
রাধা ছিলেন, তাহাদিগের সহিত তাহার মিত্রতা  
ছিল এবং তাহাদিগকে উপরোক্ত ধর্ম প্রণালী  
প্রতিপালন ও প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়া-  
ছিলেন। তাহাদিগের ও নাম উল্লিখিত আছে,  
যথা এণ্ডিগাস, টেলমা, মগা, আলেকজান্ডার  
এবং এন্টিগোনস। ইহারদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান  
হইতেছে যে বৌদ্ধ ধর্ম ইজিপ্ত গ্রীস ও ইটালী  
পর্যন্ত প্রচার হইরাছিল।

গির্গার পর্বতের অধোভাগে পূর্বকালে গিরি  
নগর নামে একটি নগর ছিল। তথা যত্নবান  
পদ্মত চুড়া সমা বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। ইত্যাদের আদি সম্রাট কর্ণেল টিউ এই  
 রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “অফিফা” খণ্ডে ইখিও  
 পিয়া দেশে শোণিত পুত্র নামে এক নগর ছিল। ত-  
 খ বাগাসুর রাজা ছিল। কুরুকীর পৌত্র অনিরুদ্ধের  
 সন্তান বনাসুরের বন্যার বিবাহ হয়। তাসুর  
 পত্নীর পুত্র সম্ভব না থাকায়, অনিরুদ্ধের বংশই  
 শোণিত পুরে রাজত্ব করিতে থাকেন। অনন্তর  
 মুসলমান পরগণার মন্সুর বান প্রাচ্যভূত হন  
 তৎকালে সেখানে দেউল নামে রাজা ছিলেন।  
 তাঁহার চার পুত্র মন্সুরের ভয়ে পলায়ন পূর্বক  
 গিরিয় দেশে এক পর্বত আশ্রয় গ্রহণ করেন।  
 মন্সুর এখনেও তাহাদিগকে অক্রমণ করায়  
 তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়ল। তখন তাহাদের  
 মধ্যে অস্পতি নামে এক ভাই ইচ্ছা পূর্বক মুস-  
 মান ধর্ম গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা নরপতি  
 আগিয়া গজপতি অধিকার করিল। তৃতীয় ভ্রাতা  
 গজপতি গৌরাষ্ট্র আগিয়া এই চুড়া সম্রাট বংশ  
 স্থাপন করিলেন; এবং চতুর্থ ভ্রাতা মেবাড় রাজ্যে  
 গিয়া ভট্ট বংশ স্থাপন করিলেন। তৎপক্ষে  
 কর্ণেল বাকার সাহেব লিখিয়াছেন যে ‘বাদব  
 শুলীতে যত্ন বংশ নাম হইলে তাহাদের মধ্যে  
 চারি জন পলায়ন করিয়া গিরি দেশে আস্তে

হিলাজ দেবীর নিকট অস্ত্র লয়, এবং তাহা-  
দের এক জন হইতে চুড়া সমা বংশের উৎপত্তি  
হয়। প্রথমোক্ত কাহিনী টী কত দূর সম্ভব  
তাহা বিচার করা অতি দুর্ব্বল পরন্তু দ্বিতীয় টী  
অপেক্ষা কৃত সম্ভব।

গিরি নগরে একগু ও বিস্তর বংশাবশেষ দৃষ্ট  
হয় এবং তাহা হইতে অদ্যাপি প্রস্তরাদি লইয়া  
জুনাগড়ের অট্টালিকাদি নিৰ্ম্মাণ হইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে গিরির গিরির সমীপে বামন  
শ্রী নাম এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। ইহা বহু  
দিন পর্য্যন্ত এই পদেশে রাজধানী ছিল।

জুনাগড় হইতে প্রায় ত্রিশ কোশ দক্ষিণে  
সমুদ্রতীরে ওতস। এক্ষণে তাহা নামা নাম  
আখ্যাত হয়, যথা, বেরাবল পাটন, প্রাচী পাটন,  
প্রভাস পাটন, এবং সোম নথ বা সোমেশ্বর  
পাটন। ইহাতে একটী দীপ বলিলেই হয়,  
কেন না ভূম সমলয় ভগতী এক খড়ির দ্বারা  
পরিবেষ্টিত বর্তমান নগরগী ক্ষুদ্র, পরন্তু বন্দা টী  
উৎকট। এই স্থান প্রসিদ্ধ সোম নথ দেবের  
অধিষ্ঠান। ইতিহাসের মধ্য দেবালয় এবং দেব  
পুজার অতিবহু সমৃদ্ধ যত বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে  
সোম নাথের অধিষ্ঠান। ভারতবর্ষের ইতিহাসে

ইহার বিবরণ আছে, এবং এহলে পুনরুদ্ধার  
 প্রয়োজন নাই। গজনী পতি মহম্মদ ১০২৪  
 খৃষ্টাব্দে সোম নাথের স্বপ্নরোনাতি নিগ্রহ করেন  
 ও মন্দিরাদি সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলেন। তদনন্তর  
 আর ১৫ বৎসর পরে, সুনহিলবাড় পাটনের  
 রাজা বুনার পাল ভাউ বৃহস্পতি নামক এক  
 ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া মন্দির পুনর্নির্মিত ও  
 সৌন্দর্য্যরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রভাস  
 ক্ষেত্রেই যজুর্বংশ স্থাপন হয়। কথিত আছে যে  
 হাঁদ নদী যথা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে,  
 সেই স্থানে যজুর্বংশীয়েরা মধু পানে (মুগা পানে)  
 উদ্বৃত্ত হইয়া পাম্পর গ্রহণ পুরুষ কাল প্রাপ্ত  
 হয়। প্রভাস অতি পবিত্র তীর্থ। ইহার এতা-  
 দ্বিক মাহাত্ম্য যে শত বার কাশা দর্শন যে কল  
 না হয়, এক বার প্রভাস যাত্রায় সেই কল হয়।

অনন্তর পালিতমাতি মুখে যাত্রা করিলাম।  
 রাজ্য কোটে বৈষ্ণব গভর্ণর সাহেবের দরবার হইবে,  
 রায় বাহাদুর সেই দরবার দেখিতে আসিতেছিলেন  
 পথিমধ্যে মিলিত হইয়া আমিও তাঁহার সহিত  
 চলিলাম। কএক দিনের মধ্যে রাজ্য কোটে উপনীত  
 হওয়া গেল। এই নগরটা সুনামখ্যাত এক কঠী-  
 বাদীর রাজ্যের রাজধানী ব্রিটিশ প্রতি নিধিও এই

হান্নাই অবস্থিতি করেন। নগরের সম্মুখক প্রান্তরে রাজারা স্ব স্ব শিবির সংস্থাপন পূর্বক প্রায় দুই ফ্রোশ পর্যন্ত স্থানটি অতি সমারোহাভিষিক্ত করিয়া ছিলেন। ছোট বড় একশত অট্টালিকা জন রাজা সমবেত হইয়াছিলেন। রাক্ষুসে দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে যাদুশ বড় বড় কদরাস্তা তাহা ইহাদের রাজ্য তক্ষণ নহে। বাস্তবিক জুনাগড়ের নবাব বাতিত ইহার কেষ্টই রাজা নহে। সকলেই শুকরাট পতি গাইকবাড়ের অধীন যাইগীর দার মাত্র। অত্যাঁপ গাইকবাদের দরবার হইতে ইহার পটেল অর্থাৎ পট্ট ওয়ালা নামে অভিহিত হন। গাইকবাড় ধীন বল হইরা পড়ায় ইহারা স্ব স্ব প্রধান হইতে ও যের উৎপাত বিধিতে আশ্রয় করিয়াছিলেন তৎসূত্রে ইংরাজ বাহাদুরেরা হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রতি নবির নিযুক্ত হয়। সেই অবধি ইহার শাসিত হইয়াছেন ও আপন আপন নির্দ্দষ্ট কর প্রদান করিতেছেন। পাত্ত অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ও নিষ্কৃত পাইয়াছেন। গবর্নমেন্ট কর্তৃক ইহারা প্রৌভূত হইয়াছেন। প্রথম প্রৌভূত জুনাগড়, যাম নগর তউ নগর এবং ত্রাংপুর রাজ্য দ্বিতীয় প্রৌভূতে মাত হন তৎপরে পালিতানার ঠাকুরও এক জন। ইত্যাদি



স'ত আট ঘণ্টা আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রণীত রাজারা আপন প্রজাদিগের প্রাণ দণ্ড বিধান পর্যন্ত করিতে পারেন। পর্তু কেহ যে দৌরাভ্য অথবা অবিচার করিয়া অবা হুতি পাইবেন, তাহার উপায় নাই। সাক্ষাৎ কালাহকের ন্যায় ব্রিটিশ প্রতি নিধি সকলের উপর পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, কাহার সাধা এক শ কপে অন্য বনেন।

রাজ চক্রবর্তিনী ঠা'ল'ওঁর্ধ্বীর প্রাতি নিধি শাসন কর্তাকে সার্কভেনিক অর্থাৎ এদান করিতে তাহে রাজ ই স'জ্জ হইয়া এট স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলের মধ্যে য মরাজা ই অধিক অ'ড়ম্বর ও ধূম ধ'ম। অন'র অ'খ য'ন পর্যন্ত সমুল উহার তদ ত'রিত্ত জু' থানি গ'র'বমান আছে। একথানি এক অর্থাৎ এক গ'র'কুট আর এক থানি জু'ড় অর্থাৎ দ্বিগুণ কুট। জু'ড় থানি অ'ত ব'হুৎ, চক্র-গুলি এক তলা প্রমণ উচ্চ। গঠনে কিছুনা'ত্র কেশল নাই, কেবল কতক গুলা ক'কট স'য়ে গ দ্বারা স্তম্ভাকার করিয়াছে মাত্র। ব'হুৎ সমতল না হইলে, তদ'রো'ধে গমনা গমন করা অতি বিপদ জনক ও অসুখকর। এই সমস্ত শুষ্ক বৃথ ও অবোধ অভিমান মূলক। যাহা হউক দেখতে কাণ্ডটা বড় মন্দ নহে। হেমবর ক'ক' কা'থ সমাহিত

চন্দ্রাতপ, এবং তক্ষপ অচ্ছাদন ও অন্যান্য ভূবায়  
ভূষিত থাকায় দেখতে অত্যন্ত গৌরবান্বিত ও  
কৌতুক জনক।

আর এক ম স কাল এই প্রান্ত-টী এক অপূ-  
ৰ্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। এক জন রাজা এক  
স্থানে থাকিলেই সেখানে কত শোভা হয়, তাহাতে  
এখানে ত গণ্ডা গণ্ডা রাজা আসিয়াছেন। যাহার  
যে ঐশ্বর্য্য বাজক বস্ত্র ছিল তিনি তাহা দুইয়া  
আসিতে ক্রটি করেন নাই। অনেক এক উপায়ে  
নিশ্চয় পুণ্যপ্রস্তু হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক বস্ত্রদূর  
পর্যন্ত শিবির সকল সংস্থাপিত থাকায় বস্ত্র গুচ  
নির্মিত এক অপরূপ নগরের ন্যায় প্রতীতমান  
হইতে লাগিল। এক দিকে গণ্ডার সাহেব ও তদীয়  
সভাসদ এবং অনুচর বর্গের অধিষ্ঠানার্থ তথ্য  
সকল অত্যন্ত শুল্ক পুঙ্ক সংস্থাপিত; তাহার  
সম্মুখে বিচিত্র কাগজাদ দ্বারা বিশাল সিংহদ্বার  
নির্মিত ও সুবর্ণপতকা সকল উড়ডান হইতেছে।  
তত্ত্বলা আড়ম্বর সহকারে বড় বড় রাজাদিগের  
শিবিরও স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এই  
সমস্ত ব্যাপার অতিশয় নয়ন রঞ্জ ও শ্রুত চমক  
যজ্ঞপ রাজগণ প্রকাশ রসবাজক বেশ তুষা পরি-  
হিত, সাদা পদাভরণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধন্যত্ব

বলি, সজ্জা সমভিষাচারে সর্বদা গমনাগমন  
করিত। কেবল মতীর বিজনীতে সুসুপ্তি কাল বা তত  
হেন্ত্র যুগল অরিশ্রম পাইল না, তজ্জপ, সজ্জা  
সংক্রান্ত মচেরে হেঁসার বও পদটককার স্বনি,  
উত্তম মাতঙ্গ যুগের রুঃনাদ পদাতী গনের চরণ  
দপ, অস্থানের নিবড় ঘর ঘর শব্দ, ডঙ্কা বাদ্য  
এবং তুত পঠ ইত্যাদি বিবিধ শব্দ আবর্তিত বর্ণ  
কুচরাক বিলোড়িত করিতে লাগিল।

এই ক্রমে রাজগণ দরবারের প্রতীকা করিতে ছিলেন  
অনন্তর ২৯ এ অগ্রহাষণ গণের সাহেব রাজকোটে  
উত্তরিলেন। রাজার উত্থাকে বগোঁচত, সংকার  
পুঃসর অস্থান করিয়া শিবিরে আনয়নার্থ যথা-  
সাধা সমারোহ-পূর্বক অগ্রসর হইলেন। গণের  
সাহেব যাব রাজার গজরথারোহণে ছুই একটা  
প্রধান অধিরাজকে সঙ্গে লইয়া যাব শিবিরে উ-  
নীত হইলেন। অন্যান্য রাজারাও পশ্চৎ পশ্চৎ  
গমন করিয়া উহাকে আশ্রমে রাখিয়া বন্দনা  
পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পর  
দিন বেলা চারিটার সময় দরবার বসিলে। রাজ  
বাহাদুরের সমভিষাচারে অশ্রম ও দরবার দে-  
খিতে গমন করিলেন। দরবারের ভাঃ খানি এক  
রুঃ সটলকার দ্বারা উচ্চ ও প্রসন্ন। সনতান

উত্তম গালিচ দ্বারা সজ্জিত। ভায়ুর মধ্যস্থলে গবর্ণর সাহেবের আসন। ইহা আতি পরিপাতি রূপে সজ্জিত এক খানি অত্যাচ্চ খুরশী। ইহার দুই অব্যবহিত পাশে, দুই দুই খানি অপেক্ষা কৃত ক্ষুদ্র খুরশী সংস্থাপিত। তাহা প্রথম শ্রেণীর রাজা দিগের উপবেশনার্থ। তদনন্তর দক্ষিণ ও বাম দিকে পরস্পর সম্মুখবর্তী করিয়া দুই গং-  
 ক্তিতে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি শ্রেণীর রাজ দিগের বসিবার নিমিত্ত খুরশী সকল সংস্থাপিত। তৎপশ্চাতে রাজ পারিষদ গণের বসিবার আসন। গবর্ণর সাহেবের বাম পাশে বিশিষ্ট দর্শক ও রাজ কর্মচারী দিগের নিমিত্ত কতকগুলি আসন ছিল। বেলা তিনটার সময় অবধি রাজ গণ আসিতে লাগিলেন এবং স্বস্থ পদ মর্যাদা অনুসারে অভ্যর্থিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর চারিটার সময় গবর্ণর সাহেব আগমন করিলে দরবার সভা সম্যক রূপে সমা-  
 সান। হইল। সভার বিদূশ শোভা হইয়া ছিল, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। প্রথমেই বিবেচনা করুন, যে যাহার যে উত্তম পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারাদি ছিল বা সংগ্রহ করিতে পারিয়া

হিলেন, তিনি তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন। যথাস্থলে সর্বোচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ আসনে, গভীর মৃত্তি প্রশান্ত। তাব গবর্নর সাহেব আসীন আছেন, এবং তদীয় অব্যবহিত দক্ষিণ পাশে কিঞ্চিৎ নিম্নতর আসনে জুনাগড়ের নবাব ও তাঁহার পরে ভাউনগরের রাজা, এবং বাম পাশে যাম রাজা ও তাঁহার পর প্রাধারাপতি। তদনন্তর বাম পাশে বিবিধ পরিচ্ছদ পরিহিত দেশী বিলাতি দর্শক গণ এবং উজ্জল বাস সামরিক রাজ পুরুষ গণ অধ্যাসীন ছিলেন। অন্যান্য রাজা গণ পূর্বে ক্রম নির্দেশ মতে যথা ক্রমে দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকের পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ও দিকে গবর্নর সাহেবের পশ্চাতে সুশোভিত যথেষ্ট পরি নারী কুল প্রধানা, লোল নান, দুষ্ক কেশ নিতাননা ইংরাজ ললন গণ উপবেশন পূর্বক দরবার শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিলেন।

অনন্তর অর্ঘ্য প্রদান আরম্ভ হইল। প্রথমে পলিটিকাল এজেন্ট এবং পলিটিকাল সেক্রেটারি জুনাগড় পত নবাবকে গবর্নর সাহেবের সম্মুখে লইয়া আসিলেন নবাব বিবিধ উপহার সমন্বিত অর্ঘ্য পাত্র রাজ চক্রবর্তিনী ইংলণ্ডের নারীর উদ্দেশ্যে তন্ময় প্রতি নিধর পাদ পাশে সম্বাধিত

করিলেন। গবর্নর সাহেব, গাত্রোথান করিয়া নবাবের সহিত হস্ত-কম্পাশ্বিত করিলেন। এষ্ট রূপে প্রথম শ্রোতার অর্থ রাজ গণ অর্থ প্রদান করিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় শ্রোতার রাজগণ আনীত হইলে তাঁহার অর্থ প্রদান করিলেন। ইহাদের সময়ে গবর্নর গাত্রোথান করিলেন নাবিসিয়া বাসিয়া হস্ত কম্পন করিলে। এই রূপ রাজগণ স্ব স্ব পদ মধ্যাদ অনুসারে নীত হইতে লাগিলেন। শেষে ছোট ছোট রাজা দাগর দুর্দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল তাহাদিগকে লইয়া আসিতে রাজ প্রতিনিধ কেহই গেলেন না, গবর্নরর জমাদার তাহাদিগকে পলে পালে সঙ্গে কবিয়া আনিতে লাগিল ও তাহারা ছর হইতে শরোনমন পূর্বক প্রণতি করিয়া বিরস ভাবে স্ব স্ব স্থানে প্রতি গমন করিলেন।

অধ্যাপন কার্য সমাপন হইয়া গেলে, এক জন বহুত উচ্চাষ বাধী গুজরাটী, গবর্নর সাহেব রাজ কোটে শুভাগমন করিয়া রাজকুমার কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও সমুদয় কান্তন পূর্বক এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর গবর্নর সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে রাজ গ

মহারাজার প্রতিনিধিকে তাদৃশ সম্মান পূর্বক অভ্যর্থনা করায়, এবং চক্রবর্তিনীর প্রতি তৎপর-বিনয় এবং বশাত্তা প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন. এবং গবর্ণর তাহাদিগকে এই অভয় প্রদান করিলেন যে তাঁহারা যদি মহারাজার বশ থাকিয়া অদর্শিত নিয়মানুসারে রাজ্য শাসন, প্রজা-পালন এবং রাজ্যের উন্নতির বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরুদ্ধেগে আপন আপন সম্বাদিকা-র ভোগ করিতে থাকিবেন, পরন্তু অন্যথা করিলে মহারাজার বিরাগ ভাজন হইয়া বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। বক্তৃত্তা করিয়া সাহেব অধ্যাসীন হইলে, গোলাব উদক সিঞ্চিত ও আতর দেওয়া হইল, একএকটি কুসুমস্তবক বিতরণ করা হইল। তদনন্তর দরবার ভঙ্গ হইল।

পরদিন রাজাদিগের সহিত দরবার হইল, এবং তৎপরদিন গবর্ণর সাহেব প্রথম ও দ্বিতীয় অধিরাজ-গণের শিবিরে পদাশ্রয় পুরস্কার আপ্যায়িত করিয়া আসিলেন। পরে কএক দিন ঘোড়দৌড় হইলে গবর্ণর সাহেব এবং রাজগণ প্রস্থান করিলেন। আমরাও পালিতানায় প্রত্যাপন্ন করিলাম।

দিন কএক পরে রায় বাহাদুর পালিতানা পরি-ভ্রমণ করিয়া অন্যান্য তীর্থ পর্যটনার্থে উত্তরাভি-

মুখে চলিলেন। ক্রমে অনহিল বাড়ী পাটনে উপনীত হইলেন। অনেকে এই নগরের বিবরণ ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকিবেন ইহা ভারত বর্ষের ভাব্য প্রাচীন নগরের মধ্যে একটী অগ্রগণ্য নগর ছিল। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীঃ শাব্দে মাত্র পড়িয়া রাই-সাহেব। ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে বনরাজ কড়ক ইচ্ছা নিমিত্ত ইহা চূর্ণ যৎকালে গড়নীপতি মহম্মদ সোমেশ্বর পাটন লুট করিতে আইসেন, তখন চামুণ্ডা নামে রাজা ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন। এখানকার সকল রাজার মধ্যে রাজা কুমার পাটন ই অধিক বিখ্যাত। তিনি জৈন ধর্মোক্ত ছিলেন এবং মহা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেম চন্দ্র আচার্য্য তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি ১১৪৩ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত হেম চন্দ্র আচার্য্যের ধর্ম বিবয়ে ঘোড়তর তর্ক হইয়াছিল। অনহিল বাড়ী নগরের ধ্বংস হইলে, মুরাট, জামেদারবাদ এবং বরদা এই তিনটি নগর নির্মিত হয়।

পাটনের দেবালয় সকল দর্শন করিয়া রায় বাহাদুর তথা হইতে উত্তরাতিমুখে প্রস্থান করিয়া রাধান পুরের সমীপবর্তী সংখোশ্বরে উপনীত হইলেন। এই স্থানটি জৈন দিগের এক প্রসিদ্ধ



তীর্থ। সংযোজন করিয়া উত্তর পূর্বাভিমুখে  
পৰ্য্যটন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে যে সমস্ত প্র-  
দেশ ভ্রমণ করিতে ছিলেন তদ্ব্যবস্থাপূর্ব্বক কামা  
বন নামে ইচ্ছা ছিল। কামা বন যমুনা তীরে চাই-  
তে গুরাট প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনন্তর  
স্বাধীনতা গুরাট আতিক্রম করিয়া মেবাড়  
দেশে প্রবেশ করিলেন এবং কেশরীয়া নামে উপ-  
নীত হইলেন। এই স্থানের দেবমূর্ত্তি তন্নানক  
বিশাল এবং পুনার যৎপরোনাস্তি ধুম ও আড়ম্বর  
কেশরীয়া নামে সন্দর্শন করিয়া তিনি আবু পর্ব্বত-  
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবু পর্ব্বত অর্ধলি  
গিরি পুঞ্জের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা প্রায়  
দ্বাদশ কোশ অসুত। গিরিতলে অনাসারী নামক  
একটি গণ্ড গ্রাম আছে। এই স্থান হইতে পর্ব্বতে  
আরোহণ করিবার পথ পথটী প্রশস্ত এবং  
এমন কৌশল পূর্ব্ব নিৰ্ম্মিত যে আরোহী দিগের  
বিশেষ রূপ সুবিধা জনক হইয়াছে। আরোহণার্থে  
সাত-বাহন আছে। তাহাতে আরোহীগণকে সাত এ-  
কসাই চারিজন অথবা শরীরের গুরুভার হইলে  
ছয় জন কুলিতে তুলিয়া লইয়া যায়। গিরিপাদ  
হইতে প্রায় তিন কোশ অমোক্ষ আরও পথ অত-  
ক্রম করিয়া ইংরাজ নগর। এই স্থানটী এক

## শুদ্ধিপত্র ।

এই গ্রন্থ মুদ্রাকর্মের সময় আমি দূর স্থানান্তরে থাকায়  
 প্রায় প্রক সংশোধন করিতে পারিনাই, সুতরাং বিস্তর  
 সংশোধন রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে কোনও স্থানে অর্থের  
 বিপর্যয় ও ঘটিয়াছে। এমন কি, পুস্তক দেখিয়া আমারই  
 সত্যতা ঘৃণা বোধ হইতেছে, না জানি পাঠক বর্গের কীদৃশ  
 অসম্মতি বোধ হইবে। কিন্তু পুনর্মুদ্রিত করা আমার পক্ষে  
 অসাধ্য বিবেচনার ক্ষমা করিবেন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা:	পাণ্ডিত্য
অষ্টবিংশতি	অষ্টাবিংশতি	১	১
দিগের	দিগের	১	১৬
জান	বান	৩	২
মাগর দিঘী	মাগরদীঘী	৬	১৯
নৈষদ	নৈষদ	৫	৮
পুন্স	পুন্স	৬	২১
সতত্ত্ব	স্বতত্ত্ব	৯	১৮
সারথী	সারথি	৬	৬
রজন	রজনী	১০	২২
কৃতবদ্য	কৃতবিদ্যা	১২	৮
সুতরাং	সুতরাং	১২	২
কেশরীর	কেশরীর	১৬	১১
কটিদেশ	কটিদেশ	১৫	৫
সুত্র	সুত্র	১৬	২
যক্তি	যক্তি	১৬	৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পাংক্তি
মুমূর্ষুর	মুমূর্ষুর	১৬	৭
স্বীকার	শিকার	১৭	২০
এবং	ইহঁতে	১৯	৩
সুপ্ননখা	সুপ্ননখা	২১	১৩
ইদানিন্ত	ইদানীনন্ত	২১	২
হিস্মীকৃত	হিন্দুকৃত	২১	৮
পরিবেষ্টিত	পরিবেষ্টিত	২৩	১২
বড়	বর	২৩	২০
অসুর	অসুর	২৪	৯
ক্রীকৃষ্ণের	ক্রীকৃষ্ণের	২৫	৫
দুর্দন্ত	দুর্দান্ত	২৫	৫
কংশাসুরের	কংশাসুরের	২৫	৬
আপনশ্রেণী	আপনশ্রেণী	২৭	২১
সুধাংশু	সুধাংশু	২৮	১২
সুশুণ্ড	সুশুণ্ড	৩০	৭
বাণিজ্যপ্রধান	বাণিজ্যপ্রধান	৩১	২৬
জরাসন্ধ	জরাসন্ধ	৩৩	৩
সার্বভৌম	সার্বভৌম	৩৩	১৫
চানকোর	চানকোর	৩৩	৯
শোনভদ্র	শোনভদ্র	৩৬	১৬
মূর্তী	মূর্তি	৩৭	১১
সানিয়া	সানিয়া	৬৮	৬
মুণ্ড	মুণ্ড	৪০	২২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পা. ক্র.
মৈথিলিকে	মৈথিলীকে	৪৪	১০
ভারত	ভরত	ঐ	১৮
চিত্রকূটের	চিত্রকূটের	ঐ	১১
কাক্ষুদদীর	কাক্ষুদদীর	ঐ	১২
পুনাং	পুনাং	৪৫	১৬
বিধিরতাং	বিধীরতাং	ঐ	১০
বচনাচ্ছিব্	বচনাচ্ছীয্	ঐ	১১
বণিতা	বনিতা	৪৬	৩
পিতৃষশ্ব	পিতৃষশ্বীয়	৪৮	৫
ঐক্ষু	ঐক্ষু	৪৮	১৬
ইদানিং	ইদানীং	৬১	১৭
ত্ৰিসিদ্ধ	ত্রিসিদ্ধ	৬২	৯
দাক্ষিণাত্যের	দাক্ষিণাত্যের	৬৬	৪২
রহত্ব	রহত্ব	৬৭	৭
কুপ	কুপ	৬৮	২
তদ্বারা	তদ্বারা	ঐ	১২
ভাগবৎ	ভাগবত	৭৯	৬
বিলোপিত	বিলোকিত	৮৩	৭
ত্ৰিপস্থা	ত্রিপস্থা	৮৬	৯
লালনিঘী	লালদীঘী	ঐ	১৮
সানাকরণ	সানাকরণ	৮৭	১১
লিঙ্গম	লিঙ্গম	ঐ	১৯
ত্ৰিতল	ত্রিতল	৮৯	৩

কৃষ্ণক	কৃষ্ণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
চতুর্ভল	বহুভল	ঐ	৫
অন্নপ্রাশনের	অন্নপ্রাশনের	ঐ	১
দ্বৈত	দ্বৈত	২০	১০
বৈষ্ণ	বৈষ্ণ	১০২	১৭
নাথ	নাথ	১০৪	১২
নাভ	নাভ	ঐ	১২
মহাত্ম	মহাত্মা	১১১	১৫
নীতিজ	নীতিজ	১০২	১৩
বেশভূষণ	বেশভূষণ	১২০	২
অবলা	অবলা	১০৩	৬
নির্দেশ	নির্দেশ	১৩৪	১৮
প্রার্থন	প্রার্থন	১০৫	২
দৈত্য	দৈত্য	ঐ	৬
ককুণি	ককুণি	১৩৯	৪
চরণক	চরণক	১৪৩	১
স্বীকৃৎক	স্বীকৃৎক	ঐ	১৭
চুড়া	চুড়া	১৪৫	২১
অধীন	অধীন	১৪৯	৯
বীতিত	বীতিত	১৫২	২
উত্তর	উত্তর	ঐ	
স্বাধ	স্বাধ	ঐ	ঐ

১০৮ পৃষ্ঠা - চিত্রকলায় যে মতে খবত দেবের যে পরিচয় দেওয়া  
 হইয়াছে তাহা ভুল হইয়াছে। খবতদেব আর্যভট্টের মনু হইতে  
 পাঁচ পুরুষ অন্তর বংশ, আর্যভট্টের মনু, তস্য পুত্র প্রিয়ব্রত  
 তস্য পুত্র অগ্নি, তস্য পুত্র নাভি, তস্য পুত্র খবতদেব।

## ভূমিকা।

ইতি পূর্বে আজিম গঙ্গা নবাসী প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী  
এবং ভূম্যধিকারী রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর  
দ্বারা পৰ্য্যটনার্থে ভারত বর্ষের পশ্চিম প্রদেশে  
গমন করেন। তিনি আশ্রম সমিতিবাহারে  
হইয়া যান। তাঁহার প্রসাদে এই উপলক্ষে এবং  
পুণ্ড্র ও অন্যান্য কাৰণে ভারতবর্ষের অনেক জন  
সম্প্রদায় অসমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সম্প্রতি  
যখন যখন হইল যে বাঙালী দেখিয়াছে ও শুনিয়াছি  
তৎ সমুদয়ের বিবরণ সাধারণ সমীপে প্রকাশ  
করি। তদ্বর্থে এই পুস্তক প্রণয়নে ওরত হই।  
শ্রিতান্ত্রিক কৰ্ম্মাধীনতা ও অনবকাশ বশতঃ বিশেষ  
রূপ অনুসন্ধান বিছুই করিতে পারি নাই। সুতরাং  
এত্থাণি যে অসমার হইয়াছে তত্বতে সন্দেহ  
নাই। তাঁহার মধ্যে প্রায় কোন নূতন কথাও  
নাই। তবে ইহা একটনো তাৎপৰ্য্য এই যে  
যদিও ইন্দীয়া স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ দেশদেশান্তরে  
গমন করিতেছেন, তথাপি অধিকাংশই কোণ  
বাসী বোধ করি অদ্যাপিও অনেকে এমন অছেন  
যে তাঁহারা প্রাসান্তরও দেখেন নাই। অতএব  
তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ আলস্য ত্যাগ পূর্বক অবসর  
ক্রমে ইহা অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে বোধ করি  
তাঁহারা ভারত বর্ষের পূর্বাগর অবস্থার বুজান

কতক কতক অবগত হইলেও হইতে পারেন।  
এই উদ্দেশ্যেই আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি।  
তাহাতে যদি কতকিংশ সফল হই, তাহা হইলো  
যথেষ্ট।

গ্রন্থ খানি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি।  
প্রথম খণ্ডে ভ্রমণ বিবরণ ও তদনুসঙ্গে প্রদেশ  
সকলের পূৰ্বাপর বৃত্তান্ত ঘটিত দুই চারি কথা  
আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ সকল প্রদেশের ও তদ-  
ধি বাসিদিগের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে  
একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আজিমগঞ্জ

২৫এ অগ্রহায়ণ সম্বৎ ১৯২৮। শ্রীকেশবনাথ দাস

এদ  
১৮২০  
৮-৭৪











